উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,৫৫৯.৬৫ (-১২০.২১)

নিফটি : ২৫,৮১৮.৫৫ (-৪১.৫৫)

ঢাকায় বন্ধ ভারতীয় ভিসাকেন্দ্র

সেভেন সিস্টার্স দখলের হুমকি দিয়েছিলেন বাংলাদেশের ছাত্র নেতা হাসনাত আবদুল্লা। ঠিক তার পরই ঢাকায় ভারতীয় ভিসা আবেদনকেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল নয়াদিল্লি। » ১০

শুধুই বদনাম : মমতা

'আমাদের নামে শুধু বদনাম করা হয়। কিন্তু বহু বঞ্চনার মধ্যেও আমরা ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমিয়েছি।' বুধবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোরে এক সভায় আক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১১°	২৮°	১২°	২৮°	১২°	২৬°	১২°

উত্তরবঙ্গ সফরে এলেন মোহন ভাগবত » ৪

শিলিগুড়ি ২ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 18 December 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 209

মেসির ভিডিওয় ব্রাত্য যুবভারতী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : যুবভারতীর বিশৃঙ্খলার পর ফের মুখ পুড়ল বাংলার। ভারত সফর শেষে মেসি ইনস্টাগ্রামে যে ভিডিও শেয়ার ও পোস্ট করেছেন, তাতে যুবভারতীর উল্লেখমাত্র নেই। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ইতিমধ্যে কলঙ্কিত হয়েছে যুবভারতীর ঘটনা। মেসিকে তাঁর নির্দিষ্ট কর্মসূচি শেষ না করেই বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। ফলে যুবভারতী যে তাঁর হৃদয়ে জায়গা করতে পারেনি, তা নিজের পোস্টে বুঝিয়ে দিলেন ফুটবলের রাজপুত্র। ইনস্টাগ্রামে তাঁর পোস্টে মুম্বই, হায়দরাবাদ, দিল্লির অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, শুধু নেই যুবভারতী। কলকাতার কর্মসূচি বলতে শুধু মূর্তি উন্মোচনের উল্লেখ করেছেন তিনি।

যুবভারতীতে তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখা হয়নি। মমতা পৌঁছানোর আগে চলে গিয়েছিলেন মেসি।

যুবভারতীতে যে ঘটনা ঘটেছে, আমরা কেউ তা আশা করিনি। কয়েকজনের আদিখ্যেতার জন্য বাংলার মাথা হেঁট হয়েছে। এটা কখনোই কাম্য ছিল না।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু তাঁর পোস্ট করা ভিডিওতে হায়দরাবাদে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে তাঁর ফুটবল খেলা ঠাঁই পেয়েছে। যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে আলাপ, দর্শকদের উচ্ছ্বাস ইত্যাদি সবই রয়েছে ভিডিওতে।

আবার নয়াদিল্লিতে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানের ছোট ছোট মুহূর্ত ভিডিওতে ধরে রেখেছেন মেসি। বাদ যায়নি অভিনেত্রী করিনা কাপুর খানের সঙ্গে তাঁর ছবিও। যুবভারতীতে কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রচুর ছবি তোলেন সদ্য প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর সঙ্গে ছবি তোলেন। মেসির ভিডিওতে সেগুলির কোনওটা না থাকায় রাজ্যের পক্ষে নিঃসন্দেহে চরম বিড়ম্বনার।

পোস্টে মেসি অবশ্য ভারত সফর নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন, 'দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ ও কলকাতায় গিয়েছি। যে আতিথেয়তা ও ভালোবাসা পেয়েছি, তার জন্য ধন্যবাদ। আশা করছি, ভারতে ফুটবলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সফর খুব অল্প সময়ের ছিল। কিন্তু যে ভালোবাসা পেয়েছি, তাতে সব ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছে। সকলে পাগলের মতো ভালোবেসেছেন।'

এরপর আটের পাতায়

ভাওয়াইয়া উৎসবে বরাদ্দ কমে মাত্র ১০ লক্ষ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ ডিসেম্বর : দক্ষিণবঙ্গে পিঠেপুলি সহ বিভিন্ন উৎসবের জন্য কোটি টাকা বরাদ্দ করছে রাজ্য সরকার। অথচ উত্তরবঙ্গের মাটির মানুষের ভাবাবেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ভাওয়াইয়া উৎসবের বাজেট গতবারের তুলনায় এক ধাক্কায় ৪০ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে। প্রতিবারই যেখানে একটা জেলাকে ভেনু করে এই রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব হয়, সেখানে এবার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি দুটি জেলাকে এই উৎসবের ভেনু করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এবার এই উৎসবের বাজেট বাড়ানোর কথা। কিন্তু বাড়ানো তো দূরের কথা, গতবার যেখানে রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবের বাজেট ৫০ লক্ষ টাকা ছিল, সেখানে এবার তা কমিয়ে দুটো জেলার জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে মোট ১০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ গতবারের বাজেটের তুলনায় এক পঞ্চমাংশ। উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক ভাওয়াইয়াকে নিয়ে রাজ্য সরকারের এমন বিমাতৃসুলভ আচরণে কোচবিহার সহ উত্তবঙ্গের প্রথিতযশা ভাওয়াইয়াশিল্পী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

ভাওয়াইয়া সংগীতে পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী তথা কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার পঁচাগড়ের বাসিন্দা গীতা রায়কে কোনওবারই ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটিতে রাখা হয় না। *এরপর আটের পাতায়*

শীত : সুন্দরী না ভয়ংকরী!

নেমেছে পারদ। শীতের স্নিগ্ধ জলে অবাধ বিচরণ পরিযায়ী ফ্লেমিংগোর। রাজস্থানের সম্ভারে। কুয়াশামাখা সকালে লেপমুড়ি ছেড়ে বাইরে মায়ের সঙ্গে শিশুকন্যা। শীতপোশাকে পশুরাও। নয়াদিল্লিতে।

জিটিএ-তে নিয়োগ দুর্নীতি

চাকরিহারা ৩১৩ শিক্ষক

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতির আঁচ পাহাড়েও। অনিয়মের অভিযোগে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এলাকার ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরিও বাতিল হয়ে গেল। এসএসসি'র পর দ্বিতীয় বড় ধাক্কা নিঃসন্দেহে। নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন না দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে শিক্ষক নিযুক্তিতে অনিয়ম হয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুরই।

বুধবার ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর মতে, ১৯৯৭ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনকে লঙ্ঘন করে ওই 'বেআইনি' নিয়োগ করেছে জিটিএ। এই অনিয়মের সময় জিটিএ-তে ক্ষমতাসীন ছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। নিয়মিতকরণের যুক্তি দেখিয়ে এই বেআইনি নিয়োগে মোর্চার সেকেন্ড ইন কমান্ড রোশন গিরির নাম উল্লেখ করেন বিচারপতি।

জিটিএ'র পক্ষ থেকে হাইকোর্টের এই নির্দেশে বুধবার রাত পর্যন্ত তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে চাকরি বাতিলের নির্দেশের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার থেকে সংযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের ব্যানারে ওই ৩১৩ জন অনির্দিষ্টকালের বনধে যাবেন বলে জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে পাহাড়ের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতেও পঠনপাঠন নিয়ে সংশয় তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট হাইকোর্টের এই নির্দেশের বিরোধিতা না করলেও শিক্ষকদের 'সর্বনাশে' উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'শুধুমাত্র এই শিক্ষকরা নন, তাঁদের পরিবারও ক্ষতিগ্রস্ত হল। নিবাচিত সাংসদ হিসাবে অবৈধ নিয়োগকে সমর্থন করতে পারি না। তবে তৃণমূলের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্যের অনৈতিক কাজ ও জিটিএ'র নয়নের মণিদের নিয়োগের দুর্নীতি প্রমাণিত হয়েছে। আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানাই।' জিটিএ'র এলাকায় শিক্ষক দুর্নীতির অভিযোগ আগেই উঠেছিল। রাজ্য সরকার এজন্য সিআইডি তদন্তের নির্দেশও দিয়েছিল। সেই তদন্ত চলবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি বসু।

এই মামলায় বুধবার বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, আদালতে পেশ করা নথি অনুযায়ী, ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষাসচিবের সঙ্গে জিটিএ কর্তৃপক্ষের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, রাজ্য ও জিটিএ'র প্রতিনিধিরা ছিলেন। রোশন গিরি সব শিক্ষকের নিয়মিতকরণের প্রস্তাব দিলেও রাজ্য সরকার তখন তাতে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়নি।

কিন্তু চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা না করে জিটিএ'র নির্দেশে জেলা স্কুল পরিদর্শক বেআইনিভাবে ওই নিয়োগ করেন বলে বিচারপতি মন্তব্য করেন। কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই নিয়োগ করেছিল জিটিএ। স্থায়ীকরণের নামে নতুন নিয়োগ হয়েছিল। এর ফলে অনেক চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বঞ্চিত করা হয়েছে। নিযুক্ত শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়েও সংশয় রয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করে বিচারপতি বসু ২০১৯ সালের ৮ মার্চ যে নোটিশে অস্থায়ী শিক্ষকদের নিয়মিত করা হয়েছিল, তা বাতিল করে দেন।

বিচারপতি উল্লেখ করেন, এই নিয়োগ সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ নম্বর ধারায় উল্লেখিত সমান সুযোগের অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে।

এরপর আটের পাতায়

কড়া আদালত

- ৩১৩ জন অস্থায়ী শিক্ষককে স্থায়ী শূন্যপদে নিয়মিত করেন দার্জিলিং জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক
- কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই নিয়োগ করেছিল জিটিএ
- ২০২৩ সালের ৯ অক্টোবর রাজ্য সরকারের গঠিত কমিটি রিপোর্ট দিয়ে জানায়, এই নিয়োগের অনুমোদন সম্পূর্ণ অবৈধ
- বিজ্ঞাপন বা যথার্থ নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে পিছনের দরজা দিয়ে এই শিক্ষকদের নিয়োগ হয়েছিল বলে পর্যবেক্ষণ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর

কার্যত স্তব্ধ এনবিইউ

টানা তিনদিন বন্ধ প্রশাসনিক ভবন

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : সারাবাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনের জেরে টানা তিনদিন ধরে বন্ধ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন। ফলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ক্যাম্পাস। অর্থ, পরীক্ষা, শিক্ষা, গবেষণা সংক্রান্ত কোনও কাজকর্মই হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকা ৪৯ কলেজের বিভিন্ন কাজকর্মও আটকে গিয়েছে। ফলে জেলায় জেলায় শিক্ষা মহলে প্রভাব পড়েছে। এর আগে কখনও টানা তিনদিন প্রশাসনিক ভবন বন্ধ ছিল না বলেই জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক ও আধিকারিকরা। তারপরও সমস্যা মেটাতে কোনও হেলদোল নেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। ক্ষোভ বাড়ছে বিভিন্ন মহলে।

আর এই জটিল পরিস্থিতিতে জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপন রক্ষিতকে দায়িত্ব দিয়ে বুধবার থেকে হঠাৎ করেই বেপাত্তা ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাস। দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই উপাচার্য। স্থায়ী রেজিস্ট্রার এবং ফিন্যান্স অফিসারের চেয়ারও বছরের পর বছর ধরে খালি পড়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য রসায়নের অধ্যাপক ভাস্করকে দায়িত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। অতি সম্প্রতি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসাবে তাঁর মেয়াদও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে এইসময় তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ক্যাম্পাসে। জয়েন্ট রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, শুক্রবার পর্যন্ত তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন ভাস্কর। শনি, রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি। ফলে সোমবারের আগে আদৌ প্রশাসনিক ভবন খুলবে কি না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। স্বপনের বক্তব্য, 'ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কথামতো বুধবার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তবে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন দাবি না মেটা পর্যন্ত তাঁরা প্রশাসনিক ভবন খুলতে দেবেন না। সেকথা ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে জানিয়েও দিয়েছি।'

এসবের মধ্যেই বুধবার উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে একটি চিঠি এসেছে। সেই চিঠি নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। চিঠির বিষয়বস্তুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তিভিত্তিক এবং দৈনিক হাজিরার অস্থায়ী কর্মীদের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। আবার চিঠির মূল অংশে শুধুমাত্র চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বিষয়েই তথ্য চাওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার স্বীকৃত পদের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময় যেসব চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে তাতে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন ছিল কি না, রাজ্যের অনুমোদন না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির অনুমোদন ছিল কি না, চিঠিতে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। আর অনুমোদন থাকলে সেই সংক্রান্ত নথিপত্র উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠাতে বলা হয়েছে। জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের কথায়, 'চিঠি পেয়েছি। প্রশাসনিক ভবন খুললেই প্রয়োজনীয় নথিপত্র উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।' বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে খবর, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের চাইতে দৈনিক হাজিরার অস্থায়ী কর্মীদের নিয়েই ক্যাম্পাসে সমস্যা বেশি। সেক্ষেত্রে তাঁদের নথি শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হবে কি না,

এরপর আটের পাতায়

বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপন রক্ষিত।

এডিশন স্পেশাল

শিক্ষায় মাতৃভাষাকেই অগ্রাধিকার

» *দশের পাতায়*

আপাতত অন্তরালেই অরূপ

» *সাতের পাতায়*

আরও তিন শাবকের জন্ম দিল তনয়া

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : খুশির হাওয়া শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে। আরও তিন সন্তানের জন্ম দিয়েছে সিংহী তনয়া। সুরজ ও তনয়া এই মুহূর্তে চার শাবকের অভিভাবক। মাস দেড়েক আগেই তিন শাবকের জন্ম হয়। বুধবার সাফারি পার্কে কর্মতীর্থ ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র। সেখানেই তিনি পরিবারের নতুন তিন সদস্যের কথা জানান। বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর ই বিজয় কুমার বলছিলেন, 'আমরা সাফারির নতুন সদস্যদের নিয়ে ভীষণ খুশি। এখন মায়ের সঙ্গে একই ক্রলে আছে শাবকরা। তনয়াকে স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসক ওদের খেয়াল রাখছেন।'

বাঘ, সিংহ থেকে ভালুক- প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে একের পর এক সফল প্রজনন হলেও বেঙ্গল সাফারিতে এখনও পর্যন্ত প্রজননকেন্দ্র চালু করা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি রাজ্য সরকার। অথচ পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিংয়ের তোপকেদাড়ার পর সফল প্রজননে নজির গড়েছে সাফারি পার্ক। তবুও কেন এখানে প্রজননকেন্দ্র গড়তে এত গড়িমসি, সেই প্রশ্ন উঠছে।

বেঙ্গল সাফারি

বেঙ্গল সাফারিতে এই মুহূর্তে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা ১৪। অথচ, ওডিশার নন্দনকানন থেকে মাত্র এক জোড়া রয়েল বেঙ্গল টাইগার আনা হয়েছিল এখানে। একজন প্রাণী চিকিৎসক আর একটি ছোট হাসপাতাল। সামান্য পরিকাঠামোতেই সাফল্যের সঙ্গে বাঘের প্রজনন ঘটাচ্ছে পার্ক কর্তৃপক্ষ। একসময় সংখ্যা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, বেশ কয়েকটিকে অন্য চিড়িয়াখানায় পাঠাতে হয়। বাঘ সাফারির জন্য এনক্লোজারের পরিধি বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে।

একজোড়া সিংহ আনা হয় ত্রিপুরার সিপাইজলা চিড়িয়াখানা থেকে। ওই সিংহ জুটিরও সফল প্রজনন হয় সাফারি পার্কে। প্রথম জন্ম নেওয়া তিনটে শাবকের মধ্যে দুটির মৃত্যু হয়। বহু চেষ্টায় একটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়। ফের অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল তনয়া। এবারও তিন শাবকের জন্ম দিল ওই সিংহী। সব মিলিয়ে সাফারি পার্কে সিংহের সংখ্যা বেড়ে হল ছয়। মা ও তার শাবকরা আপাতত সুস্থ। এছাড়া হরিণ, ভালুক, জঙ্গল ক্যাটের সফল প্রজনন হয়েছে পার্কে। রাজ্য উদ্যোগী হলে এই পরিবেশে আরও সফল প্রজনন হতে পারে। এদিন সাফারি পার্কে চালু হওয়া কর্মতীর্থে ১৪টি স্টলের উদ্বোধন করেন গৌতম। স্টলগুলিতে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা দোকান দেবেন। থাকছে ফাস্ট ফুড, হাতে তৈরি সামগ্রী ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে সাফারির ডিরেক্টর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন প্রমুখ।

অন্ধকারেই থাকে মাখনাশিল্পের 'প্রাণ'

কনকনে শীতে ঝুপড়ি ঘরে বসবাস। চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। স্বাস্থ্যের খেয়ালই বা রাখবে কে! একেকটি মাখনা ফড়িতে ৪০–৫০টি শ্রমিক পরিবারের জন্য বরাদ্দ মাত্র দুটি শৌচালয়। আজ দ্বিতীয় পর্ব

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ ডিসেম্বর : প্রায় ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে হরিশ্চন্দ্রপুর রাজ্য এমনকি ভারতবর্ষের মানচিত্রে অর্থকরী ফসল মাখনার জন্য এক বিশেষ জায়গা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গের এই হরিশ্চন্দ্রপুর মাখনা উৎপাদন থেকে প্রক্রিয়াকরণ এবং দেশে ও বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য জায়গায় রয়েছে। গোটা মালদা জেলাতেই প্রতিবছর মাখনাতে কয়েকশো কোটি টাকার টার্নওভার হয়। কিন্তু প্রকৃত চিত্র অন্য। এই শিল্পের যাঁরা প্রাণ অর্থাৎ বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁদের হাত ধরে এই মাখনা দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে তাঁরা থাকেন অন্ধকারে। তাঁদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে বাসস্থানের পরিকাঠামো সবটাই যেন কেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন। দ্বারভাঙ্গা থেকে আসা ওই শ্রমিকের দল নিজেদের পরিবার নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বিভিন্ন ফরিতে বছরের ছয় থেকে আট মাস বসবাস করে। সেখানে অস্থায়ী কাঁচা বাড়িগুলি বাসস্থানের অযোগ্য। কোনওরকমে বেড়া দিয়ে দাঁড় করানো ঘর, মাথার ওপর টালি কিংবা টিন। শীতে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া নিয়ে বসবাস করে শ্রমিক পরিবারগুলি। একেকটি ফড়িতে প্রায় কুড়ি থেকে ২৫টি পরিবার থাকে। যদিও সমস্তটাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তাঁদের ব্যবহারের জন্য শৌচালয় মাত্র একটি। সেটিও অস্বাস্থ্যকর। অর্থাৎ ৫০ থেকে ৬০ জন শিশু সহ বৃদ্ধের জন্য বরাদ্দ একটি থেকে দুটি মাত্র শৌচালয়। দ্বারভাঙ্গার কেউটিয়া গ্রামের বাসিন্দা অযোধ্যাপ্রসাদ সাহানির কথায়, 'প্রতিবছর হরিশ্চন্দ্রপুরে আসি। সঙ্গে পরিবারও থাকে। কিন্তু এখানে আমাদের জন্য যে ধরনের ঘর দেওয়া হয় তাতেই বাধ্য হয়ে থাকতে হয়। কী করব পেটের তাগিদ? শীত এবং বর্ষাতে কষ্ট হয় তবুও রোজগারের জন্য মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়।'

প্রসূতি কিংবা সন্তান জন্ম দেওয়া মা এবং শিশুদের পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে বিশাল বড় শূন্যতা। শুধুমাত্র পরিযায়ী হওয়ার কারণে স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে ঠিকমতো রেকর্ড থাকছে না এই সমস্ত মা, শিশু এবং প্রসূতিদের। বছরের ছয় মাস থেকে আট মাস পশ্চিমবঙ্গে বাকি কয় মাস বিহারে। এর মাঝেই সন্তান গ্রহণ থেকে সন্তান জন্ম দেওয়া সবটাই চলছে তাদের মধ্যে। সেক্ষেত্রে দুই রাজ্যের টানাটানিতে এবং সর্বোপরি ভ্যাকসিন নেওয়ার কার্ডে দুই রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের সঠিকভাবে রেকর্ড না থাকায় উপযুক্ত ভ্যাকসিন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মা এবং শিশু উভয়ে। শুধু তাই নয়, তাঁদের জন্য এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন না মাখনা প্রক্রিয়াকরণে জড়িত ব্যবসায়ী এবং ফড়ি মালিকরা। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই বেড়ে উঠছে শ্রমিক পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

এলাকায় কাজ করা স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মধুমিতা রায় বলেন, 'আমরা হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিভিন্ন ফড়িগুলিতে গিয়ে মাঝে মাঝে প্রচার চালাই যাতে ওদের বাচ্চাদের ওরা স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ভর্তি করায়। প্রসূতিদেরকেও আমরা জানাই তাদের জন্য নিউট্রিশনের ব্যবস্থা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে রয়েছে।'

মাখনা ব্যবসায়ী শেখ খলিল বলেন, 'মাখনা থেকে সরকার পাঁচ শতাংশ জিএসটি নিচ্ছে। এলাকার অর্থনীতির উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন পরিকাঠামো এবং শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করছে না।'

এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

উনুনের আঁচে ফুটছে মাখনা।

আবার কবে ঢাকার ট্রেন, নিশ্চয়তা নেই

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : গত বছর গণ অভ্যুত্থানের জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। ওপার বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক নয়। ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই থেকে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে চলাচলকারী যাত্রীবাহী মিতালি এক্সপ্রেস সহ হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে পণ্যবাহী ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়। সেই থেকে হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে আন্তর্দেশীয় ট্রেন চলাচল করে না। খালপাড়ার আন্তর্জাতিক রেলগেটও বন্ধ। সূত্রের খবর, প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে পুনরায় ট্রেন চলাচলে আগ্রহী বাংলাদেশ। বাংলাদেশ রেলওয়ের তরফে দুই দফায় ভারত সরকারকে চিঠি দেওয়া হলেও কোনও উত্তর মেলেনি বলে জানা যাচ্ছে। কারণ নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারত কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চায় না। এবার ফের একবার ভারতকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।

আগামী বছর মার্চে ঢাকায় ৩৮তম আন্তঃসরকার রেলওয়ে সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা। যদিও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। ওই সভায় দুই দেশের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেনগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। হলদিবাড়ির স্টেশনমাস্টার সত্যজিৎ তিওয়ারি বলেন, 'বাংলাদেশ ওই রুটে ট্রেন চলাচলে আগ্রহ দেখাচ্ছে বলে শুনেছি। কিন্তু চিলাহাটি স্টেশন থেকে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনের দপ্তর তো তুলে নেওয়া হয়েছে।'

১৭ ডিসেম্বর, ২০২০। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে ৫৭ বছর পর পুনরায় ট্রেন যাত্রার সূচনা করেন। বাংলাদেশ খনিজ তেল, পাথর ও সিমেন্ট আমদানির জন্য ওই রেলপথে পণ্যবাহী ট্রেন চালাতে আগ্রহী হয়। এনজেপি ও রাঙ্গাপানি থেকে অপরিশোধিত তেল নিয়ে মাত্র ১০০ কিলোমিটার অতিক্রম করলে ওপারের পার্বতীপুরে পৌঁছানো যেত। কিন্তু এখন প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পথ ঘুরে মালদা হয়ে তেল আমদানি করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে।

হলদিবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, 'আমদানি-রপ্তানিতে সময় ও খরচ দুই-ই সাশ্রয় হত।' ব্যবসায়ী দিগ্বিজয় সরকারের কথায়, 'বাংলাদেশ থেকে নেপাল, ভুটান সহ ভারতের সেভেন সিস্টার রাজ্যগুলোর সঙ্গে ব্যবসা বৃদ্ধির পথ খুলেছিল।'

হলদিবাড়ি স্টেশন দিয়ে চলে না বাংলাদেশগামী ট্রেন।

Department of Posts, India
Office of the Postmaster General
North Bengal Region
Siliguri-734001

No: CPT/Dak Adalat/QTLY শিলিগুড়ি, তারিখ 16.12.2025

সংবাদ লিপি
ডাক আদালত ডিসেম্বর 2025

ডাক আদালত 2025, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র-এর সভাপতিত্বে 29.12.2025 তারিখে, 11টায়, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001-এর অফিসে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই আদালতে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রের ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের অভিযোগের সমাধান করা হবে। অভিযোগে অবশ্যই রেফারেন্স নম্বর, বিভিন্ন ডাক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠির তারিখ এবং অভিযোগকারীর মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল আইডি সহ সম্পূর্ণ বিবরণ থাকতে হবে। অভিযোগটি সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (মেলস এবং বী.ডী.), পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001 এই ঠিকানাতে দিতে হবে যাতে 24.12.2025 তারিখে বা তার আগে স্পিড পোস্ট-এর মাধ্যমে বা ই-মেইল আইডি bdntnb@gmail.com-তে ই-মেইলের মাধ্যমে পৌঁছে যায়। অভিযোগকারীকে উপরে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স)-এর মাধ্যমে ডাক আদালত 2025-এ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, গুগল মিট-এর লিংক সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীর সাথে শেয়ার করে দেওয়া হবে। অন্য যে কোনও প্রকার ব্যাখ্যার জন্য সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (মেলস এবং বী.ডী.)-এর সাথে টেলিফোন নম্বর : 0353-2436550 এবং মোবাইল নম্বর 9679248729, 9475816052-তে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
দ্রষ্টব্য ঃ আইনি বিষয় জড়িত মামলা যেমন উত্তরাধিকার ইত্যাদি এবং নীতিগত বিষয়গুলি উপরোক্ত ডাক আদালতে নেওয়া হবে না।

Sd/- সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (মেলস এবং বী.ডী.)
পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়
উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র
শিলিগুড়ি-734001

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
NIeT No.-30-DE/SMP/2025-26
On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.
Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid : 18.12.2025(server clock)
Last date of submission of bid : 24.12.2025 (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely- **http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/-
DE, SMP

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৯৯৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২০০০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T.
No. KMG/BDO-ET/14/2025-26 (2nd Call), 15/2025-26 (2nd Call), 16/2025-26 (2nd Call) & 21/2025-26 (2nd Call) under APAS
Last date and time for bid submission- 24/12/2025 at 15.00 hours.
For more information please visit : https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram : Alipurduar

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৫/ডিসেম্বর/০৫, তারিখ: ১১-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ... [illegible] ...
www.ireps.gov.in দেখুন।
চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/মণিপুর প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী - চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত পূর্ব রেলওয়ের ২০২৫ বর্ষের ডিসেম্বর মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচি সংক্রান্ত ... [illegible] ...
(STORES-56/2025-26)
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ... [illegible] ...
www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিআরএম, ডিভ ইঞ্জিনিয়ার/কন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট
নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
১) ই-টেন্ডার নং. ঃ এনবি২৫৬১২৭, তারিখ ঃ ১৫-১২-২০২৫। আইটেম বিবরণ ঃ আইসিএফ ডিআরজি. নং. আইসিএফ/এসকে-৬-১-২৬৫ অনুযায়ী আইটেম নং ... [illegible] ...
২) ই-টেন্ডার নং. ঃ এনবি২৫৬১৩৫, তারিখ ঃ ১৫-১২-২০২৫। আইটেম বিবরণ ঃ ... [illegible] ...
বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in দেখুন।
ডেপুটি সিএমএম/ডি, নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

হাওড়া ডিভিশনে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

হাওড়া ডিভিশনের কাটোয়া - আজিমগঞ্জ শাখায় আজিমগঞ্জ ও পোড়াডাঙ্গা স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রসিং গেট নং. ২৯/বি/টি(কিমি ১৭৮/২-৪)-তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য, ২০.১২.২০২৫ তারিখে (শনিবার) ০৭ ঘন্টা ১০ মিনিটের (সকাল ০৮টা ৫০ মিনিট থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত) পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ

● **বাতিল ঃ** ১৯.১২.২০২৫ তারিখ (শুক্রবার) ঃ আজিমগঞ্জ থেকে - ৫৩০২৭, ৫৩০২৯। ২০.১২.২০২৫ তারিখ (শনিবার) ঃ আজিমগঞ্জ থেকে - ৬৩৪৩৩, ৫৩৪৩৩। রামপুরহাট থেকে - ৬৩৪৩৪, ৬৩০০৮। মালদা টাউন থেকে - ৫৩০২৮। ভাগলপুর থেকে - ৫৩০৩০। নিমতিতা থেকে - ৫৩০৫২, কাটোয়া থেকে - ৬৩০১৩ এবং বারহারওয়া থেকে - ৫৩৪৩৪।

● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু [২০.১২.২০২৫ তারিখ (শনিবার)] ঃ** (১) ১৩১৭৭ / ১৩১৭৮ শিয়ালদহ - জঙ্গীপুর রোড - শিয়ালদহ এক্সপ্রেস জঙ্গীপুর রোড স্টেশনের পরিবর্তে লালবাগ কোর্ট রোড স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ / লালবাগ কোর্ট রোড স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) ৬৩০০৭ কাটোয়া - রামপুরহাট মেমু রামপুরহাট স্টেশনের পরিবর্তে আজিমগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (৩) ৫৩০৫৩ কাটোয়া - নিমতিতা প্যাসেঞ্জার নিমতিতা স্টেশনের পরিবর্তে আজিমগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

● **পুনঃনির্ধারণ ঃ** (১) ১৩০১৭ হাওড়া - আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.১২.২০২৫) ৪ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ হাওড়া থেকে সকাল ০৬টা ০৫ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ১০টা ০৫ মিনিটে ছাড়বে। (২) ১৩০১৮ আজিমগঞ্জ - হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.১২.২০২৫) ১৩০১৭ পৌঁছানোর পরে আজিমগঞ্জ থেকে যথাযথভাবে পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) ১৩১২৬ সায়রঙ্গ- কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯.১২.২০২৫) ৪ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ সায়রঙ্গ থেকে সকাল ০৭টা ১৫ মিনিটের পরিবর্তে বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে।

● **নিয়ন্ত্রণ ঃ** ৬৩০৩১ কাটোয়া - আজিমগঞ্জ মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.১২.২০২৫) পথিমধ্যে ২০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

ব্রিজ নং. ১৪১ (কিমি ৮৮/১৮-২০), ব্রিজ নং. ১৪৩ (কিমি ৮৯/২৬-২৮) এবং ব্রিজ নং. ১৭১ (কিমি ১০৯/২৬-২৮)-এ একই সাথে রি-গার্ডারিং-এর কাজের জন্য, ২১.১২.২০২৫ তারিখে (রবিবার) হাওড়া ডিভিশনের মল্লারপুর ও তারাপীঠ রোড স্টেশনের মধ্যে সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং নলহাটি ও সাঁইনপুর স্টেশনের মধ্যে সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ডাউন এবং রিভার্স লাইনে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ

● **বাতিল [২১.১২.২০২৫ তারিখ (রবিবার)] ঃ** রামপুরহাট থেকে - ৬৩৫৮৪, ৬৩০২৬, বর্ধমান থেকে - ৬৩৫৮১, ৬৩০৬৩ এবং তিনপাহাড় থেকে - ৬৩০৬৪।

● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু [২১.১২.২০২৫ তারিখ (রবিবার)] ঃ** (১) ৬৩০০৭ কাটোয়া - রামপুরহাট মেমু আজিমগঞ্জ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (২) ১৩১৮৭/১৩১৮৮ শিয়ালদহ - রামপুরহাট - শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস রামপুরহাট স্টেশনের পরিবর্তে সাঁইথিয়া স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/ সাঁইথিয়া স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।

● **বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ-** স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং নতুন চালু হওয়া ট্রেন/ পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, তবে ব্লক চলাকালীন পথিমধ্যে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ/পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER, BANARHAT PS
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide. **e-NIT No : BANARHAT/EO/NIT-007/2025-26**. Last date of online bid submission 12/01/2026 Hrs 05:00 PM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
EO, Banarhat PS

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-02/2025-26 (2nd Call) MEMO No. 3786/JM DATE: 20.11.2025
Tender ID: 2025_MAD_957905_1
Tender ID: 2025_MAD_957905_1
Tender ID: 2025_MAD_957905_1
Tender ID: 2025_MAD_957905_1
Tender ID: 2025_MAD_957905_1
Last date of bidding (On line) dated:- December 22, 2025 at 12.00 P.M
2) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-03/2025-26 (2nd Call) MEMO No. 3787/JM DATE: 20.11.2025
Tender ID: 2025_MAD_957945_1
Tender ID: 2025_MAD_957945_2
Tender ID: 2025_MAD_957945_3
Last date of bidding (On line) dated:- December 22, 2025 at 12.00 P.M
Details of which are available in the web portal tenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

e-Tender Notice
OFFICE OF THE BDO, BANARHAT BLOCK
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide. **e-NIT No : BANARHAT/BDO/NIT-012/2025-26 2nd Call and eNIT No. BANARHAT/BDO/NIT-013/2025-26 2nd Call**. Last date of online bid submission 31/12/2025 & 02/01/2026 09:00 AM. For further details you may visit **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
BDO, Banarhat Block

কর্মখালি

ফুলবাড়ি সুপার মার্কেট এলাকায় মহিলা রাঁধুনি বিশেষ প্রয়োজন। যোগাযোগের ঠিকানা : 8637345661, 7001957263. (C/113653)

●

সিকিউরিটি গার্ড (Security Guard) চাই, Loc. বিধাননগর, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ফাটাপুকুর। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন ১১০০০ থেকে ১৪০০০ টাকা। Salary 11000/- to 14000/-. M- 9679251655. (K/D/R)

●

সারদা শিশুতীর্থ, তুলসীপাড়া, রূপাহার, উঃ দিঃ, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে গণিত, ইংরেজি, জীবন বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা/D.el.ed/B.ed প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। বায়োডাটা জমার তারিখ ১৯/১২/২০২৫ থেকে ২২/১২/২০২৫ পর্যন্ত। (সময় - দুপুর ১২ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত। সংগীত, নৃত্য, তবলা দক্ষরা অগ্রাধিকার। সাক্ষাৎকার - ২৩ ও ২৪শে ডিসেম্বর ২০২৫ (দুপুর ১২টা)। যোগাযোগ - ৯৩৩২০২১৩৫৬/৯৪৭৪৩২৪৮৩৬ /৯৪৩৪৪৮৪১৮৭.

অ্যাফিডেভিট

আমি Salijar Hossain, পিতা: Md Buduruddin Hossain থেকে 16/12/25 তারিখ APD EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Guljar Hosen এবং পিতা: Badaruddin Miya হইলাম। (C/118773)

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট
ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৩২/২০২৫-২৬, তারিখ: ১৫-১২-২০২৫। নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
ক্রম.নং.:১; টেন্ডার নং. : ৫০/২৫/৫০১৫এ/ওটি/১৯২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩১-১২-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: (১) আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল ... [illegible] ...
ক্রম. নং.:২; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৫৩এ/ওটি/১৯৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০১-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ... [illegible] ...
দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণ ... ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) ... [illegible] ...
পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

সোহাগে আদরে রাত ৮.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ শুধু তোমার জন্য, দুপুর ১.০০ রাখী পূর্ণিমা, বিকেল ৪.০০ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.০০ জোর, রাত ১০.০০ শুধু একবার বলো
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ বন্ধু, দুপুর ১২.১৫ বড়বউ, বিকেল ৩.৩০ চ্যালেঞ্জ-টু, সন্ধে ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ গল্প হলেও সত্যি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ বাবা তারকনাথ, ১০.৩০ আশ্রয়, বিকেল ৪.০০ মায়ের অধিকার, রাত ১০.০০ একাই একশো
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নয়ন শ্যামা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অগ্নিপরীক্ষা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজসাহেব
জি সিনেমা : সকাল ১০.৪৮ টু পয়েন্ট জিরো, দুপুর ১.৫০ কৃশ, বিকেল ৫.২৫ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, রাত ৮.৩০ জয় হো, ১১.০৩ মায়োঁ
জি অ্যাকশন : দুপুর ১.২৮ দবং-থ্রি, বিকেল ৪.২৭ মাসুম
জি বলিউড : বেলা ১১.১৪ কিষেণ কনহাইয়া, দুপুর ২.১১ সংসার, বিকেল ৪.৫৭ নাকাবন্দি, সন্ধে ৭.৫৯ ক্রান্তিবীর, রাত ১০.৫০ পুলিশগিরি
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : বেলা ১১.৪৫ ভিমলা নায়ক, দুপুর ২.২৪ মরজাওয়াঁ, বিকেল ৫.০৮ রামা রাও অন ডিউটি, সন্ধে ৭.৫৫ ম্যায় হুঁ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৩৩ রুদ্র অবতার
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ হম আপকে দিল মে র‍্যাহেতে হ্যায়, বিকেল ৩.৫০ বিনাশক, সন্ধে ৬.৫০ খুদা গওয়াহ, রাত ১০.০০ চোরি চোরি

চেজিং মনস্টার্স রাত ৮.১৬ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

নয়ন শ্যামা
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

শুধু একবার বলো রাত ১০.০০ জলসা মুভিজ

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১০টি ক্যাটারিং ইউনিট
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১০টি ক্যাটারিং ইউনিট (জিএমইউ এবং এসএমইউ) -এর জন্য ই-নিলামের আহ্বান জানানো হয়েছে। নিলাম ক্যাটালগ নং. টি-এফি-ক্যাটারিং-৩; ... [illegible] ...

ক্রম নং	লটনং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এ/১	[illegible] (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	[illegible]
এ/২	[illegible]	[illegible]
এ/৩	[illegible]	[illegible]
এ/৪	[illegible]	[illegible]
এ/৫	[illegible]	[illegible]
এ/৬	[illegible]	[illegible]
এ/৭	[illegible]	[illegible]
বি/১	[illegible] (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	[illegible]
বি/২	[illegible]	[illegible]
বি/৩	[illegible] (স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	[illegible] বন্দোবস্ত।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ৩১-১২-২০২৫ তারিখে ১২:০০ টায়। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: আগ্রহী দরদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। নতুন সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। বৃষ : চিকিৎসা বিভ্রাট হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মিথুন : সঞ্চয়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অবশ্যই সময় দিন। কর্কট : ভাইবোনের সঙ্গে অকারণ মনোমালিন্য। বাড়ি সংস্কারের আগে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলে নিন। সিংহ : সারাদিন অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে কাটবে। সৎসঙ্গে মানসিক শান্তিলাভ। সর্দি-জ্বরে ভোগান্তি। কন্যা : পরিশ্রমে সাফল্য পাবেন। বাবার সঙ্গে সামান্য মতানৈক্য এবং মানসিক কষ্ট। অর্থাগম হবে। তুলা : দাম্পত্যে সুখ থাকবে। নতুন গাড়ি ক্রয়ের সুযোগ আসবে। বৃশ্চিক : সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। ধনু : সমস্যার সমাধান হওয়ায় স্বস্তি। প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে ভুল বুঝে মানসিক কষ্ট। মকর : উগ্র আচরণ আপনারই ক্ষতি করতে পারে। শান্ত মাথায় থাকুন। কুম্ভ : ব্যবসার কারণে ঋণ করতে হলেও অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। অকারণে উৎকণ্ঠা। মীন : শারীরিক সমস্যা থাকবে। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। লটারি বা ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২ পুহ, সংবৎ ১৪ পৌষ বদি, ২৬ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৭, অঃ ৪।৫১। বৃহস্পত্তিবার, চতুর্দ্দশী শেষরাত্রি ৪।৪৩। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ৮।৪৩। ধৃতিযোগ অপরাহ্ণ ৪।২১। বিষ্টিকরণ দিবা ৩।৩৯ গতে শকুনিকরণ শেষরাত্রি ৪।৪৩ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৮।৪৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, শেষরাত্রি ৪।৪৩ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।১৩ গতে ৪।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৪ গতে ১।১৫ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৪৩ গতে যাত্রা নাই, শেষরাত্রি ৪।৪৩ গতে যাত্রা শুভ মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।২১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।১৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গঃ

উন্নয়নের পরবর্তী ধাপের লক্ষ্যে

শিল্প ও বাণিজ্য সম্মেলন

১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহ

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে
অনুষ্ঠিত হবে এই সম্মেলন

১৪ বছর ধরে

বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎনির্মাণ
বাংলায় বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়ন
বিপুল সুযোগ সৃষ্টি
ভাবনাকে কাজে পরিণত করা
গোটা বাংলাজুড়ে সমৃদ্ধি
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
শুধুমাত্র প্রকল্পের নয়, মানুষের ক্ষমতায়ন
প্রতিটি পদক্ষেপে আস্থা অর্জন
সমৃদ্ধি, যা প্রত্যক্ষ করা যায়
প্রতিটি প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়ন

১৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্মাণ

wbidc

www.wbidc.com

ICA-D2477(25)/2025

উত্তরে সংঘের ভাগবত-পাঠ

২৬-এর ভোটে রাজ্যে কার্যত মরণ-বাঁচন লড়াই বিজেপির। তাই উত্তরবঙ্গের মাটি থেকেই গেরুয়া শিবিরের ভিত শক্ত করার কাজে নেমেছে আরএসএস। সেদিকে লক্ষ রেখেই সংঘ কর্মীদের পাঠ দেবেন মোহন ভাগবত।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বিজেপিকে দিশা ঠিক করে দেবে। এই লক্ষ্যে শুক্রবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে কথা বলবেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। সংঘের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বুধবার বিকেলেই তিনি শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছেন। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দু'দিন শহরে সংঘের অনুষ্ঠান রয়েছে। সেই অনুষ্ঠানেই যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। প্রথম দিন সংঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের যুবদের নিয়ে সম্মেলন রয়েছে। শুক্রবার রয়েছে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এবং সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে সংঘ প্রধানের রাজ্যে পদার্পণ এবং প্রথমে উত্তরবঙ্গে তাঁর পা রাখাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই দুই কর্মসূচি থেকে নির্বাচনের আগে সংঘ প্রধানের বার্তা আসবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। যদিও এটা ঘটনা যে আরএসএস প্রকাশ্যে কখনোই সরাসরি রাজনীতির কথা বলে না। তবে কর্মসূচিগুলি নিয়ে যেভাবে গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে তাতেই জল্পনা বাড়ছে। জানা গিয়েছে, অত্যন্ত গোপন এই কার্যক্রমগুলিতে শুধুমাত্র আমন্ত্রিতরাই থাকতে পারবেন।

বুধবার সংঘ প্রধান বিমানবন্দরে

দু'দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে মোহন ভাগবত। বুধবার।

নেমে সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। সোজা সেখান থেকে মাটিগাড়ায় চলে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে সংঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পদাধিকারীরা রয়েছেন। মাটিগাড়ার উপনগরীর রাজেশ আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে রয়েছেন তিনি। সংঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের এক কর্তার কথায়, 'আগামী দুইদিন সংঘের অনুষ্ঠানে থাকবেন সংঘ প্রধান। যুবদের উদ্বুদ্ধ করবেন, বিশিষ্টজনদের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা করবেন।'

বৃহস্পতিবার সকালে সেবক রোডে সারদা স্কুলের শতাব্দী সদনে সংঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের যুবদের ডাকা হয়েছে। পাঁচ থেকে সাত হাজার যুব কর্মকর্তাদের থাকার কথা রয়েছে ওই সভায়। সেখানে সকাল ১০টা ২০ মিনিট নাগাদ পৌঁছানোর কথা সংঘ প্রধানের। ঘণ্টাতিনেক থাকার কথা রয়েছে ওই মঞ্চে। এই তিন ঘণ্টায় যুবদের নিজের ভাষণে উদ্বুদ্ধ করবেন তিনি। এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন উত্তরের রাজনীতিবিদরা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বৈঠক থেকেই উত্তরবঙ্গে সংঘের যুবদের লড়াইয়ের বার্তা দিতে পারেন সংঘ প্রধান। সরাসরি না হলেও নির্বাচনে পেছন থেকে বিজেপির শিরদাঁড়া হয়ে কাজ করবেন এই যুবরা।

কর্মসূচি

- শুক্রবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে কথা বলবেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত
- সংঘের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বুধবার বিকেলেই তিনি শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছেন
- বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দু'দিন শহরে সংঘের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা

অন্যদিকে, শুক্রবার ২০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বর সঙ্গে দেখা করার কথা তাঁর। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেছে বেছে বিজেপি ঘনিষ্ঠ, সংঘ ঘনিষ্ঠ বিশিষ্টজনদের ডাকা হয়েছে। ওই তালিকায় একাধিক পদ্মশ্রীপ্রাপকেরও নাম রয়েছে। রাজবংশী ভাষার রামায়ণ অনুবাদক পদ্মশ্রীপ্রাপক শিবমন্দিরের বাসিন্দা নগেন্দ্রনাথ রায় থাকবেন শুক্রবারের অনুষ্ঠানে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার চিকিৎসক, আইনজীবী, লেখক এই ধরনের লোক থাকার কথা রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুণী মানুষদেরও ডাকা হয়েছে। নির্বাচনের আগে হঠাৎ করে উত্তরবঙ্গে এসে এখানকার ভূমিপুত্রদের সঙ্গে সংঘ প্রধানের যোগাযোগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ভেতরে ভেতরে এরাই নিজ নিজ এলাকার নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মানুষকে বিজেপির দিকে ঘেঁষার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে পারে। একই সঙ্গে ওই দিন পদ্ম নেতাদেরও থাকার কথা রয়েছে। একই মঞ্চে বিশিষ্টজন এবং পদ্ম নেতাদের থাকা নিছকই কাকতালীয় নয় বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কারণ এবার নির্বাচনে রাজ্যে মরণকামড় বসাতেই চাইছে বিজেপি। এবারই বিজেপির মরণ-বাঁচন লড়াই। তাই উত্তরবঙ্গের মাটি থেকেই বিজেপি ভিত শক্ত করার কাজে নেমেছে। সেখানেই বিজেপিকে পেছন থেকে বল জোগাতে সংঘের এই দুই অনুষ্ঠান অনেকটাই সহযোগিতা করবে বলে আশাবাদী বিজেপি নেতৃত্বের একাংশও।

শীতে প্রাণীদের জন্য হিটার

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই পশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হল বেঙ্গল সাফারি ও পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে। প্রাণীদের উষ্ণ রাখতে যেমন হিটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পাশাপাশি খাদ্যতালিকাতেও প্রোটিনযুক্ত খাবার যুক্ত করা হয়েছে। তৃণভোজীদের মেনুতে রাখা হচ্ছে গুড়, প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট। মাংসাশী প্রাণীদের আরও বেশি পরিমাণে মাংস দেওয়া হচ্ছে।

দার্জিলিংয়ে রাতে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচে থাকছে। এই ঠান্ডায় পশুদের অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পশুরা যাতে সুস্থ থাকে, সেজন্য কাঠের পাটাতন পাতা থেকে হিটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার পাশাপাশি বেঙ্গল সাফারিতেও পশুদের নাইট শেলটারে হিটারের ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়াও নীচে কম্বল পাতা হয়েছে, যাতে পশুরা তার উপর বসলে গরম লাগে। খাদ্যতালিকা পরিবর্তন করে শরীর গরম থাকবে এমন খাবার দেওয়া হচ্ছে। পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কের ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'শীতকালে পশুদের দিকে রাতেও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।'

সূর্য ডোবার পালা।। *শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণাভ রাহা।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ক্রিকেট বেটিংয়ের টানেই তছরুপ

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : ক্রিকেটের প্রতি প্রেম। সেই প্রেমই বাড়িয়ে দিয়েছিল ক্রিকেট সংক্রান্ত অনলাইন বেটিং অ্যাপের প্রতি আকর্ষণ। সেই আকর্ষণ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, টাকা জোগানের জন্য তছরুপের ফন্দি এঁটে ফেলেছিলেন অভিযুক্ত। ইস্টার্ন বাইপাসের একটি গাড়ির সার্ভিস সেন্টারে ১০ লক্ষেরও বেশি টাকা প্রতারণার ঘটনায় গ্রেপ্তার সার্ভিস সেন্টারের বডি শপ ম্যানেজার রাজীব মিশ্রকে জেরা করে এমনই তথ্য পেয়েছেন ভক্তিনগর থানার তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। পুলিশ সূত্রে খবর, ক্রিকেটের অনলাইন বেটিং অ্যাপের প্রতি নেশা এতটাই বেড়ে গিয়েছে, অভিযুক্ত তছরুপ করে টাকার বেশকিছুটা অংশ লটারিতেও লাগিয়ে দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, একদিনে ১৩ হাজার টাকা লটারিতে লাগিয়েছিলেন ওই তরুণ। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজীব ওই সার্ভিস সেন্টারে বছর পাঁচেক ধরে কাজ করছিলেন। যদিও তছরুপের শুরু গত বছরের জুন মাস থেকে। তদন্তকারীদের কথায়, ওই তরুণ বেশ কিছুদিন ধরেই অনলাইন বেটিং অ্যাপে টাকা লাগাতেন। গত জুন মাসে গাড়ি সার্ভিসিং করে যাওয়া এক ব্যক্তি সরাসরি রাজীবকে টাকা দিয়ে যান। রাজীব সেই টাকা কিছুদিন নিজের কাছে রাখার পর কোম্পানির অ্যাকাউন্টে জমা না দিয়ে অনলাইন বেটিং অ্যাপে লাগিয়ে দেন। অফিসও সেই টাকার ব্যাপারে খোঁজ না করায় সাহস বেড়ে যায় রাজীবের।

কী অভিযোগ

- ক্রিকেটের অনলাইন বেটিং অ্যাপের প্রতি নেশা বেড়ে যায় রাজীবের
- ওই তরুণ বেশ কিছুদিন ধরেই অনলাইন বেটিং অ্যাপে টাকা লাগাতেন
- তছরুপের টাকার বেশকিছুটা অংশ লটারিতেও লাগিয়ে দেন তিনি

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়ি কেউ সার্ভিসিং করাতে এলে গাড়ি মালিকের সঙ্গে রাজীব সুযোগ বুঝে বন্ধুত্ব করতেন। এরপর গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় অনুরোধ করতেন, সার্ভিসিং বাবদ কোম্পানির প্রাপ্য টাকা তাঁকে দিয়ে যাওয়ার জন্য। এক্ষেত্রে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে গাড়ি মালিকের কাছ থেকে রাজীব নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা নিতেন। পরবর্তীতে আর অফিসের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতেন না। পরবর্তীতে অডিট করার সময় সন্দেহ হয় ওই সার্ভিস সেন্টারের। ম্যানেজারের তরফে গত শুক্রবার রাজীবের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় ভক্তিনগর থানায়। ওই রাতেই রাজীবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরদিন শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলার পর চারদিনের হেপাজতে নেয় পুলিশ। তদন্তে সব স্বীকার করেন রাজীব। পরবর্তীতে বুধবার আদালতে তোলা হলে তাঁকে জেল হেপাজতে পাঠান বিচারক। ঘটনার পেছনে আরও কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

ভার্নোবাড়ি চা বাগানের গেটের সামনে শ্রমিকদের জমায়েত। বুধবার।

ভার্নোবাড়ি চা বাগানে তালা

কালচিনি ও আলিপুরদুয়ার, ১৭ ডিসেম্বর : বুধবার সকালে সাইরেন বাজেনি ডুয়ার্সের ভার্নোবাড়ি চা বাগানে। সেকারণে কু ডাকছিল সুশীলা খাড়িয়া, জয়মন্তি খাড়িয়াদের মনে। তাঁদের আশঙ্কাই শেষপর্যন্ত সত্যি হল। এদিন সকালে হন্তদন্ত হয়ে ফ্যাক্টরির গেটের সামনে এসে সুশীলার মতো অন্য শ্রমিকরা দেখলেন, মেইন গেটে তালা পড়েছে। ঝুলছে সাসপেনশন অফ অপারেশনের নোটিশ। তা দেখে সকলের মাথায় হাত। বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ল ১৮৫৬ জন স্থায়ী ও প্রায় ৪০০ অস্থায়ী শ্রমিকের ভবিষ্যৎ।

মঙ্গলবার বিভিন্ন দাবি আদায়ে দিনভর বাগানের ম্যানেজারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন কাঞ্চন প্রধান, কপিলা ছেত্রীর মতো অনেক শ্রমিক। তবে আন্দোলনের জেরে মালিকপক্ষ যে রাতারাতি বাগান ছেড়ে চলে যাবে, তা কল্পনা করেননি। কাঞ্চনের কথায়, 'আমরা তো ন্যায্য দাবি তুলেছিলাম। ম্যানেজার দাবিপত্রে স্বাক্ষরও করেছিলেন। এরপরও কেন ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজার বাগান ছেড়ে চলে গেলেন বুঝতে পারছি না।' যদিও মালিকপক্ষের দাবি, শ্রমিকরা জোর করে নিজেদের দাবিপত্রে ম্যানেজারকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়েছেন।

কেন তালা পড়ল বাগানে? বাগানের ম্যানেজার সুদর্শন বাবলের যুক্তি, 'মঙ্গলবার শ্রমিকরা সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা আমাদের আটকে রেখেছিলেন। জল, খাবার পর্যন্ত খেতে দেওয়া হয়নি আমাকে এবং সহকর্মীদের। অনুশাসন ভেঙেছেন শ্রমিকরা। শৃঙ্খলাভঙ্গও করেছেন শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। সেজন্য বাগান আপাতত বন্ধ করা হয়েছে।' মঙ্গলবার রাতে ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজাররা বাগান ছেড়েছেন।

আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস বলেছেন, 'ভার্নোবাড়ি বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। বৃহস্পতিবার ওই বৈঠক ডাকা হয়েছে।'

অশনিসংকেত

- ভার্নোবাড়ি চা বাগানে সাসপেনশন অফ অপারেশনের নোটিশ
- অনিশ্চিত ১৮৫৬ জন স্থায়ী ও প্রায় ৪০০ অস্থায়ী শ্রমিকের ভবিষ্যৎ
- বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হাসিমারা ফাঁড়িতে স্মারকলিপি
- বকেয়া মজুরির দাবিতে কর্মবিরতি কালচিনি ও রায়মাটাং বাগানে

ক্ষোভ বিজেপির

ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুষ্ঠানে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ তুলল বিজেপি। এ নিয়ে বিডিওকে নালিশ জানিয়েছেন বিজেপি নেতারা।

অভিযোগ, শনিবার ধামনাগছে ও লিম্বুটারি, দাসপাড়া সংসদে সোলার লাইট, পাকা রাস্তা, গার্ডওয়াল সহ একাধিক কাজের শিলান্যাস ও উদ্বোধন হয়েছে। তাতে জনপ্রতিনিধিদের ডাকা হয়নি। বিজেপির ধামনাগছের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্ব বিশ্বাস বলেন, 'আমরা চাই উন্নয়নমূলক কাজে এলাকার জনপ্রতিনিধিদের ডাকা হোক।' গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অণিমা রায় বলেন, 'জনপ্রতিনিধিদের ডাকা উচিত ছিল। তবে কেন তা হল না, বলতে পারছি না।' এদিকে, পথশ্রী প্রকল্পে খড়িবাড়িতে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হল। খড়িবাড়ি কুমোরসিংজোত থেকে দক্ষিণ কাটিয়াজোত প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ২.৯ কিলোমিটার পাকা রাস্তা সংস্কারে বরাদ্দ হয়েছে এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা।

নেতাদের মন্তব্যে লজ্জিত বাংলাদেশিরা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : সীমান্তের ওপার থেকে বারবার ভারতভাগের হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই যেন ভারতবিদ্বেষের পারদ চড়ছে। তবে নেতাদের মুখের হুমকিতে, লজ্জায় পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং মৌলবাদী সংগঠনগুলি যখন উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, তখন সেদেশের নাগরিকরা চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে ছুটে আসছেন। বাংলাদেশের যুব নেতাদের বক্তব্যে শিলিগুড়িতে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে সেদেশের নাগরিকরা যে লজ্জিত, তা স্বীকার করছেন আনিসুর রহমান, ফতিমা বেগমরা।

বুধবার শিলিগুড়ির পাকুড়তলা মোড়ের কাছে একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন বাংলাদেশের দিনাজপুরের দম্পতি আনিসুর ও ফতিমা। ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে চারদিন আগে তাঁরা শিলিগুড়িতে এসেছেন। এর মাঝে বাংলাদেশের ছাত্র, যুব নেতাদের ভারতবিদ্বেষী বক্তব্য হামেশাই সোশ্যাল মিডিয়াতে তাঁরা শুনেছেন। এদিন নার্সিংহোমের বাইরে একটি চায়ের দোকানের সামনে ওই দম্পতি দাঁড়িয়ে ছিলেন। কথায় কথায় প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার দেশের নেতারা ভারতে চিকিৎসা নিতে যেতে মানা করছেন, তবে এখানে কেন চিকিৎসার জন্য এসেছেন? উত্তরে আনিসুর বলেন, 'দেশের নতুন প্রজন্মের নেতাদের ভারতবিদ্বেষী মনোভাবের জন্য

> নেতাদের ভারতবিদ্বেষী বক্তব্যের জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। দেশের অস্থির পরিস্থিতি দূর হওয়া তো দূরের কথা, নতুন করে জটিলতা তৈরি হবে।
>
> **রাসেল আহমেদ**
> *বাংলাদেশের শিক্ষক*

সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হবে। দেশের চিকিৎসার মান খুবই খারাপ। তাই চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে এসেছি। এর আগেও এসেছিলাম। কিছু নেতার বক্তব্যের জন্য আমরা লজ্জিত। ভারতে আসা বন্ধ হয়ে গেলে চরম বিপদে পড়ব।' আনিসুরের স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনছিলেন। ফতিমা বলেন, 'দেশের চিকিৎসকদের ওপর ভরসা নেই। আমার মতো অনেকেই এদেশে আসে। কিন্তু আগামীতে ভারত সরকার কতটা ভিসা দেবে, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। আমাদের দেশের প্রচুর নাগরিক শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য রয়েছেন। অনেক ছেলেমেয়ে এখানকার স্কুলে পড়াশোনা করছে।' ওই নার্সিংহোম স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জের বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক রাসেল আহমেদ। তিনি বলেন, 'নেতাদের ভারতবিদ্বেষী বক্তব্যের জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। দেশের অস্থির পরিস্থিতি দূর হওয়া তো দূরের কথা, নতুন করে জটিলতা তৈরি হবে। ভারতবিদ্বেষী কথা বলে নেতারা ভোট বৈতরণি পার হতে চাইছে।'

নতুন করে বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া ভারত বন্ধ রেখেছে বলে খবর। পড়াশোনা ও চিকিৎসা সম্পর্কিত ভিসা যাঁরা আগে পেয়েছিলেন, তাঁরাই কেবল এদেশে আসছেন। এদিন ২৫ জন বাংলাদেশি ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে এদেশে পা রেখেছেন। যার সিংহভাগ চিকিৎসার জন্য এসেছেন। চিকিৎসা করিয়ে ২০ জন বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন। গত বছর ভারতীয় পতাকা অবমাননার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের হোটেলে ঘর ভাড়া দেওয়া বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীরা। সেই সিদ্ধান্তে তাঁরা এখনও অনড়।

মহানন্দায় মাছ ধরার প্রস্তুতি। বুধবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

হাতিঘিসায় মুখ থুবড়ে প্রকল্প

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অটল চা বাগানের চেঙ্গা নদীর ধারে প্রায় এক বিঘা জমিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু বছর দেড়েক পরেও তা চালু হয়নি। প্রকল্প চত্বর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকলেও গেটের তালা ভেঙে ফেলেছে দুষ্কৃতীরা। দিনরাত সেখানেই মদের আসর বসে বলে অভিযোগ। এ নিয়ে ক্ষোভ জমছে হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের। যখন স্থানীয়রা বলছেন,'যেখানে-সেখানে আবর্জনা পড়ে থাকছে।' তখন পঞ্চায়েত প্রধান বলছেন, 'আবর্জনার অভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না।' তাছাড়া কর্মীসংকটের কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ও হাতিঘিসা পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬টি সংসদে প্লাস্টিক এবং আবর্জনামুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলাই ছিল প্রকল্পের লক্ষ্য। কিন্তু প্রকল্প চত্বর শুধু প্রাচীর দিয়ে ঘেরাই হয়। তারপর আর কাজ এগোয়নি। আবর্জনা সংগ্রহের জন্য মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে দেওয়া ই-রিকশাগুলিও পঞ্চায়েত দপ্তরেই পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। আর আবর্জনা ফেলার জন্য প্রাচীর দিয়ে ঘেরা চত্বরে ঝোপজঙ্গল গজাচ্ছে। এমনকি সেখানে দুষ্কৃতীদের আখড়া তৈরি হয়ে গিয়েছে বলেও অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা লেব্রানুস ওরাওঁ বলেন, 'প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকলেও গেটের তালা ভাঙা। আর তাই এখন ওই এলাকাটি দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। রাতদিন ওখানে মদের আসর বসে।' হাতিঘিসার আরেক বাসিন্দা মাধব সরকার বলেন, 'হাতিঘিসা বাজারজুড়ে আবর্জনা জমে রয়েছে, প্লাস্টিকের জন্য নিকাশিনালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ গ্রাম পঞ্চায়েত নাকি আবর্জনা খুঁজে পাচ্ছে না!'

সম্প্রতি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পগুলিকে নিয়ে একটি সমীক্ষা করা হয়। এই সমীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সোশ্যাল অডিট বিভাগের কর্মীরা।

সমস্যা যেখানে

- অটল চা বাগানের চেঙ্গা নদীর ধারে প্রায় এক বিঘা জমিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়
- কিন্তু বছর দেড়েক পরেও তা চালু হয়নি
- প্রকল্প চত্বর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকলেও গেটের তালা ভেঙে ফেলে দুষ্কৃতীরা
- আবর্জনা ফেলার জন্য প্রাচীর দিয়ে ঘেরা চত্বর দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে

এই সমীক্ষার রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। যার মধ্যে নিষ্ক্রিয় প্রকল্পের সংখ্যাই ১৭, এই তালিকায় হাতিঘিসাও রয়েছে। হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ক্যাটরিন তামাং বলেন, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত আবর্জনা পাওয়া যাচ্ছে না। কর্মীও নেই। তাই সেটা বন্ধ রাখা হয়েছে। আগামী বছর চালুর চেষ্টা করা হবে।'

হাতিঘিসায় আগাছায় ঢেকেছে প্রকল্প চত্বর। -সংবাদচিত্র

সুমিত গাছ বাঁচাতে দক্ষযজ্ঞ মদনমোহনবাড়িতে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ ডিসেম্বর : সুমিত গাছের নাম শুনেছেন? প্রশ্নটি শুনে অনেক পরিবেশপ্রেমীরও কপালে ভাঁজ দেখা গিয়েছে। সেই গাছ বাঁচাতে এখন মদনমোহনবাড়িতে কার্যত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। গাছটি বাঁচবে তো? মালি থেকে আধিকারিক, মদনমোহনবাড়ির প্রত্যেকের মুখে মুখেই এই একই প্রশ্ন। কেউ সেই গাছে জল দিচ্ছেন, কেউ সময়মতো সার নিয়ে আসছেন। আবার আধিকারিকদের কেউ এসে মাঝেমধ্যেই খোঁজ নিয়ে যাচ্ছেন গাছের কী খবর? একটি গাছ বাঁচাতে মদনমোহনবাড়িতে কার্যত দক্ষযজ্ঞ চলেছে!

মনে হতেই পারে হয়তো এটি বহুমূল্য কোনও গাছ। কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে গাছটির দাম বেশি না হলেও ধর্মীয় রীতির দিক থেকে এই গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। এই গাছ নিয়ে এত কেন মাতামাতি তা খোলসা করেই বলা যাক। আসলে মদনমোহনের পুষ্যাভিষেক যাত্রায় 'সুমিত' গাছের প্রয়োজন হয়। সেই গাছের ডাল দিয়ে যজ্ঞ করা হয়। আগে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের রাজমাতা মন্দিরে একটিই সুমিত গাছ ছিল। গত বছর সেটি মরে গিয়েছে। এরপর সেখানকার গোড়া থেকে একটি চারা জোগাড় করে রোপণ করা হয় মদনমোহনবাড়িতে কুয়োর পেছনের দিকে। সাধারণত এই গাছ খুব একটা পাওয়া যায় না। তার মধ্যে যদি চারাগাছটিকে বাঁচানো না যায় তাহলে বিপাকের শেষ নেই। তাই মদনমোহনবাড়ির গাছটিকে বাঁচাতে কর্মীদের মধ্যে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। দিনকয়েক বাদেই পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সেই গাছের ডাল দিয়েই মদনমোহনের যজ্ঞ করা যাবে বলে আশাবাদী মালিরা।

ধর্মীয় রীতিতে গুরুত্ব অপরিসীম

মদনমোহন মন্দিরের পেছনে লাগানো সুমিত গাছ।

গাছের পাতাগুলি দেখতে অনেকটা তেঁতুল গাছের পাতার মতো। তবে আকারে আরও ছোট। গাছজুড়ে সরু কাঁটা। ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা হয় এমন অনেক গাছই মদনমোহনবাড়িতে রয়েছে। বড়দেবীর মূর্তি তৈরির মূল শক্তিদণ্ড তৈরি হয় ময়না কাঠ দিয়ে। বেশ কয়েকটি ময়না গাছ রয়েছে সেখানে। তার পাশেই এখন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে সুমিত গাছ। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের এক আধিকারিক জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেছেন, 'আগে রাজমাতাদিঘিতে সুমিত গাছ ছিল। গতবছরও সেখানকার গাছের কাঠ পুষ্যাভিষেকের যজ্ঞে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই গাছ মরে যাওয়ায় এবার মদনমোহনবাড়িতে চারা রোপণ করা হয়েছে।'

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে খবর, মদনমোহনের মোট বারোটি যাত্রার মধ্যে পুষ্যাভিষেক যাত্রা অন্যতম। পৌষ মাসের পূর্ণিমায় এই যাত্রা হয়। সেদিন সকালে মদনমোহনকে ১০৮ ঘটি জল দিয়ে স্নান করানো হবে। গঙ্গাজল, ডাবের জল, দুধ, দই, ঘি, মধু দিয়ে স্নান চলবে। এরপর মদনমোহনের বিগ্রহকে তাঁর সিংহাসনে বসিয়ে মন্দিরের বারান্দায় যজ্ঞ হবে। সুমিত, আম, পলাশ, যজ্ঞডুমুর ও শাল কাঠ দিয়ে যজ্ঞ হবে। এছাড়াও লুচি ও পায়েস ভোগ দিয়ে মদনমোহনের বিশেষ পুজো হবে। শীতের মরশুমের শুরু থেকেই মদনমোহনবাড়ির মালিদের ব্যস্ততা বাড়ে। মন্দিরের দুয়ারে বিভিন্ন ফুলের গাছ লাগানো হচ্ছে। সেগুলির পরিচর্যার পাশাপাশি সুমিত গাছের খেয়াল রাখতে ভুলছেন না মালিরা। এক মালি বলছিলেন, 'এখন গাছটি ছোট তাই চিন্তা। একটু বড় হয়ে গেলে আর চিন্তা থাকবে না।'

সাত মাস ভারতে লুকিয়ে, বাজেয়াপ্ত সিম-নথি

পালানোর পথে ধৃত ৪ বাংলাদেশি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : চোরাপথে ভারতে ঢুকে দিব্যি জাল নথিপত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরপাক খেয়ে ফের সীমান্ত টপকে বাংলাদেশে পালানোর ছকও কষেছিলেন মহম্মদ আবু বক্কর, মহম্মদ রফিক, মহম্মদ এস ও মহম্মদ জরিফরা। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মঙ্গলবার রাতে গোয়ালপোখর থানার লোধন এলাকা দিয়ে ওপারে চম্পট দেওয়ার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে যান ওই চার বাংলাদেশি। কিন্তু প্রায় সাত মাস ধরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জাল নথিকে হাতিয়ার করে ঘুরে বেড়িয়ে আচমকা বাংলাদেশে পালানোর পরিকল্পনা কেন?

ধৃতদের জেরা করে এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। এতদিন ধরে ভারতে থেকে কী করছিলেন ওই বাংলাদেশিরা, কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে যোগ রয়েছে কি না, সেসব দিকও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তে কোনও ফাঁক যে পুলিশ রাখতে চাইছে না, তা স্পষ্ট পুলিশ সুপারের কথাতেই। ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস বলেছেন, 'তদন্তে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ধৃতদের পুলিশের গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে। বুধবার।

পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল। সেইমতো মঙ্গলবার রাতে পুলিশ ওঁত পেতে ছিল। সেসময়ে একটি টোটোতে করে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন ওই চার বাংলাদেশি। পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁদের পাকড়াও করে। ধৃতদের কাছ থেকে বাংলাদেশি সিম কার্ড সহ ভারতীয় জাল নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে। কী উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতে ঢুকেছিলেন, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সূত্রের খবর, ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর থানা এলাকায়। ধৃত চারজন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়েছিলেন বলে প্রাথমিক জেরায় জানিয়েছেন। এরপর গোয়ালপোখর এলাকার একটি সীমান্ত পথ দিয়ে দালালের সাহায্যে অবৈধভাবে বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা টোটোতে করে যাচ্ছিলেন। গোয়ালপোখর থানার সীমান্ত এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ করানোর দালালচক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় রয়েছে। মোটা টাকার বিনিময়ে এই চক্রের সক্রিয়তার প্রমাণ অতীতে একাধিকবার সামনে এসেছে। ফলে দালালচক্রের পান্ডারা কারা বা তাদের আড়াল থেকে কারা ছড়ি ঘোড়াচ্ছে, তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কী ঘটেছে

টোটোতে করে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন চার বাংলাদেশি

মঙ্গলবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁদের পাকড়াও করে

ধৃতদের কাছ থেকে বাংলাদেশি সিম কার্ড সহ ভারতীয় জাল নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে

প্রায় সাত মাস ধরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁরা

এসআইআর-এর জেরেই কি এই চার বাংলাদেশি ভারত ছাড়ার ছক কষেছিল? এই চর্চাও রীতিমতো তুঙ্গে। যদিও এই বিষয়ে তদন্তকারীরা স্পষ্ট করে কিছু জানাতে চাননি। ভারতের কোন কোন রাজ্যে ধৃতরা ছিলেন, তা তদন্তের স্বার্থে পুলিশ জানায়নি। ভারতীয় নথি কারচুপি করে কারা তাঁদের বানিয়ে দিয়েছিল, সেই নথি কোন রাজ্যে তৈরি হয়েছিল, কোন সীমান্ত দিয়ে ধৃতরা ভারতে ঢুকেছিলেন, সবটাই তদন্তের রাডারে রয়েছে।

বুধবার ধৃত চারজনকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলেন, 'বিচারক ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।' ধৃতরা কি কোনও জঙ্গি সংগঠন বা নাশকতার ছকের সঙ্গে যুক্ত? এই প্রশ্নের উত্তরে পুলিশ সুপার বলেন, 'সবটাই তদন্ত করে দেখা হবে। আজ আমরা ধৃতদের হেপাজতে পেয়েছি। ফলে সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখা হবে।'

দৃষ্টিহীন পড়ুয়াদের দৌড় প্রতিযোগিতা। বুধবার বীরপাড়ায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

কুসুম চা বাগানে আতঙ্কে খাঁচা

চোপড়া, ১৭ ডিসেম্বর : চোপড়ার কুসুম চা বাগানে ছড়াল চিতাবাঘের আতঙ্ক। বন দপ্তর ইতিমধ্যেই বাগানের ভিতরে খাঁচা পেতেছে। বাগানের শ্রমিকদের এলাকার পাশাপাশি আশপাশের গ্রামগুলিতেও কয়েকদিন ধরেই বাঘের আতঙ্ক জাঁকিয়ে বসেছে। দিনে শ্রমিকরা দলবদ্ধভাবে কাজ করছেন। কাজ শেষে বাগান চত্বরে প্রায় শুনসান পড়ে থাকছে। বাগানের কর্মী সুজিতকুমার সাহা বলেন, 'বাগানের এককর্মী সপ্তাহখানেক আগে বাইকে যাওয়ার পথে চিতাবাঘের মতো কোনও একটি জন্তুকে দেখেছে। এদিকে পায়ের ছাপ দেখেও অনেকের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

অন্যদিকে, বাগান ঘেঁষে থাকা ধনায়গছ, সন্তুগছ গ্রামের দু'একজনের বাড়ি থেকে শুয়োরের ছানা উধাও হওয়ায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে বলে জানা গিয়েছে। চৌধুরীগছ, খটুগছ এলাকার বাসিন্দারাও ভয় পাচ্ছেন। এদিকে, চোপড়া রেঞ্জ জানিয়েছে, পায়ের ছাপের নমুনা দেখে মনে হচ্ছে বড় বনবিড়াল। তবু বাগানের ভিতর খাঁচা বসানো হয়েছে। এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এদিন বাগানে গিয়ে দেখা গেল এলাকা শুনসান। স্থানীয় বাসিন্দা নাচন সোরেন জানালেন, বাগানে একা কেউ এলে খালি হাতে আসেন না। বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অচিনচন্দ্র দাস বলেন, 'আমি নিজে দেখিনি তবে শ্রমিকদের মধ্যে শঙ্কা বাড়ছে। একজন ট্র্যাক্টরচালকও নাকি চিতাবাঘ দেখেছেন। বিষয়টি বন দপ্তরের নজরে আনায় তিন-চারদিন আগে খাঁচাও পাতা হয়েছে।'

বাড়ি ভাঙচুরে আরও গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : উত্তর শান্তিনগর এলাকায় এক মহিলার বাড়ি ভাঙচুর ও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টার ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন চারজন। গত ১১ ডিসেম্বর ঘটনাটি ঘটেছিল। বুধবার সকালে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে দুজন মহিলা রয়েছেন। অভিযুক্তরা হলেন রাধা রজক, শান্তা সরকার, সুব্রত দে ও সুশীল রজক। রাধা, শান্তা, সুশীল উত্তর শান্তিনগরের বাসিন্দা এবং সুব্রতর বাড়ি রবীন্দ্রনগর মেইন রোড এলাকায়। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত ১০ ডিসেম্বর এলাকার এক মহিলার মৃত্যুর পর সমস্যা শুরু হয়। মৃতার স্বামীর সঙ্গে এলাকারই এক বিবাহিত মহিলার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ। এরপরই ওই মহিলার বাড়িতে ভাঙচুর চালান উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দা ও মৃতার পরিবার। সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়। পুলিশকেও বাধা দেওয়া হয়।

সেট দুর্নীতির প্রতিবাদ হাসমি চকে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেট-এ দুর্নীতির অভিযোগে বুধবার আন্দোলনে নামল এসএফআই-ডিওয়াইএফআই। এদিন সংগঠনের তরফে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাসের পদত্যাগের দাবিতে পথ অবরোধ করেন সংগঠনের সদস্যরা। কুড়ি মিনিটেরও বেশি সময় ধরে হাসমি চকে অবরোধ চলেছে। ফলে এলাকায় তীব্র যানজট তৈরি হয়। পরে মিছিল করে সংগঠনের সদস্যরা জেলা পার্টি অফিসের দিকে চলে যান। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নম্বর গেটের বাইরেও একই ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।

এনিয়ে এসএফআই-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক অঙ্কিত দে বললেন, 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে চলা অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ পুরোটাই শাসকদলের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাস ও পরীক্ষাকেন্দ্রের কোঅর্ডিনেটর অরিন্দম বসাকের মাধ্যমে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ পদই ফাঁকা পড়ে রয়েছে।' আসলে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই লাটে তোলার জন্য পরিকল্পনা শুরু হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। সেট-এর যাবতীয় গোপন বিষয় ওয়েবকুপার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আলোচনা হওয়াকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিতর্কে জড়িয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষাকেন্দ্র দায়িত্বে থাকা কোঅর্ডিনেটর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে। এর মধ্যেই এদিন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই কর্মীদের আন্দোলনকে ঘিরে শহরে উত্তেজনা ছড়াল।

এদিন দুপুরে অনিল বিশ্বাস ভবন থেকে মিছিলটি বের হয়। এরপর ভেনাস মোড় পৌঁছে সংগঠনের সদস্যদের কয়েকজন রাস্তায় বসে পড়েন। শুরু হয় স্লোগান-শাউটিং। বাকি সদস্যরা রাস্তার চারপাশ ঘিরে ফেলেন।

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে অপসারণের দাবি তোলেন বিক্ষোভকারীরা। এদিকে যানজটে

রাস্তায় বসে স্লোগান প্রতিবাদীদের।

আটকে পড়া স্থানীয়দের অনেককেই বলতে শোনা যায়, সবক্ষেত্রেই দুর্নীতিতে ভরে যাচ্ছে। অবরোধের মধ্যে কিছু কিছু গাড়ি বের করে যানজট কাটানোর চেষ্টা করেন ট্রাফিককর্মীরা। তবে অবরোধ চলাকালীন আন্দোলনকারীদের জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া বা বল প্রয়োগের মতো কোনও ঘটনা সামনে আসেনি। অঙ্কিতের কথায়, 'আসলে রাজ্যে যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে ট্রাফিক প্রশাসনেরও আর এধরনের আন্দোলন দমনের মুখ নেই।'

বেঁচে থাকার প্রমাণ দিতে ফের দৌড়ঝাঁপে ক্ষোভ

ফর্ম জমা দিয়েও নাম নেই খসড়ায়

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৭ ডিসেম্বর : জীবিত ভোটারের নাম মিলল মৃতদের তালিকায়। এসআইআর-এর খসড়া তালিকা প্রকাশ হতেই এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল চোপড়ার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ হাজারবিঘা গ্রামের ১২২ নম্বর বুথে। বছর ৬৫-র বাসিন্দা মসিরুদ্দিন-এর নাম মৃতদের তালিকায় রয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁর কথায়, 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এনুমারেশন ফর্ম বিএলও-এর কাছে জমা করেছিলাম। মঙ্গলবার খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ওইদিন রাতে জানতে পারি আমার নাম মৃতদের তালিকায় তোলা হয়েছে। এই ঘটনায় আমি ও আমার পরিবার স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন।'

ভোটার কার্ড ও এনুমারেশন ফর্ম হাতে মসিরুদ্দিন। বুধবার।

বুধবার পর্যন্ত প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ না জানালেও পরিবারটি সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলওকে বিষয়টি জানিয়েছে। চূড়ান্ত তালিকায় ভুল সংশোধন করে দেওয়া হবে জানিয়ে তাঁদের আশ্বস্তও করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এনিয়ে এলাকার বিএলও কেশব সরকার বলেন, 'তালিকায় ১৪১৪ জনের মধ্যে মৃত ও স্থানান্তরিত সমেত মোট ১৪২ জনের নামের তালিকা আপলোড করা হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, ১৪৩ জনের তালিকা এবং ১০৪ নম্বরে জীবিত একজনের নাম রয়েছে। অনিচ্ছাকৃতভাবে এই ভুল সিস্টেমের সমস্যার কারণে হয়ে থাকতে পারে। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নির্বাচন আধিকারিকদের নজরে আনা হয়েছে।'

> তালিকায় ১৪১৪ জনের মধ্যে মৃত ও স্থানান্তরিত সমেত মোট ১৪২ জনের নামের তালিকা আপলোড করা হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, ১৪৩ জনের তালিকা এবং ১০৪ নম্বরে জীবিত একজনের নাম রয়েছে। অনিচ্ছাকৃতভাবে এই ভুল সিস্টেমের সমস্যার কারণে হয়ে থাকতে পারে। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নির্বাচন আধিকারিকদের নজরে আনা হয়েছে।
>
> **কেশব সরকার** *বিএলও*

অন্যদিকে চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি অবশ্য বিষয়টি জানেন না বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, 'ঘটনাটি খোঁজ নিয়ে দেখব। তবে ওই ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবজেকশন জানালেই বিষয়টি খতিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' এদিকে মসিরুদ্দিনের পরিবারের বক্তব্য নতুন করে নাম তোলা হলে ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারে। ছেলে রাজ্জাক আলি বলছেন, 'বাবার নিজের নাম ২০০২-এর তালিকায় রয়েছে। তাঁর তথ্য দিয়েই আমরা ভাই-বোনেরা নাম তুলেছি। বাবা পুনরায় তালিকায় নাম তুললে পরবর্তীতে আমাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে এমন আশঙ্কা রয়েছে।'

এমন ঘটনায় এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। থেমে নেই রাজনৈতিক তজাও। সিপিএমের-২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ তরফদার দাবি করেছেন মসিরুদ্দিন তাঁদের পার্টির সদস্য। তাই এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে কি না সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে তিনি জানান। পালটা চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তৃণমূল নেতা ফজলুল হকের কথায়, 'তেমন কিছুই হয়নি। তবে এসআইআর-এ কিছু ত্রুটি ধরা পড়ছে।'

দুই ওয়ার্ডে মৃত হলেন জীবিত দুজন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বানিয়ে দেওয়া হল। ঘটনায় শিলিগুড়ির ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিজের নাম মৃতের তালিকায় দেখে অবাক সুকান্তপল্লির বাসিন্দা বছর ৬০-এর প্রবীর নন্দী। ছেলে ও স্ত্রীর সঙ্গে প্রবীর নিজেও এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে বিএলও'র কাছে জমা দিয়েছিলেন। পরিবারের সদস্যদের নাম তালিকায় ঠিকঠাক এলেও পেশায় মাছ ব্যবসায়ী প্রবীরকে মৃত দেখানোয় গোটা পরিবার চিন্তায় পড়েছে। অন্যদিকে, ২১ নম্বর ওয়ার্ডের ৫৫ বছরের ভোটার গোলাপি দেবনাথও একই সমস্যায় পড়েছেন। যদিও এক্ষেত্রে মহিলার সৎছেলেরা ভুল তথ্য বিএলও-কে দেওয়াতেই এমনটা হয়েছে বলে ওয়ার্ড কাউন্সিলার কুন্তল রায় জানিয়েছেন। নিয়ম অনুসারে তাঁর জন্য ৬ নম্বর ফর্ম ফিলআপ করে জমা দেওয়া হয়েছে।

তবে প্রবীরের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমস্যা হয়েছে বলে দাবি করেছেন ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের ২৬৬ নম্বর পার্টের বিএলও মমতা রায়। তিনি বলেন, 'প্রবীরকে তালিকায় মৃত দেখানোয় আমিও অবাক হয়ে যাই। ওনাকে রাজগঞ্জের বিডিও অফিসে অন্য সমস্ত পরিচয়পত্র ও নথি নিয়ে যেতে বলেছি। সেখানে ভুলটি সংশোধন হয়ে যাবে।' তবে নিজেকে মৃত থেকে জীবিত প্রমাণ করতে যে হয়রানি পোহাতে হবে তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রবীর। তিনি বলেন, 'ব্যবসা বন্ধ রেখে এর জন্য সময় দিতে হবে। কতদিন লাগবে তা জানি না। সব তথ্য ঠিকঠাক করে পূরণ করার পরও কী করে এমন ভুল হল বুঝতে পারছি না।' বৃহস্পতিবার তিনি স্ত্রী কৃষ্ণা নন্দীকে নিয়ে রাজগঞ্জে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

কৃষ্ণা বলেছেন, 'বুথের তরফ থেকে আর এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলে বিএলও জানিয়েছেন। ফলে আমরা খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি। এলাকার সকলের তথ্য ঠিক এসেছে। হয়তো কোনও প্রযুক্তিগত ভুল হয়েছে।' অন্যদিকে, গোলাপি দেবনাথ তাঁর দ্বিতীয় স্বামীকে ছেড়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় থাকতেন। মহিলার সঙ্গে সকলের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সৎমা জীবিত কি না সেই তথ্য ছেলেরা ঠিক করে বিএলও-কে দেয়নি বলে অভিযোগ। এলাকার কাউন্সিলার কুন্তল রায় জানান, 'ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিনে দেখা যায় মহিলা জীবিত। তার আগে মহিলার সৎছেলেরা তাঁকে মৃত বলে উল্লেখ করেছিলেন। তবে ভুল তথ্য দেওয়ায় বিষয়টি ছেলেরা লিখিত আকারে স্বীকার করেছেন। আশা করি, সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।'

খসড়ায় ভ্রান্তি

- নিজের নাম মৃতের তালিকায় দেখে অবাক সুকান্তপল্লির বাসিন্দা বছর ৬০-এর প্রবীর নন্দী
- ২১ নম্বর ওয়ার্ডের ৫৫ বছরের ভোটার গোলাপি দেবনাথও একই সমস্যায় পড়েছেন
- যদিও মহিলার সৎছেলেরা ভুল তথ্য দেওয়াতেই এমনটা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে

পিএফ অফিস ঘেরাও

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে বুধবার শিলিগুড়িতে পিএফ অফিস ঘেরাও করল অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার, দ্য সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস, অল ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ ট্রেড ইউনিয়নস সহ মোট ১০টি সংগঠনের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সমূহ। এছাড়া ছিল সংযুক্ত কিষান মোর্চা, ১২ই জুলাই কমিটি, পেনসনার্স যৌথ সমিতি। লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট থেকে মিছিল করে জংশন সংলগ্ন এলাকায় পিএফ অফিস ঘেরাও করে একাধিক দাবিতে এদিন রিজিওনাল পিএফ কমিশনারকে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। প্রথমটায় প্রতিবাদীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা বাধে। পরবর্তীতে ১০ জন ভিতরে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিটু নেতা গৌতম ঘোষ, সমন পাঠক, এআইসিসিটিইউ-এর বাসুদেব বসু, এআইইউটিইউসি-এর জয় লোধ প্রমুখ। গৌতম বলেন, 'শ্রম আইন শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী।'

জঙ্গলে মল, অভিযুক্ত চার

লাটাগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : সেসপুলের গাড়ি থেকে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে মল ফেলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। দুর্গন্ধে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই পথ দিয়ে চলাচলকারী পর্যটক ও সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি পরিবেশ দূষণের জেরে বড় বিপদের মুখে পড়তে পারে গরুমারার বন্যপ্রাণীরাও। ঘটনার পর সেসপুল গাড়ির চালক ও তিন কর্মীকে আটক করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর।

গরুমারা

এ বিষয়ে বন দপ্তরের গরুমারা সাউথ রেঞ্জের আধিকারিক ধ্রুবজ্যোতি দে জানান, গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে লাটাগুড়ি ও গরুমারা জঙ্গল। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার এই দুই জঙ্গলের মাঝামাঝি মহাকালধামের কিছুটা দূরে সেসপুলের গাড়ি থেকে মল ফেলা হচ্ছিল। বিষয়টি প্রথম নজরে আসে বিচাভাঙ্গা বনবস্তির স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তথা জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সম্পাদক সুবল পাইকের। তাঁকে দেখতে পেয়েই অভিযুক্তরা সেসপুলের গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পরে বনকর্মীদের সহায়তায় গাড়ি সহ চালক ও তিন কর্মীকে আটক করা হয়। আটক চালক ও কর্মীরা সকলেই বিহার ও জয়গাঁর বাসিন্দা।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বন দপ্তর প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে, এই গাড়িটি পুরসভা, জেলা পরিষদ বা কোনও সরকারি সংস্থার নয়। ধৃতরা বিহারের একটি ঠিকাদারের কাছ থেকে গাড়িটি ভাড়া করে এনেছেন।

DESUN HOSPITAL
B.Sc & GNM NURSING
(Kolkata & Siliguri)
DIRECT ADMISSION
• GNM Nursing Eligibility: Passed 10+2 with English (40% in aggregate)
• B.Sc Nursing Eligibility: Passed 10+2 Appeared in JENPAS-UG 2025 or NEET-UG, 2025.
Last Date 31.12.2025
Call : 90 5171 5171
www.desunnursing.in
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri
(A Desun Hospital Initiative)
Approved by: INC • WBNC • WBUHS

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা পিঙ্কু মান্না - কে 17.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 67G 82066 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে ডিয়ার লটারি আশার আলো নিয়ে এসেছে, যখন আমার এটির খুবই প্রয়োজন ছিল। এটি আমায় স্বপ্নে বিশ্বাস করতে সাহায্য করেছে এবং আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে আমার পরিবারের জন্য এক সুখি জীবন উপহার দিতে। আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে সত্যি খুবই ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বস্ত্র মন্ত্রালয়
MINISTRY OF TEXTILES
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
National Testing Agency
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
न्যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি
নিফট আইন ২০০৬ দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান
নিফট (NIFT)
ভর্তি ২০২৬
স্নাতক প্রোগ্রাম
স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম
ডক্টরাল প্রোগ্রাম
রেজিস্ট্রেশন চলছে
রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ
৬ই জানুয়ারি ২০২৬
UG/PG-এর প্রবেশিকা পরীক্ষা
৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬
অনলাইনে আবেদন করুন
https://nift.ac.in
https://exams.nta.nic.in/niftee/
পরীক্ষাকেন্দ্র সারা ভারতের ১০০টি শহরে
cbc21354/12/0006/2526

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২০৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২ পৌষ ১৪৩২

গোপন কথাটি...

বিখ্যাত কবি বহুকাল আগে বলে গিয়েছেন, নামে কী আসে যায়। কিন্তু আজকাল বারবার প্রমাণ হচ্ছে, নামে অবশ্যই অনেক কিছু যায় আসে। বিশেষ করে যদি সেই নাম কোনও মতাদর্শগত পরিচয়কে তুলে ধরার প্রয়োজনে হয়। এমনটাই হয়েছে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে। মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন প্রথম ইউপিএ সরকার ২০০৫ সালে গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের কাজের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রণয়ন করেছিল মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট।

লোকমুখে গত ২০ বছর ধরে সেই প্রকল্প মনরেগা বা ১০০ দিনের কাজ নামে বহুল প্রচলিত। এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নাম বদলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রস্তাবিত নতুন নামটি হল- বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)। সংক্ষেপে ভিবি জি রাম জি। আরও একটু মাজাঘষা করলে জি রাম জি হয়ে উঠবে নতুন বিলের নাম।

মহাত্মা গান্ধির বদলে রামের ছোঁয়ায় সরকারি প্রকল্পের এই নামকরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়, সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব সহ একাধিক বিরোধী পক্ষের অভিযোগ, মনরেগা থেকে তাঁর নাম বাদ দিয়ে গান্ধিজি ও তাঁর আদর্শকে অপমান করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

রাহুলের অভিযোগ, মনরেগা গোড়া থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চক্ষুশূল। তিনি দুটি জিনিসকে ঘৃণা করেন। একটি মহাত্মা গান্ধির আদর্শ, অপরটি গরিবদের অধিকার। মনরেগায় রাজ্যের কোটি কোটি টাকা বকেয়া মেটানোর পরিবর্তে গান্ধিজির নাম বদলানোর চেষ্টাকে বাংলা ও বাঙালি বিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছে তৃণমূল। মনরেগাকে পদ্ধতিগতভাবে দুর্বল করার চক্রান্ত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছে জোড়াফুল শিবির।

তবে যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে নতুন বিলটি সংসদে পেশ করে কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান দাবি করেছেন, গান্ধিজির রামরাজ্য স্থাপনের ভাবনাই বলা আছে জি রাম জি বিলে। প্রকল্পে ১০০-র বদলে বছরে ১২৫ দিন গরিবরা কাজ পাবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু গান্ধিজির নাম সরিয়ে রামের নামে বিলটিকে বৈতরণি পার করতে গিয়ে মোদি সরকার আসলে রাজ্যগুলির ওপর বছরে ৫৫ হাজার কোটি টাকার বেশি আর্থিক দায় চাপিয়ে দিচ্ছে।

এতদিন মনরেগায় মজুরির পুরো দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রের। নতুন বিলে সেটা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ৬০ ও ৪০ শতাংশে ভাগাভাগি করে দেওয়ার প্রস্তাব আছে। এই পদক্ষেপে কেন্দ্রের কিছু সাশ্রয় হবে ঠিকই। কিন্তু রাজ্যগুলির কাঁধে যে ৪০ শতাংশ আর্থিক দায় চাপানো হচ্ছে, সামাল দেওয়ার দিশা দেখাতে পারেননি শিবরাজ। দেশপ্রেমের মোড়ক নয়তো হিন্দুত্বের প্রলেপ দিয়ে মানুষের নজর ঘোরাতে গেরুয়া শিবিরের পুরোনো কৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে এতে।

কিছুদিন আগে সংসদে বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ নিয়ে বিতর্কে সাধারণ মানুষের কী লাভ হল, সেই প্রশ্নের ব্যাখ্যা মেলেনি। মনরেগায় মহাত্মা গান্ধির বদলে জি রাম জি এনে নামকরণে একদিকে হিন্দুত্বের বীজ বপন করা হয়েছে, অন্যদিকে গান্ধিজিকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা স্পষ্ট হয়েছে। ভারতীয় জনমানসে স্থান পেতে গান্ধিজি, সর্দার প্যাটেল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আঁকড়ে ধরলেও জওহরলাল নেহরুকে নতুন প্রজন্মের সামনে খলনায়কে পরিণত করতে প্যাটেল-নেতাজির সঙ্গে তাঁর বিরোধ খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে।

বাস্তবে কিন্তু দেশপ্রেম, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে ওই তিনজনের অবস্থানগত মিলগুলিকে ব্রাত্য করে রেখে দেওয়া হচ্ছে। আশঙ্কা হয়, রামনামের শরণ নিয়ে গান্ধিজিকে মুছে ফেলার ঔদ্ধত্য দেখানোর পর আগামীদিনে প্রয়োজন ফুরোলে প্যাটেল, নেতাজিকেও কি মুছে ফেলা হবে? আরএসএসের হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তানের আদর্শকে বাস্তবের রূপ দিতে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির সরকার।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

নামবদল, ছবিতে রাজনীতির আত্মপ্রচার

যেদিকে দৃষ্টি যায় চোখে পড়ে উন্নয়নের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে নেতার আত্মপ্রচার আর প্রতীকের আড়ম্বর।

নীহারিকা সরকার

রাজনীতিতে প্রতীক বা ইশারার গুরুত্ব অপরিসীম, একথা নতুন নয়। কিন্তু যখন সেই প্রতীক বা লোকদেখানো আড়ম্বরই আসল কাজের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। সম্প্রতি ভারতীয় রাজনীতিতে যে বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠেছে, তা হল 'একচ্ছত্র আধিপত্য' ও প্রবল আত্মপ্রচার। এর সর্বশেষ উদাহরণ হল মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি অ্যাক্ট বা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব। শোনা যাচ্ছে, এর নতুন নাম হতে চলেছে— 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)'। সংক্ষেপে ভিবি-জি রাম জি। নামটি খেয়াল করলে দেখা যাবে, এর মধ্যে 'মহাত্মা গান্ধি'র নাম তো নেই-ই, বরং এমন একটি আদ্যক্ষর বা অ্যাক্রোনিম তৈরি করা হয়েছে যা উচ্চারণে 'জি রাম জি'-র মতো শোনায়। বিরোধীরা বলছেন, এটি কৌশলে ধর্মীয় ভাবাবেগ উসকে দেওয়ার এবং একইসঙ্গে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলার একটি প্রয়াস। কিন্তু শুধু নামবদল নয়, এর গভীরে রয়েছে এক গভীর রাজনৈতিক অসুখ— যার নাম নিজেকে জাহির করা, সবকিছুতেই ধর্মীয় রং দেওয়া এবং ইতিহাসকে নিজের মতো করে নতুন মোড়কে পরিবেশনের আকাঙ্ক্ষা।

এআই।

নামবদল নাকি প্রচারের কৌশল?

যে কোনও সরকারি প্রকল্প বা শহরের নামবদল আদতে প্রশাসনিক কাজের অংশ হতে পারে, কিন্তু ভারতে এটি এখন রাজনৈতিক পেশিশক্তি প্রদর্শনের হাতিয়ার। মহাত্মা গান্ধির নামাঙ্কিত একটি প্রকল্প, যা গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত, তার নাম বদলে ফেলা কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। এর আগেও আমরা দেখেছি মুঘলসরাই জংশনের নাম বদলে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন করা হয়েছে। এলাহাবাদ হয়েছে প্রয়াগরাজ। ফৈজাবাদ হয়েছে অযোধ্যা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে 'সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ'-এর কথা। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই নামবদলের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হল পুরোনো স্মৃতি মুছে ফেলে বর্তমান শাসকদের আদর্শগত আইকনদের প্রতিষ্ঠা করা। প্রধানমন্ত্রীর নিজের নামে স্টেডিয়ামের নামকরণ নিজেকে জাহির করার এক চরম নিদর্শন। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে কোনও জীবিত রাষ্ট্রনেতার নামে স্টেডিয়াম বা বড় প্রতিষ্ঠানের নামকরণ সচরাচর দেখা যায় না, যা একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই গণ্য হত একসময়। কিন্তু এখন সেটাই 'নিউ নর্মাল' বা নতুন দস্তুর।

মনীষী ছোট, নেতা বড় : হোর্ডিংয়ের নতুন ব্যাকরণ

বর্তমান রাজনীতির প্রচারসর্বস্বতার সবচেয়ে দৃষ্টিকটু দিকটি ফুটে ওঠে রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাগানো বিশাল সব হোর্ডিং আর ব্যানারে। রবীন্দ্র জয়ন্তী হোক বা নেতাজির জন্মদিন, কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিবস— শহরের বুকে টাঙানো ব্যানারগুলোর দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। দেখা যায়, যে মনীষীকে শ্রদ্ধা জানাতে এই হোর্ডিং, তাঁর ছবিটাই এক কোণে কোনওমতে জায়গা পেয়েছে, অনেকটা স্ট্যাম্প সাইজের ছবির মতো। আর ব্যানারের বাকি ৭০ শতাংশজুড়ে জ্বলজ্বল করছে বর্তমান নেতার বা নেত্রীর বিশাল হাসিমুখের ছবি। শ্রদ্ধা জানানোর ভঙ্গিটি এমন, যেন নেতা ওই মনীষীকে ধন্য করছেন! রবীন্দ্রনাথ বা নেতাজির চেয়েও আজকের নেতাদের মুখ বড় করে দেখানোর এই যে প্রবণতা, তা কেবল অসৌজন্য নয়, বরং এক ধরনের মানসিকতার প্রতিফলন—যেখানে বোঝানো হচ্ছে, 'আমিই এখন সব, ইতিহাস আমার পেছনে'। এই সংস্কৃতি এখন সব দলের মধ্যেই সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

নিজেকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরার সম্ভবত সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছিল কোভিড টিকাকরণের শংসাপত্র বা সার্টিফিকেটে প্রধানমন্ত্রীর ছবি। বিশ্বের আর কোনও দেশে— তা সে আমেরিকা হোক বা ব্রিটেন, চিন হোক বা রাশিয়া—রাষ্ট্রপ্রধানের ছবি টিকার সার্টিফিকেটে ব্যবহার করা হয়নি। অতিমারি চলাকালীন যখন মানুষ অক্সিজেনের অভাবে ধুঁকছে, তখন টিকার সার্টিফিকেটে নেতার হাস্যোজ্জ্বল ছবি এক অদ্ভুত বৈপরীত্য তৈরি করেছিল।

একই দোষে দুষ্ট মমতা ও তৃণমূলও

পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসও এই একই 'ব্র্যান্ডিং'-এর রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সরকারি স্কুল থেকে শুরু করে হাসপাতাল, এমনকি নীল-সাদা রঙে রাঙানো শহরের প্রতিটি কোণ—সবই যেন এক ব্যক্তির বা এক দলের অস্তিত্বের জানান দেয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প রাজ্যে কার্যকর না করে 'স্বাস্থ্যসাথী' চালু করার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর যুক্তি যেমন আছে, তেমনই আছে রাজনৈতিক 'ক্রেডিট' নেওয়ার লড়াই। প্রকল্পের সুবিধা মানুষ পাচ্ছে কি না, তার চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়ায়—প্রকল্পের কার্ডে ছবি কার থাকছে? মমতার সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের হোর্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিশাল ছবি এবং 'দিদির দূত'-এর মতো কর্মসূচি প্রমাণ করে যে, এখানেও দলের চেয়ে ব্যক্তি বা 'সুপ্রিমো'র ভাবমূর্তিই শেষকথা। কোভিডের সময় বা র‍্যাশন বণ্টনের সময় প্যাকেটের ওপর কার ছবি থাকবে, তা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত আমরা দেখেছি। এই সংঘাত আদতে উন্নয়নের নয়, এই সংঘাত 'ইমেজ' তৈরির। রাস্তার মোড়ে মোড়ে নীল-সাদা ব্যানারে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি অনেক সময় এতটাই বড় থাকে যে, বিজ্ঞাপনের মূল বিষয়বস্তুই ঢাকা পড়ে যায়। প্রশাসনিক বৈঠকগুলোও এখন লাইভ টেলিকাস্ট হয়, যেখানে আমলাদের ভর্ৎসনার দৃশ্য জনসমক্ষে আসে—এটিও একধরনের 'পারফরমেন্স পলিটিক্স' বা জনমোহিনী রাজনীতি।

অন্যান্য রাজ্যের চিত্র

উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর শাসনকালে আমরা দেখেছি তিনি কীভাবে নিজের এবং দলীয় প্রতীক হাতির বিশাল সব মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। তখন জনগণের করের টাকায় নিজের মূর্তি গড়া নিয়ে প্রবল সমালোচনা হয়েছিল। মায়াবতী যুক্তি দিয়েছিলেন, দলিত আইকনদের সম্মান জানাতেই এই পদক্ষেপ। অথচ সেই সম্মান জানানোর প্রক্রিয়ায় নিজের মূর্তি স্থাপন কি বাড়াবাড়ি ছিল না? অন্ধ্রপ্রদেশ বা তেলেঙ্গানার দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেখানেও ওয়াইএসআর রেড্ডি বা এনটি রামা রাও-এর নাম ও মূর্তি নিয়ে রাজনীতি তুঙ্গে। জগনমোহন রেড্ডি ক্ষমতায় আসার পর অন্ধ্রপ্রদেশের অধিকাংশ প্রকল্পের নাম পালটে নিজের বাবা ওয়াইএসআর-এর নামে করে দিয়েছিলেন। আবার চন্দ্রবাবু নাইডু ক্ষমতায় এলে সেই নামগুলো মুছে ফেলার তোড়জোড় শুরু হয়। তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার 'আম্মা' ব্র্যান্ডিং ছিল কিংবদন্তিতুল্য। আম্মা ক্যান্টিন, আম্মা ওয়াটার, আম্মা সিমেন্ট—সবকিছুতেই ছিল তাঁর মুখ।

পি-আর মেশিনারি এবং সত্যের আড়াল

আজকের রাজনীতিতে 'পারসেপশন' বা ধারণা তৈরিই আসল খেলা। এজন্য নিয়োগ করা হয় কোটি কোটি টাকার পি-আর এজেন্সি। একেকটি প্রকল্পের নাম এমনভাবে ঠিক করা হয়, যাতে তা চটুল হয় এবং সোজা ভোটারের মনে দাগ কাটে। 'স্বচ্ছ ভারত', 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও', 'কন্যাশ্রী', 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'—প্রতিটি নামের পেছনে রয়েছে সুচিন্তিত ব্র্যান্ডিং। সমস্যা হল, এই ব্র্যান্ডিংয়ের চক্করে আসল কাজ অনেক সময় ঢাকা পড়ে যায়। গঙ্গা সাফাই অভিযানের নাম বদলে 'নমামি গঙ্গে' হয়েছে, হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কিন্তু গঙ্গার জল কি সত্যিই নির্মল হয়েছে? ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নাম বদলে 'ভিবি-জি রাম জি' করলেই কি গ্রামের মানুষের বকেয়া মজুরি মিলবে? নাকি এটি কেবল আরেকটি রাজনৈতিক চাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে?

জনসেবা বনাম জনমোহিনী

আগে সরকারি প্রকল্পগুলো হত মহাপুরুষদের নামে বা নিরপেক্ষ কোনও নামে, যাতে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে সবাই তাকে আপন ভাবতে পারে। কিন্তু এখন প্রকল্পগুলো হয়ে উঠেছে নির্দিষ্ট দলের বা নেতার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' বা 'বাংলার বাড়ি'—নাম যাই হোক, টাকাটা কিন্তু সাধারণ মানুষের করের। অথচ রাজনৈতিক দলগুলো এমন ভাব করে যেন তারা নিজেদের পকেট থেকে এই সুবিধা দিচ্ছে। এই 'ক্রেডিট' নেওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় বলি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সুস্থ সম্পর্ক। কেন্দ্র টাকা আটকে রাখছে কারণ রাজ্য তাদের নাম ব্যবহার করছে না, আবার রাজ্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করছে না কারণ তাতে প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগাতে হবে—এই দড়ি টানাটানিতে সাধারণ মানুষ পিষ্ট হচ্ছে।

'ভিবি-জি রাম জি' হয়তো একটি নামমাত্র, কিন্তু এটি সেই গভীর অসুখের লক্ষণ যেখানে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সৌজন্যবোধকে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক লাভের জন্য। আত্মপ্রচার যখন রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হয়ে দাঁড়ায়, তখন নাগরিকরা আর 'প্রজা' থাকে না, তারা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক পণ্যের 'ভোক্তা'। আগামীদিনে এই প্রবণতা যদি না কমে, তবে ভারতীয় গণতন্ত্রের বহুত্ববাদী চরিত্রটিই সংকটের মুখে পড়বে।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

১৯৫২

পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৮৩

আজকের দিনে প্রয়াত হন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

আলোচিত

আমাকে তো আমার যা আয়ু, তার থেকে বেশিবার মারা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। আবার বেঁচেও এলাম। হয়তো ভুল হয়ে গিয়েছে। ক্ষমা করবেন। এবার আপনারা আমার মৃত্যু ঘোষণা করলেই আমি কথা দিচ্ছি, মরে যাওয়ার চেষ্টা করব। অন্তত আপনাদের মান রাখতে।

- নচিকেতা

ভাইরাল/১

বিয়েতে লাখ টাকার বাজি প্রদর্শন এখন টক অফ দ্য টাউন। ইন্দোরের এক বিধায়ক ছেলের বিয়েতে আতশবাজি পোড়ানোয় ৭০ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। এতে রাতের আকাশে আলোর রোশনাই মায়াবি রূপ ধারণ করে।

ভাইরাল/২

সবকিছু আমরা সমাজমাধ্যমে শেয়ার করি। সেটাই কাল হল দম্পতির। মুম্বইয়ের বান্দ্রা-ওরলি সি লিংকে নিজেদের ল্যাম্বারগিনি ২০০ কিলোমিটার স্পিডে চালাচ্ছিলেন তাঁরা। অন্য গাড়িগুলিকে ওভারটেক করছিলেন। সেই ভিডিও শেয়ার করতেই পুলিশ গাড়িটি হেপাজতে নিয়েছে।

জনমন জনমত

রিল ভিডিও'র অবাঞ্ছিত শব্দে বিরক্তি

ট্রেনের কামরায় আজকাল আর শুধু চাকার শব্দই শোনা যায় না, শোনা যায় হঠাৎ হঠাৎ রিল ভিডিও'র বাজনা, ডায়ালগ আর আওয়াজ। যাত্রাপথ যত দীর্ঘ, মানুষের অস্থিরতা যেন তত বাড়ছে আর সেই অস্থিরতার সহজতম বহিঃপ্রকাশ মোবাইল খুলে যত্রতত্র রিল দেখা।

কিন্তু সমস্যা হল, যারা দেখছে তাদের মতো বাকিরা একই মুডে নেই। কেউ বই পড়ছে, কেউ ঘুমোতে চাইছে, কেউ দিনের ক্লান্তি নামিয়ে আনছে, কেউ বা শুধু জানলার বাইরে তাকিয়ে নিজের মতো সময় কাটাতে চাইছে। সেই শান্ত পরিবেশে আচমকা জোরে রিল চালালে অন্যদের ব্যক্তিগত পরিসর ভেঙে যায়।

সামাজিক জায়গায় শব্দের নিয়ন্ত্রণ একটা দায়িত্ব, এটা বোঝানোই হয়তো জরুরি। ট্রেন ব্যক্তিগত ঘর নয়, যেখানে ইচ্ছেমতো আওয়াজ তোলা যায়। এক কামরায় অনেক মানুষ, অনেক প্রয়োজন, অনেক মন। সেখানে রিল ভিডিও'র অবাঞ্ছিত শব্দ বিরক্তি তো তৈরি করেই, কখনো-কখনো ঝগড়া বা তর্কেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সমাধানও কঠিন নয়, অন্তত ইয়ারফোন ব্যবহার করা অথবা শব্দ কমিয়ে দেখা। এতে নিজেরও সুবিধা, অন্যরাও শান্তিতে থাকতে পারে। যাত্রা তখন আর যন্ত্রণা হয়ে ওঠে না, বরং সবাই মিলে ভাগ করে নেওয়া এক ছোট্ট, নীরব, ভদ্র জায়গা হয়।

পরিবর্তন ছোট হলেও প্রভাব বড়-শব্দ কমলে বিরক্তি কমে, যাত্রা সুন্দর হয়। তাই বলব, রিল দেখো ইচ্ছেমতো, শুধু শব্দটা নিজের মধ্যে রাখো।

দীপাঞ্জন হালদার
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শান্তিপ্রিয় এক গায়কের ভাবনা ও আজকাল

জন লেননের গান একসময় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। নতুনভাবে ফের জড়ানো প্রয়োজন।

উৎপল সরকার

বিশ্ব ইতিহাসের এক অস্থির সময়ে জন্ম নিয়েছিলেন জন লেনন। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে তুলেছে, তখনই তিনি পৃথিবীর আলো দেখেন। যুদ্ধ, ব্যবসায়ীদের লোভ, সামরিক আগ্রাসন ও মানবসভ্যতার গভীর বিভাজনের মধ্য থেকে উঠে এলেন এমন এক শিল্পী, যিনি বিশ্বের কাছে শান্তির সবচেয়ে শক্তিশালী কণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। লেনন কেবল বিখ্যাত গায়ক নন; তিনি ছিলেন মানবতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া স্বপ্নদ্রষ্টা, যিনি গানকে ব্যবহার করেছেন প্রতিবাদ ও পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে।

চশমা পরা, গিটার হাতে দাঁড়ানো জন লেননকে মনে পড়লে আজও প্রথমেই ভেসে ওঠে তাঁর অমর সৃষ্টি 'ইমাজিন'-এর একটি গান যা শুধু সুর বা কবিতা নয়, বরং একটি পৃথিবীর স্বপ্ন যেখানে যুদ্ধ নেই, সীমান্ত নেই, ধর্ম নেই, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের বিভাজন নেই। তাঁর গান 'গিভ পিস আ চান্স', 'ওয়ার ইস ওভার' বা 'লাভ মি ডু'- সবই এক অর্থে সময়ের উন্মাদনার বিরুদ্ধে উচ্চারিত মানবতার ঘোষণা।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের উত্তাল সময়ে লেনন পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন যুদ্ধবিরোধী শক্তির প্রতিনিধি হয়ে। আমেরিকার ৩৬তম রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসন যখন যুদ্ধকে আরও প্রসারিত করে তুলছিলেন, সেই ভয়াবহতার বিপরীতে লেননের অবস্থান ছিল স্পষ্ট- যুদ্ধ নয়- মানুষ; আগ্রাসন নয়- শান্তি। তাঁর 'বেড-ইন ফর পিস' ছিল তৎকালীন বৈশ্বিক রাজনীতির বিরুদ্ধে

জন লেনন।।

সাহসী প্রতিবাদ। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থেকেও তিনি শিল্পের মাধ্যমেই তুলে ধরে ছিলেন একটি যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্য- মানুষের জীবন যুদ্ধের চেয়ে মূল্যবান।

লেননের গান ও জীবন এমন একসময়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল, যখন পৃথিবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি। শীতল যুদ্ধ, উপনিবেশবাদের পতন, নয়া উদারনীতির উত্থান, অস্ত্র প্রতিযোগিতা- সব মিলিয়ে বিশ্বব্যবস্থা তখন উত্তাল। এমন সময়ে লেননের গান মানুষের মনে তৈরি করেছিল আশার আলো; বলেছিল- শান্তি মানে দুর্বলতা নয়, বরং মানুষের শক্তি। আজকের পৃথিবীতেও লেনন সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। নিউইয়র্ক টাইমসের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে জানা যায়, মার্কিন প্রশাসন ভেনেজুয়েলায় সিআইএ'কে গোপন সামরিক অভিযান চালানোর অনুমতি দিয়েছে এবং ক্যারিবিয়ানে ১৫ হাজার সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে। সরকারি দাবি এটি মাদকবিরোধী অভিযান হলেও বাস্তবে আমেরিকার ৭০ শতাংশ নাগরিকই এর বিরোধিতা করছেন। ১৯৮০ সালের ৮ ডিসেম্বর জন লেননের মৃত্যু ঘটে আততায়ীর গুলিতে। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া চিন্তা ও স্বপ্ন আজও জীবন্ত। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করে গিয়েছেন, পৃথিবীতে এখনও অসংখ্য মানুষ আছেন যাঁরা শান্তির পক্ষে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে প্রস্তুত। শিল্পীকে হত্যা করা যায়, কিন্তু তার ভাবনা ও সৃষ্টিকে দমন করা যায় না।

চল্লিশ বছরের স্বল্প জীবনে জন লেনন যা রেখে গিয়েছেন, তা কেবল সংগীতের ঐতিহ্য নয়; বরং একটি দৃষ্টিভঙ্গি- মানবিক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তব করার সাহস। আজ যখন নতুন করে যুদ্ধের আগুন পৃথিবীর নানা প্রান্তে জ্বলছে, তখন লেননের কণ্ঠ যেন আবার মনে করিয়ে দেয়-
'শান্তিকে একটি সুযোগ দাও।'

(লেখক স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরত। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩২১

পাশাপাশি : ১। গোলাকার, ছোট চাকা বা ডিস্কের মতো দেখতে ৩। সেবা করা ভালোবেসে ও আদর করে ৪। এলাকা বা অঞ্চল ৫। ছিনতাই বা রাহাজানি, প্রতারণামূলক অপরাধ ৭। কোটির একশোর এক ভাগ ১০। ফলের নাম ১২। শোনার জন্য উদগ্রীব ১৪। উল ১৫। দেবতার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার প্রদীপ ১৬। একশোর কম।

উপর-নীচ : ১। বাড়ির চতুর্থ তল ২। প্রজাপতি ৩। কেলেঙ্কারি, ঝামেলা বা ফ্যাসাদও হতে পারে ৬। সত্যজিৎ রায়ের ডাক নাম ৮। মাটির নীচ থেকে কিছু তোলার জন্য গর্ত করা ৯। রামায়ণের রাম ১১। মাপ অনুযায়ী ১৩। হেমন্তকালের ধান।

সমাধান ■ ৪৩২০

পাশাপাশি : ২। পর্ণমোচি ৫। পদাঙ্ক ৬। আগদুয়ার ৮। বাপু ৯। ঘানি ১১। মঙ্গলঘট ১৩। আহূত ১৪। নাদাপেটা।

উপর-নীচ : ১। রূপতৃষ্ণা ২। পঙ্ক ৩। মোরগ ৪। অমর ৬। আপু ৭। দুলুনি ৮। বান্ডিল ৯। ঘাট ১০। পাটাতন ১১। মইসা ১২। ঘনাদা ১৩। আটা।

বিন্দুবিসর্গ

সংসদের বিজ্ঞপ্তি

উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারে প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিযোগ জানাতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। আনসার কি চ্যালেঞ্জ করা যাবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, জানিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

কাঁথিকে শোকজ

কাঁথি পুরসভাকে শোকজ করল পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। পুরসভার বিরুদ্ধে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানো সহ একাধিক ক্ষেত্রে অবহেলার অভিযোগ ওঠার কারণেই এই পদক্ষেপ।

সোনালির সাক্ষাৎ

১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ থেকে ফেরত আসা সোনালি বিবির সঙ্গে দেখা করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনালিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছিল পুলিশ।

ঝুপড়িতে আগুন

নিউটাউনে ইকোপার্কের কাছে এক ঝুপড়িতে বুধবার সন্ধ্যায় আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। বাঁশ, ত্রিপলের মতো জিনিস থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়েছে বলেই অনুমান।

কুয়াশা যখন... বুধবার নদিয়ায়। -পিটিআই।

মতুয়া এলাকায় বাদ বহু হিন্দুর নাম

চাপে বিজেপি, শিবির করবে তৃণমূল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : এই রাজ্যে মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে ২০১৯ সাল থেকে প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। তার ফলও তারা হাতেনাতে পেয়েছে। কিন্তু মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ ও রানাঘাট লোকসভা এলাকার ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের ফলে বহু সংখ্যক হিন্দুর নাম বাদ গিয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই মতুয়া সম্প্রদায়ের বলে দাবি তৃণমূলের। এর মধ্যে বনগাঁ লোকসভার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা ও স্বরূপনগরে ৯৭ হাজার ৬৬১ জনের নাম বাদ গিয়েছে। ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫৫ জনের ম্যাপিং অসম্পূর্ণ। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে সবকটি আসনেই এগিয়েছিল বিজেপি।

এই পরিস্থিতিতে মতুয়াদের মধ্যে চরম আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বিজেপির পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে এবার মতুয়া এলাকার প্রতিটি বুথে 'মে আই হেল্প ইউ' ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল।

বাগদা বিধানসভা এলাকায় ২০২১ সালেও বিজেপি জয়ী হয়েছিল। পরবর্তীকালে উপনির্বাচনে এখানে তৃণমূলের প্রার্থী জয়ী হন। কিন্তু এখানেই ২৪ হাজার ২১৫ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রেই সবচেয়ে বেশি ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। এখানে ২৬ হাজার ৩৮ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে এবং ৩১ হাজার ২৫৬ জনের ম্যাপিং সম্পূর্ণ হয়নি। বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রে ১৮ হাজার ১৪৩ জনের নাম বাদ গিয়েছে ও ২৯ হাজার ৫১২ জনের ম্যাপিং অসম্পূর্ণ। গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ১৬ হাজার ২৫৬ জনের নাম বাদ গিয়েছে ও ৩৮ হাজার ৪৯০ জনের ম্যাপিং সম্পূর্ণ হয়নি। স্বরূপনগর বিধানসভায় সবচেয়ে বেশি ১৩ হাজার ৯ জনের নাম বাদ গিয়েছে। সেখানে ১৭ হাজার ৪৪৩ জনের ম্যাপিং সম্পূর্ণ হয়নি।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এই পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বরূপনগরেই ১৯ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট রয়েছে। অথচ এখানে হিন্দু ভোটারদের নামই বেশি বাদ গিয়েছে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, হিন্দু ভোটারদের নাম এইভাবে বাদ যাওয়ার ফলে প্রভাব পড়বে বিধানসভা নির্বাচনে। এই এসআইআর-এর কারণে এই মুহূর্তে তাঁদের চরম আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে তাঁদের পাশে থেকে তৃণমূল ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। তাই প্রতিটি বুথে ক্যাম্প করে বাদ যাওয়া ভোটারদের চিহ্নিত করে ইআরও অফিসে আপত্তি জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'অপরিকল্পিত এসআইআর-এর জন্য মতুয়ারা বিপদে পড়েছেন। তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে বিজেপি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু তাঁদের নামই বাদ গিয়েছে। আমরা এই মতুয়াদের পাশে আছি।'

চর্চায় অরূপের ভাগ্য

অন্তরালে থাকার 'নির্দেশ' মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : যুবভারতীর ঘটনায় পদত্যাগ করার পরও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে নিয়ে বিতর্ক থামছে না। জনমানসে তো বটেই, সরকার ও দলের 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'-এ নেমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও তৃণমূলের অন্দরমহল অরূপকে নিয়ে সরগরম। প্রকাশ্যে সেইসব না এলেও অরূপ ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু দু'জনেই দলের ভিতরে চাপা সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছেন। বিষয়টি মোটেই পছন্দসই হচ্ছে না দলনেত্রীর। অরূপের বিরুদ্ধে লাগাতার এই সমালোচনায় আবার দলের 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য নতুন করে ঘি ঢেলেছে। সদ্য বিদেশ ফেরত অভিষেক এই ঘটনায় বলেছেন, 'কয়েকজন বেশি আদিখ্যেতা দেখাতে যা করেছেন তাতে যা হওয়ার তাই হয়েছে। এই আদিখ্যেতার জন্য তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে।' দলের অন্দরে অরূপকে নিয়ে চাপা এই সমালোচনা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে নির্দেশ দিয়েছেন দলনেত্রী। তাঁর নির্দেশেই আপাতত এ ব্যাপারে দলকে বার্তা দিতে প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের।

সেইসঙ্গে শত প্ররোচনা সত্ত্বেও অরূপকে এই নিয়ে মুখ না খুলতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে আপাতত সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি না হয়ে তাঁকে স্বাভাবিক ছন্দে বিদ্যুৎ ও আবাসন দপ্তরের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মুহূর্তে সাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে সরকারি তৎপরতা তুঙ্গে। মেলায় বিদ্যুৎ দপ্তরের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সেইদিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখতে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপকে নির্দেশ দিতে চেয়েছেন।

মন্ত্রিত্ব থেকে সরলেও দায়িত্ব অনেক

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে অরূপ বিশ্বাসকে সরানো হলেও দলের স্বার্থেই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ছেঁটে ফেলা বা অবজ্ঞা করা সম্ভব নয় তৃণমূলের পক্ষে। দীর্ঘ প্রায় এক দশক ধরে ক্রীড়ামন্ত্রীর পদে থাকা বা অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রিত্ব ছাড়াও দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন অরূপ। একদিকে তিনি যেমন দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সদস্য, তেমনই দলের কোষাধ্যক্ষ। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত আস্থাভাজন হিসেবে যে কয়েকজন মন্ত্রী আছেন, অরূপ তাঁদের অন্যতম। দলের বিধায়কদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ তিনিই করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজস্ব সাংগঠনিক ক্ষমতা যেমন আছে, তেমনই তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাস এই মুহূর্তে টলিউডের কার্যত শেষ কথা। তিনি সিনে টেকনিসিয়ানস ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি ও ভ্রাতৃবধূ জুঁই বিশ্বাস কলকাতা পুরসভার বোরো চেয়ারম্যান। টলিউডের অন্তত ১৪ হাজার টেকনিসিয়ানকে স্বরূপই নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই এই ভোটব্যাংক ধরে রাখতে অরূপের ওপরই ভরসা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবারই অরূপ বিশ্বাসের অনুগামীরা একটি পোস্টার সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাতে লেখা রয়েছে 'দাদা তুমি এগিয়ে চলো, টালিগঞ্জ তোমার সাথেই আছে।' অরূপের ছবি দিয়ে এই পোস্টারে লেখা হয়েছে, '১৩ ডিসেম্বরের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এই পদক্ষেপ প্রমাণ করে, ক্ষমতার চেয়েও বড় ন্যায়, পদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মানুষের আস্থা। দাদা, আপনাকে জানাই প্রণাম-আপনার কাছ থেকেই শিখেছি, সত্যের পথে চলাই প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচয়।'

জীবন বৃত্তান্ত

- কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু
- ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রীসভা থেকেই তিনি মন্ত্রী
- ক্রীড়া দপ্তর থেকে সরানো হলেও বিদ্যুৎ ও আবাসনের দায়িত্ব এখনও তাঁর হাতেই
- সাংগঠনিক সব দায়িত্বেই রয়েছেন

মদন মিত্র সারদা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ও তাঁর মন্ত্রিত্ব পদ যাওয়ার পর থেকেই ক্রীড়া দপ্তর সামলাচ্ছেন অরূপ। কিন্তু যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অশান্তির পর ঘরে-বাইরে প্রবল চাপে পড়েই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই পদ থেকে অরূপকে সরিয়ে দেওয়া হলেও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা খর্ব করার কোনও ভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর নেই। এখনও দলের তরফে উত্তরবঙ্গের দায়িত্বে তিনিই আছেন।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অরূপকে কিছুটা অন্তরালে রাখা হলেও মুখ্যমন্ত্রীর আস্থা তাঁর থেকে সরে যায়নি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে একটি শব্দও এখনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খরচ করেননি। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, টালিগঞ্জ এলাকা ছাড়াও যাদবপুর লোকসভার একটি বিস্তীর্ণ এলাকার সাংগঠনিক দেখভাল তিনিই করেন। তাই তাঁকে আপাতত একটি দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও তাঁর অন্যান্য ক্ষমতা একই থাকছে।

শিলিগুড়িতে বাণিজ্য হাব

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে শিলিগুড়িতে শীঘ্রই তৈরি করা হবে ট্রেড অ্যান্ড এক্সপ্লোর সেন্টার। এরকম একটি কেন্দ্র হবে কলকাতাতেও। বুধবার বিকালে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ব্যবসায়ী সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য আরও দুটি প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মমতা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতিদের বিনিয়োগে অথবা উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করার সুবিধার্থে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড এবং একটি পৃথক পোর্টালও চালু করার কথা এদিন তিনি বলেছেন। যেগুলি সমস্যার সমাধান এবং সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা দ্রুত পেতে সাহায্য করবে।

কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনস-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে রাজ্যের ২৩টি জেলার প্রায় ১২ হাজার ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। এখানেই মমতা বলেন, 'এআই আসছে, প্রযুক্তিও বাড়ছে। তবে তার জন্য যাতে রুজি-রোজগার বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। এআই অপারেশন করছে ঠিকই, কিন্তু একটা হিউম্যান টাচ দরকার। এমন কিছু করবেন না, যাতে মানুষের রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে পেটের ক্ষুধা, বড় ক্ষুধা।' এরপরই মমতা বলেন, 'ট্রেড অ্যান্ড এক্সপ্লোর সেন্টারের জন্য আলাদা বিজনেস হাব তৈরি হবে। প্যাকেজিং ও ব্র্যান্ডিংয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। নতুন ওয়েলফেয়ার বোর্ডে প্রতিটি জেলার ব্যবসায়িক সংগঠনগুলি যুক্ত থাকবে।'

ব্যবসায়ীদের স্বার্থে নতুন পোর্টাল তৈরির কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে সরকার বা বিভিন্ন সংস্থার কাজ শেষ করেও ব্যবসায়ীরা সময়মতো টাকা পান না। ফলে তাঁদের আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। এবার ব্যবসায়ীরা কাজ শেষের পর সেই তথ্য ওই পোর্টালে আপলোড করলেই দ্রুত তাঁদের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। কারও কোনও অভিযোগ থাকলে তা ওই পোর্টালের মাধ্যমে জানাও যাবে। মনে রাখতে হবে, বেঙ্গল হচ্ছে ইন্ডিয়ার কমার্শিয়াল গেটওয়ে।' আমাদের নামে শুধু বদনাম করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি আয়োগ বলছে, এই রাজ্যে ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমেছে। বাম আমলে কথায় কথায় বনধ হত। আমরা সেই বনধ বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা আসার আগে ৭৫ লক্ষ কর্ম দিবস নষ্ট হয়েছে। এখন একটাও কর্মদিবস নষ্ট হয় না। এরপরই কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'নোটবন্দি করে দেশের টাকা বাড়েনি। মানুষের হাতে টাকা থাকলেই অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। ২৩ জেলায় ১০টি শপিং মলের উদ্বোধন বৃহস্পতিবারই করা হবে।'

কোন কোন প্রকল্প

- রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে ৯৩ লক্ষ ইউনিট রয়েছে
- সেখানে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ সরাসরি যুক্ত রয়েছেন
- আরও ১৫ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী যুক্ত হয়েছেন
- এই রাজ্যে রপ্তানি ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে

শীত অধিবেশন চান না উত্তরের বিধায়করা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : বিধানসভার এবারের শীতকালীন অধিবেশন ডাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এতদিন সব দলের বিধায়ক এসআইআর নিয়ে ব্যস্ত থাকায় শীতকালীন অধিবেশন ডাকা যাচ্ছে না বলেই খবর ছিল। এমনকি রাজ্য সরকারের তরফে অধিবেশন ডাকা নিয়ে কোনও বার্তাও বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হয়নি। এরমধ্যে উত্তরবঙ্গের বিধায়করা সরাসরি অধ্যক্ষ বিমানবাবুর কাছে শীতকালীন অধিবেশন এখন না ডাকার জন্য আবেদনও করেছেন।

অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, সরকার এই নিয়ে এখনও কোনও বার্তা পাঠায়নি। উত্তরবঙ্গের বিধায়কদের আবেদন এখনই যেন অধিবেশন না ডাকা হয়। এখন সবাই এসআইআরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অধিবেশন ডাকা হলে তাঁদের উত্তরবঙ্গ থেকে যাতায়াতেই তিনদিন নষ্ট হবে।

এসআইআর-এর কারণে অধ্যক্ষকে আর্জি

এই অবস্থায় অধ্যক্ষ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন ডাকা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। বুধবার বিধানসভার সচিবালয়ের খবর, জানুয়ারিতে অল্প কয়েকদিনের জন্য অধিবেশন ডাকা হলেও হতে পারে। কিন্তু ডিসেম্বরে কিছুতেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আগামী বছর ভোটের বছর। সেক্ষেত্রে মার্চে রাজ্যের বাজেট অধিবেশন ডাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ফেব্রুয়ারিতে অর্ন্তবর্তী বাজেট সরকার বিধানসভায় পেশ করলে তার আগে জানুয়ারিতে অল্প কয়েকদিনের জন্য শীতকালীন অধিবেশন ডাকা সম্ভব নয়। কাজেই এবার বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনই ডাকা সম্ভব হবে না। তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শাসকদল তৃণমূলের সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই শেষ কথা। আপাতত বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের ভবিষ্যৎ তাঁর হাতেই।

পুত্র সহ সেলিম তালিকায় 'ব্রাহ্মণ'

রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : খসড়া ভোটার তালিকায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সহ তাঁর ছেলের নতুন পদবি সংযোজিত হতেই কমিশনকে নিশানা করলেন সেলিম। সমাজমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে কমিশনকে কটাক্ষ করেছেন সেলিমের ছেলে অতীশ আজিজ। এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে বুধবার প্রশ্ন তুলতে ছাড়েননি সেলিমও। যদিও কমিশনের যুক্তি, বিষয়টি প্রযুক্তিগত ত্রুটি। এসআইআর বিতর্কের মাঝে এদিনই কমিশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আবেদনকারীর যুক্তি, এসআইআরের ১১তম নথির সংশোধনী হোক রাজ্যে। ২০১০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজ্যের কোনও ওবিসি সার্টিফিকেটকে এসআইআর নথি হিসেবে গণ্য করা যাবে না হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী। ওই ১৪ বছরের ওবিসি শংসাপত্রকে এসআইআর পর্বে যাতে মান্যতা না দেওয়া হয়, তার আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কমিশন পদক্ষেপ করেনি। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। জরুরি ভিত্তিতে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি।

সমাজমাধ্যমে একটি স্ক্রিন শট শেয়ার করেছেন অতীশ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, দুজনেরই পদবী অবস্থি। এই বিষয়ে কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার অতীশ বিষয়টি নিয়ে কমিশনকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'মিডিয়া, বিজেপি সবাই মিলে কীসব গল্প দিল যে, এসআইআরের মাধ্যমে মোল্লাদের টাইট দেওয়া হবে। এদিকে দেখছি ইসিআই আমাকে ব্রাহ্মণ বানিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের যুক্তি, কমিশনের মূল ভোটার তালিকায় কোনও ভুল নেই। ইংরেজি থেকে বাংলা তর্জমায় থাকতে পারে। নিয়মানুযায়ী এক্ষেত্রে ৮ নম্বর ফর্ম পূরণ করলে বিপত্তি তৈরির সম্ভাবনা থাকছে না।

মুখ্যমন্ত্রীর বুথে ভোটার মাত্র ৪৯৬

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বুথের ভোটার ৫০০-রও কম। নিখোঁজ অন্তত ১০০। স্বাভাবিকভাবেই বুথের মোট ভোটার আর নিখোঁজ সংখ্যা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুথের ভোটাররা এলাকা ছেড়ে গেলেন কোথায়? আর কেনই বা গেলেন?

১৫৯ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরের অধীন ২০৭ নম্বর মিত্র ইনস্টিটিউশন (ভবানীপুর শাখা) বুথের ভোটার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাসিন্দা মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের কেউ কেউ স্থানান্তরিত হলেও অধিকাংশই এখনও মিত্র ইনস্টিটিউশন বুথের ভোটার।

এসআইআর শুরুর আগে এই বুথের মোট ভোটার ছিল ৬২৩। এবারের তালিকায় মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের বাদ পড়ার পর বুথের ভোটার সংখ্যা কমে হয়েছে ৪৯৬। বাদ পড়েছেন মোট ১২৭ জন। এর মধ্যে মৃত ভোটার ১৩, স্থানান্তরিত হয়েছেন ১৪ জন। বাকি ১০০ জনই কার্যত নিখোঁজ। এখানেই উঠছে প্রশ্ন।

সাধারণভাবে বুথ পিছু ১২০০ ভোটার রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। তার নিরিখে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের মতো এলাকায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বুথে মোট ভোটার ৫০০-র কম। বিরোধীদের মতে, এর পিছনে রাজনৈতিক প্রভাবই দায়ী।

যদিও সংশ্লিষ্ট বুথের তৃণমূলের বিএলএ-র মতে, ওই বুথে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের মতো হাইপ্রোফাইল ভোটাররা থাকায় নিরাপত্তার কারণেই বুথের ভোটার বৃদ্ধি করা হয়নি। তবে কমিশন এর ভিতরে বিশেষ কোনও তাৎপর্য দেখছে না।

নিখোঁজ ১০০

কমিশনের দাবি, গোটা দক্ষিণ কলকাতা থেকেই ভোটারের সংখ্যা কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। মুখ্যমন্ত্রীর ভবানীপুর কেন্দ্রেই বাদ পড়েছে প্রায় ৪৫ হাজার। বালিগঞ্জের বিধানসভায় ৬৫ হাজারের বেশি, কলকাতা বন্দরে ৬৩ হাজারের বেশি এবং রাসবিহারীতে প্রায় ৪২ হাজার ভোটার বাদ পড়েছে। এবং সব ক্ষেত্রেই স্থানান্তরিত ভোটারের সংখ্যা যথেষ্ট।

এসআইআর আবহে রাজ্যজুড়ে বিতর্কের শেষ নেই। তার মধ্যে এই নতুন তথ্য সামনে আসায় কী প্রভাব পড়ে সেটা সময় বলবে।

এসএসকেএমের সামনে মা ক্যান্টিনে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি-পিটিআই।

আরও ৩ জীবিতকে মৃত ঘোষণায় অস্বস্তিতে কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : হুগলির পর শিলিগুড়ি ও কোচবিহার দক্ষিণের বিএলও এবং বিডিওদের শোকজ করে রিপোর্ট চাইল কমিশন। হুগলির চণ্ডীতলায় তৃণমূলের কাউন্সিলারকে মৃত বলে উল্লেখ করার জন্যে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিএলও এবং এইআরওকে শোকজ করে রিপোট চেয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। তারপরেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে অস্বস্তিতে পড়ল কমিশন।

সম্প্রতি হুগলির চণ্ডীতলার তৃণমূল কাউন্সিলারকে মৃত বলে ঘোষণা করায় তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। খসড়া তালিকার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল সহ সব রাজনৈতিক দল। চাপে পড়ে সংশ্লিষ্ট বিএলওকে শোকজ করেছিল কমিশন। এদিন কার্যত ভুল স্বীকার করে তারই জবাব দিয়েছেন চণ্ডীতলার বিএলও। তবে এরই মধ্যে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির শিবানী পাল ও কোচবিহার দক্ষিণের অশ্বিনী অধিকারী ও শিবানী অধিকারীকে একইভাবে মৃত বলে দেখানোয় অস্বস্তি বেড়েছে কমিশনে। ভুলের দায়ে বিএলও এবং এইআরওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দায় সারতে চেয়েছেন সিইও। এই প্রসঙ্গে এদিন সিইও বলেন, 'এর জন্যে কমিশন বা সিইও দায়ী হতে পারে না। কোথায় কোন বুথে কী হচ্ছে সবটা আমরা দেখতে পাই না। আমরা তো মানুষ। ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটারের মধ্যে দু-তিনটি ভুল হওয়া অসম্ভব নয়।' তবে একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'এটা শুধু বিএলওর ত্রুটি হতে পারে না। সেজন্যই আমরা সংশ্লিষ্ট এইআরও বা বিডিওর জবাবদিহি চেয়েছি। বিডিওর উচিত ছিল বিএলও'র রিপোর্ট খতিয়ে দেখা। এর ফলে কমিশনের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে কমিশনকে।'

বৃহস্পতিবার থেকেই শুনানির নোটিশ ইস্যু হবে। মূলত ২০০২-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে যাঁরা কোনও মিল দেখাতে পারেননি, সেই ৩১ লক্ষ ভোটারদের শুনানির জন্যে ডাকা হবে প্রথম দফায়। এরপর ভোটার তথ্যে গরমিলের কারণে যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে চিহ্নিত করেছে কমিশন, তথ্য যাচাই করে তাঁদের একাংশকে শুনানিতে ডাকা হতে পারে। তবে সেই সংখ্যা কতটা, তা এদিনও নিশ্চিত করতে পারেনি কমিশন। বরং তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন সিইও বলেছেন, 'ডিজিটাইজেশনের সময় বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলা করতে গিয়ে কোথাও 'বর্মন' 'ভার্মন' হয়ে গিয়েছে। নাম পদবির এই পরিবর্তন কম্পিউটারে অসংগতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এদের নথি দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এদের শুনানির কোনও প্রশ্নই নেই।

৮৫ বছরের বেশি বয়স্ক ও গুরুতর অসুস্থদের যাতে বাড়িতে গিয়ে শুনানি করা যায়, তার জন্যে কমিশনের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন সিইও। একইসঙ্গে শুনানির সময় ইআরওদের সঙ্গেই বিএলওদের রাখতে কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

মা ক্যান্টিনে খোঁজখবর মমতার

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের পর খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন থেকেই নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে কার্যত মাঠে নেমে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। তাঁর কেন্দ্রে প্রায় ৪৫ হাজার ভোটারের নাম বাদ যাওয়ায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি তাঁর এলাকার কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। বুধবার সরাসরি জনসংযোগে নেমে পড়লেন। এদিন কালীঘাটের বাড়ি থেকে নবান্ন যাওয়ার পথে এসএসকেএম হাসপাতালের সামনে 'মা ক্যান্টিন'-এর সামনে দাঁড়িয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। তখন ওই ক্যান্টিন থেকে ৫ টাকার বিনিময়ে সাধারণ মানুষকে খাবার বিলি করা হচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে এগিয়ে যান এবং খাবারের গুণগত মান পরীক্ষা করেন। কারোর কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে তিনি সেখানে থাকা লোকজনের সঙ্গে কথাও বলেন। এসএসকেএম হাসপাতালে আসা বহু রোগীর পরিবারও সেখানে খাবার নিতে এসেছিলেন। তাই ক্যান্টিনে যাতে খাবারের অভাব না হয়, সেদিকে নজর রাখতে তিনি স্থানীয় কাউন্সিলারকে নির্দেশ দেন।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ১৯৫৬ ভোটে হেরে গিয়েছিলেন মমতা। এরপর ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে তিনি উপনির্বাচনে জয়ী হন। যদিও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের তিনটি ওয়ার্ডে এগিয়ে গিয়েছিল বিজেপি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ভবানীপুর থেকে প্রার্থী হলে তাঁকে হারানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এরই মধ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর খসড়া তালিকায় দেখা গিয়েছে মমতার নিজের বুথে ১২৭ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ১৩ জন মৃত ভোটার। সব মিলিয়ে তাঁর কেন্দ্রে ৪৫ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভবানীপুরের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন মমতা। এদিনই তিনি কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে নবান্ন যাওয়ার সময় গাড়ির গতি অত্যন্ত কম রেখেছিলেন। গাড়ির কাচ নামিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে হাতও নাড়েন তিনি। এরপরই এসএসকেএম হাসপাতালের সামনে মা ক্যান্টিনে পৌঁছে যান।

৭০-৯০ আসনে জিতব : হুমায়ুন

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : নতুন দল নিয়ে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বুধবার বিধানসভার বাইরে বিধায়ক দাবি করলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৭০-৯০টি আসনে জয়লাভ করে তাঁর তৈরি দল সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি জানান, মুসলিমদের অধিকার বুঝে নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর লক্ষ্য থাকবে মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলি। বিজেপি ও তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে এই জেলাগুলি থেকে বহু মানুষ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন।

সম্প্রতি হুমায়ুন প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। ২২ ডিসেম্বর তাঁর নতুন দল ঘোষণারও কথা রয়েছে। কিন্তু দল ঘোষণার জন্য জনসভা কোথায় করা হবে, সেই নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বহরমপুর শহরের টেক্সটাইল কলেজ মোড় ও বিকল্প হিসাবে স্টেডিয়াম মাঠের অনুমতি চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হুমায়ুন। তবে ওই দু'টি জায়গায় একই দিনে জনসভার আবেদন জানিয়ে তা আগে থেকে বুকিং করে রেখেছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, 'আমি ইচ্ছে করলে ২২ ডিসেম্বর বহরমপুর শহর অবরুদ্ধ করে দিতে পারি। কিন্তু তা করব না। ওইদিন জনসভা করে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকারকে দেখিয়ে দেব। সেই দিন ৪ লক্ষ মানুষের জমায়েত করব।' হুমায়ুন ঘনিষ্ঠদের কথায়, রেজিনগরে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ সংলগ্ন মাঠে জনসভা করতে পারেন বিধায়ক। এদিন তিনি জানান, ওইদিনের জনসভা থেকে ৭৫ জনের জেলা কমিটি ঘোষণা করা হবে। শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের জেলা সভাপতির নামও ওইদিন প্রকাশ্যে আনা হবে।

বুধবার হাইকোর্টের সামনে হুমায়ুন কবীর। সংবাদচিত্র।

নির্বাচনে 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তি'র ব্যক্তিদের প্রার্থী হিসেবে লড়াই করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও নতুন দল গঠনের রূপরেখাও এদিন স্পষ্ট করেন তিনি। হুমায়ুন বলেন, 'নিয়োগ দুনীতি, বিদ্যুৎ দুর্নীতি, গ্যাসের মুল্যবৃদ্ধির মতো দুর্নীতিগুলির বিরুদ্ধে প্রচার চালাব। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বাংলার বাড়ির মতো প্রকল্পগুলির নামে যা যা দুর্নীতি হচ্ছে, সব সাধারণ মানুষের কাছে ফাঁস করে দেব। ওরাই ভোটে সব উত্তর দেবে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

মৃত্যুঞ্জয়ী জেলিফিশের রহস্য

মানুষ কি অমর হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিজ্ঞানীরা বছরের পর বছর ল্যাবে কাটিয়ে দিচ্ছেন। অথচ প্রকৃতির কোলে এমন এক প্রাণী রয়েছে, যে জন্মগতভাবেই অমর। নাম তার 'ইমমর্টাল জেলিফিশ'। মাত্র ৪.৫ মিলিমিটারের এই স্বচ্ছ জেলিফিশের ক্ষমতা অকল্পনীয়। সাধারণত জেলিফিশ প্রজননের পর মারা যায়। কিন্তু এই বিশেষ প্রজাতিটি মৃত্যুর বদলে উলটোপথে হাঁটতে শুরু করে। শরীর খারাপ হলে বা বয়স বেড়ে গেলে এরা নিজেদের কোষগুলোকে রূপান্তর করে আবার শৈশব বা 'পলিপ' দশায় ফিরে যায়। অনেকটা প্রজাপতি থেকে আবার শুঁয়োপোকায় ফিরে যাওয়ার মতো ব্যাপার। এই প্রক্রিয়া তারা বারবার করতে পারে, অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে এদের স্বাভাবিক মৃত্যু নেই। যদি না কোনও বড় মাছ এদের খেয়ে ফেলে, তবে এরা অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে। বার্ধক্যকে বুড়ো আঙুল দেখানো এই জেলিফিশ এখন ক্যানসার গবেষণায় বিজ্ঞানীদের নতুন আশার আলো হয়ে দেখা দিয়েছে।

যমজদের গ্রাম কোডিনহি

কেরলের মালাপ্পুরম জেলার ছোট্ট গ্রাম কোডিনহি। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ গ্রাম মনে হলেও, এখানে ঢুকলে আপনার মনে হবে আপনি চোখে ডাবল দেখছেন! কারণ, এই গ্রামটি 'টুইন টাউন' বা যমজদের গ্রাম নামেই বিশ্বে পরিচিত। পরিসংখ্যান চমকে দেওয়ার মতো। গ্রামে মাত্র ২০০০ পরিবারের বাস, অথচ সেখানে ৪০০ জোড়ারও বেশি যমজ ভাইবোন রয়েছে! বিশ্বজুড়ে যেখানে প্রতি ১০০০ জন্মে ৪টি যমজ সন্তান হয়, সেখানে কোডিনহিতে এই হার ৪৫-এর বেশি। স্কুলের ক্লাসরুম থেকে খেলার মাঠ- সর্বত্রই জোড়ায় জোড়ায় মুখ। চিকিৎসকরা বহু বছর ধরে গবেষণা করেও এর নির্দিষ্ট কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজে পাননি। কেউ বলেন এখানকার জলবায়ু, আবার কারোর মতে বিশেষ কোনও খাদ্যাভ্যাস এর জন্য দায়ী। জিনগত কোনও কারণ থাকলেও, তা কেবল এই গ্রামেই কেন সীমাবদ্ধ, তা এক অমীমাংসিত রহস্য। স্থানীয়রা অবশ্য একে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ বলেই মনে করেন এবং গর্ববোধ করেন।

আকাশ থেকে রক্তের বৃষ্টি

বর্ষাকালে আকাশ থেকে জল ঝরবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি দেখেন বৃষ্টির রং রক্তের মতো লাল? ২০০১ সালে কেরলের কিছু অংশে এবং পরবর্তীকালে শ্রীলঙ্কায় এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল, যা মানুষের মনে হুলুস্থুল ফেলে দেয়। জামাকাপড় থেকে শুরু করে গাছপালা- সব রক্ত লাল জলে ভিজে একাকার। প্রথমে রটে যায় যে, কোনও উল্কাপাতের ফলে বা ভিনগ্রহী কোনও কারণে এমনটা হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মাইক্রোস্কোপের

নীচে সেই বৃষ্টির জল পরীক্ষা করে আসল রহস্য ভেদ করেন। এটি কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়, বরং এক প্রকার আণুবীক্ষণিক শ্যাওলা বা অ্যালগির কারসাজি। এই শ্যাওলার রেণু বাতাসে প্রচুর পরিমাণে মিশে মেঘের জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লাল রং ধারণ করে। যদিও বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা মিলেছে, তবু আকাশ থেকে রক্ত ঝরতে দেখার সেই দৃশ্য আজও স্থানীয়দের কাছে এক ভয়ংকর স্মৃতি। প্রকৃতির এমন আজব খেয়াল সত্যিই ব্যাখ্যাতীত।

পুতুল যখন গ্রামের বাসিন্দা

জাপানের শিকোকু দ্বীপের এক প্রত্যন্ত গ্রাম নাগোরো। এই গ্রামে পা রাখলে আপনার গা ছমছম করতে পারে। বাসস্টপে, নদীর ধারে, এমনকি স্কুলের ক্লাসরুমেও বসে আছে মানুষ। কিন্তু কাছে গিয়ে ডাকলে কেউ সাড়া দেবে না। কারণ, এরা সবাই মানুষের মাপের বড় বড় পুতুল! গ্রামের বাসিন্দা সুকিমি আয়ানো নামের এক বৃদ্ধা এই অদ্ভুত জগৎ তৈরি করেছেন। কাজের সন্ধানে গ্রামের তরুণ প্রজন্ম শহরে চলে গিয়েছে, বয়স্করা মারা গিয়েছেন। গ্রামটি ক্রমশ জনশূন্য হয়ে ভূতুড়ে হয়ে পড়ছিল। একাকিত্ব কাটাতে সুকিমি সিদ্ধান্ত নেন, যারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে বা মারা গিয়েছে, তাদের আদলে পুতুল বানাবেন। আজ গ্রামে জ্যান্ত মানুষের সংখ্যা ৩০-এর নীচে, কিন্তু পুতুলের সংখ্যা ৩৫০-এর বেশি! গ্রামের বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুলেও তিনি ছাত্র-শিক্ষক পুতুল সাজিয়ে রেখেছেন। দূর থেকে দেখলে মনে হয় জমজমাট এক গ্রাম, কিন্তু আদতে এটি একাকিত্ব আর স্মৃতির এক নীরব মিউজিয়াম।

সবচেয়ে খারাপ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির অবস্থা

উত্তর নিয়ে অখুশি অভিষেক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : প্রতিপক্ষের হাল খারাপ, এমন কথা নেতারা বলেই থাকেন। কিন্তু যদি একই কথা দলের নেতার মুখ থেকে বের হয়, তাহলে তার গুরুত্ব আলাদা। তাও যদি আবার সেই নেতাটি হন দলের সাধারণ সম্পাদক। উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে কার্যত বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আলাপচারিতার ছত্রে ছত্রে বুঝিয়ে দিয়েছেন, উত্তরের জেলাগুলিতে তৃণমূলের সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে তাঁর হতাশা।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ভাষায়, 'উত্তরবঙ্গে যে মাত্রায় সাংগঠনিক তৎপরতা ও আক্রমণাত্মক কাজ করা দরকার ছিল, দল তা করেনি।' এই ব্যর্থতার দায় যে দলেরই, তাও মেনে নেন তিনি। অভিষেক বলেন, 'শুধু নিজেদের সাংগঠনিক কাজে ঘাটতি নয়, বিজেপি যে উত্তরবঙ্গে কার্যত কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করেনি, সেই বাস্তবতার প্রচারটাও মানুষের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরতে তৃণমূল ব্যর্থ হয়েছে।'

উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় সাংগঠনিক এই ঘাটতি আরও বেশি বলে মনে করেন দলের কার্যত সেকেন্ড-ইন কমান্ড। তিনি মেনে নেন নীচুতলায়, ব্লক স্তরে সংগঠনকে সক্রিয় করার কাজ ঠিকভাবে হয়নি। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বুধবার প্রথম উপস্থিত ছিলেন অভিষেক। অধিবেশনের ফাঁকে সংসদে তৃণমূলের কার্যালয়ে নানাবিধ বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার সময় উঠে আসে উত্তরবঙ্গ নিয়ে তাঁর আত্মসমালোচনা।

সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

> শুধু নিজেদের সাংগঠনিক কাজে ঘাটতি নয়, বিজেপি যে উত্তরবঙ্গে কার্যত কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করেনি, সেই বাস্তবতার প্রচারটাও মানুষের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরতে তৃণমূল ব্যর্থ হয়েছে।
>
> অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৯-এর পর থেকে উত্তরবঙ্গে ভালো অবস্থায় নেই তৃণমূল। বাংলায় বিজেপির যেটুকু সাফল্য, তার ভিত তৈরি করে দিয়েছে উত্তরের ৮ জেলাই। এই বাস্তবতার জন্য উত্তরবঙ্গের নেতৃত্বকেই কার্যত কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। স্পষ্ট ভাষায় তিনি স্বীকার করেন, উত্তরবঙ্গে দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে এবং সেই কারণে প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্য আসবে, এমন কথাও অভিষেক জোর দিয়ে বলেননি।

তাঁর কথায়, 'প্রতিটা নির্বাচনই চ্যালেঞ্জ। তৃণমূলের ভোটের শতাংশ বাড়াতে হবে, আসন বাড়াতে হবে।' লোকসভায় দলের নেতা অভিষেক বুঝিয়েছেন, পরিস্থিতি বদল ঘটাতে সম্প্রতি ব্লক স্তরে সাংগঠনিক রদবদল ঘটানো হয়েছে। কিন্তু তাতেই নির্বাচনে সাফল্য আসবে- এমন আশা সম্ভবত তিনি করছেন না। যদিও তিনি বলেন, ব্লক স্তরে সাংগঠনিক পরিবর্তনের প্রভাব আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পড়বে বলে দল আশাবাদী। তবে একথাও তিনি স্পষ্ট উচ্চারণ করেন যে, 'উত্তরবঙ্গে ভোটে জিততে হলে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা ছাড়া কোনও বিকল্প নেই।'

সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর ওই আলাপচারিতায় উঠে আসে মেসির কর্মসূচিকে ঘিরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলা। ওই ঘটনায় উদ্যোক্তাদের বড় অংশের গাফিলতি হয়েছে মেনে নিয়ে অভিষেক বলেন, 'রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ করেছে, কয়েকদিনের মধ্যে আরও বড় পদক্ষেপ করবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না। অরূপ বিশ্বাসের আদিখ্যেতামি কেউ লক্ষ করে থাকতে পারেন, তবে তিনি কিন্তু পদত্যাগ করেছেন।'

কংগ্রেসের সঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে জোট প্রসঙ্গেও কার্যত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াই শোনা গিয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মুখে। তিনি বলেন, 'রাহুল-প্রিয়াংকার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রয়েছে। তবে জোট প্রসঙ্গে দল যখন সিদ্ধান্ত নেবে, তখন তা সবাই জানতে পারবেন।' অভিষেকের কথায়, 'এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের এমন কোনও শক্তি নেই, যা তৃণমূলের প্রয়োজন।'

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, কংগ্রেসের তখন দুটি আসন ছিল। তৃণমূল প্রস্তাব দিলেও কংগ্রেস তখন প্রত্যাখ্যান করে। তার ফল, ওদের দুটি আসন থেকে নেমে এসেছে একটিতে। আগামীদিনে কী হবে, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের ওপর। তবে অভিষেকের বক্তব্য, 'কংগ্রেস বিনা শর্তে আমাদের সমর্থন দিলে আমরা রাজি। কারণ, ওদেরকে দেওয়ার মতো কিছু নেই। লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট সম্পূর্ণ আলাদা।'

সঙ্গিনী দখলের লড়াই, মৃত চিতাবাঘ

ওদলাবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : সঙ্গিনী দখলকে কেন্দ্র করে হওয়া সংঘর্ষে গুরুতর জখম এক পূর্ণবয়স্ক মর্দা চিতাবাঘের মৃত্যু হল। বুধবার সকালে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তুড়িবাড়ি এলাকায় পিএইচইর জলাধারের পাশে খোলা মাঠে চিতাবাঘটিকে নিস্তেজ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তারপরই বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। এনিয়ে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এলাকা ও সঙ্গিনী দখলকে কেন্দ্র করে দুই মর্দা চিতাবাঘের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। যার জেরে এই চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।'

জানা গিয়েছে, বন দপ্তরের তারঘেরা রেঞ্জ অফিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবাঘটির মৃতদেহ উদ্ধার করে তারঘেরার জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানেই মৃত চিতাবাঘটির ময়নাতদন্ত করা হবে। তারঘেরার রেঞ্জ অফিসার স্বপনকুমার রায় বলেন, 'প্রাপ্তবয়স্ক মর্দা চিতাবাঘটির বয়স আনুমানিক দশ বছর হবে। সেটির শরীরে দাঁত ও নখের আঁচড়ের একাধিক ক্ষতচিহ্ন রয়েছে।'

ভারতের সঙ্গে মৈত্রীতে জোর

নাগরাকাটা, ১৭ ডিসেম্বর : ভুটানের ১১৮তম জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার আয়োজিত সামচির বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে হাজির থাকলেন এদেশের বহু বাসিন্দা। দু'দেশের নাগরিকরাই ইন্দো-ভুটান সুসম্পর্ক আরও মজবুত করার ওপর জোর দিয়েছেন। সামচির জেলা শাসক মিঞ্জুর দোরজে বলেন, 'আজ আমাদের একটি বিশেষ দিন। এই উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ভারতের বন্ধুদের এই উপস্থিতি অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। দু'দেশের মৈত্রীর বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইন্দো-ভুটান ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক থিনলে ওয়াংচুক বলেন, দু'দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত মধুর। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ এদিন আরও নিবিড় হল।'

সামচির পাবলিক গ্রাউন্ডে আয়োজিত ভুটানের সবচেয়ে ওই মেগা ইভেন্টে ডুয়ার্সের বানারহাট, চামুর্চি, নাগরাকাটার মতো সীমান্তের নানা এলাকার বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন। দিনভর তাঁরা মুগ্ধতার সঙ্গে অনুষ্ঠান দেখেন। ভুটানের তরফে বিশেষ আতিথেয়তা জানানো হয় প্রত্যেককে। ইন্দো-ভুটান ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও চামুর্চির বাসিন্দা রেজা করিম বলেন, 'যাঁরা সীমান্তে থাকি তাঁদের ঘর এখানে হলে ভুটান হল বারান্দা। এতটাই নিবিড় সম্পর্ক দু'দেশের। ভুটানের রাজা আমাদের কাছেও পরম শ্রদ্ধার।' এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন চামুর্চির সমাজসেবী সন্দীপ ছেত্রী, নাগরাকাটার লুকসান সীমান্তের বাসিন্দা ও সমাজসেবী জেঠা সুব্বা, কেন্দ্র সরকারের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ও বর্তমানে রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান জন বারলা, কালিম্পং-এর বিধায়ক সুদেন সাদা লেপচা সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন ভুটানের বিদেশমন্ত্রী ডিএন ডুঙ্গেল, শিক্ষামন্ত্রী ইয়ংজেং ডি থাপা, সামচির পুলিশ সুপার লুনড্রুপ দোরজে প্রমুখ।

ভুটানের জাতীয় দিবস

ভুটানের ১১৮তম জাতীয় দিবসে সামচিতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। বুধবার।

ব্রাত্য যুবভারতী

প্রথম পাতার পর

তাঁর কর্মসূচির আয়োজক সংস্থার প্রধান উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত গ্রেপ্তার হলেও তাঁর উল্লেখ আছে মেসির পোস্টে। এতে মনে করা হচ্ছে, তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই সম্ভবত যুবভারতী বাদ পড়ল তাঁর ভিডিও থেকে।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনের ঘটনায় পুলিশকেই নিশানা করেন বুধবার। তিনি বলেন, 'পুলিশ ও প্রশাসনের শিথিলতা ছিল। আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলার মানহানি হয়েছে। কয়েকজনের আদিখ্যেতার জন্য বাংলার মাথা হেঁট হয়েছে।'

মঙ্গলবার চার আইপিএস-কে নিয়ে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) বুধবার যুবভারতী ঘুরে দেখে। বিধাননগর দক্ষিণ থানায় দায়ের হওয়া দুটি এফআইআর-এর তদন্ত করবে সিট। ইতিমধ্যে সিটের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার থেকে ইনস্পেকটর পদমর্যাদার আরও চার আধিকারিককে সিট-এ নিযুক্ত করা হয়েছে। সেদিনের বিশৃঙ্খলায় জড়িত থাকার অভিযোগে বুধবার পুলিশ আরও একজনকে গ্রেপ্তার করায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬।

পরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গেলেও স্টেডিয়াম বন্ধ থাকায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্য সরকারের তদন্ত কমিটি মানি না। 'দর্শকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আমরা এফআইআর-এ স্থগিতাদেশ চাইব। ধৃত দর্শকদের আইনি সহযোগিতা করব।' বিরোধী দলনেতার বিস্ফোরক অভিযোগ, 'মেসির অনুষ্ঠানে ৩০০ কোটির আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত চাই।'

ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে অরূপ বিশ্বাসের ইস্তফা যথেষ্ট নয় বলে বিরোধীরা মনে করছেন। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, 'একটি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছে। আরেকটি পদ তো রয়েছে।' তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী ও কুণাল ঘোষ দাবি করেছিলেন, মেসির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়নার বিধায়ক অশোক দিন্দা। যদিও এদিন অশোকের প্রশ্ন, 'ওটা কি তৃণমূলের প্রোগ্রাম? মেসির সঙ্গে আমার কোনও ছবি দেখাতে পারবেন?'

যুবভারতীতে বুধবার ফরেন্সিক দল পড়ে থাকা জলের বোতল, ভাঙা চেয়ার ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করে। স্টেডিয়ামের ভাঙা জায়গা ও একাধিক অংশের ছবি তোলে।

কংগ্রেসের বৈঠক

চোপড়া, ১৭ ডিসেম্বর : বুধবার বিকালে সদর চোপড়ায় কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ব্লক নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস নেতা অশোক রায় বলেন, 'সাংগঠনিক আলোচনার পাশাপাশি এসআইআর সংক্রান্ত খসড়া তালিকার খোঁজখবর নেওয়া হয়। তাছাড়া শুনানি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়।'

চাকরিহারা ৩১৩ শিক্ষক

প্রথম পাতার পর

১৯৯৭ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী সুপারিশের একমাত্র অধিকার রয়েছে কমিশনের। এই শিক্ষকদের অনেকের এনসিইআরটি'র বিধান অনুযায়ী ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল না।

রাজ্য সরকার অবশ্য আদালতে জানিয়েছে, ৩১৩ জন শিক্ষককে স্থায়ীকরণে তারা শুধু নীতিগত অনুমোদন দিয়েছিল। অর্থ দপ্তর বা মন্ত্রীসভা চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়নি। রাজ্য সরকার বরং নিয়মে অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। ২০২৩ সালের ৯ অক্টোবর ওই কমিটি রিপোর্টে জানায়, এই নিয়োগ সম্পূর্ণ অবৈধ। জিটিএ'র যুক্তি, ১৯৯৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পঠনপাঠন সচল রাখতে অনিয়মিত শিক্ষকদের নিয়োগ করা জরুরি ছিল।

উৎসবে বরাদ্দ কমে মাত্র ১০ লক্ষ

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, 'ভাওয়াইয়া সংগীত হল আমাদের কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের মাটির মানুষের আসল পরিচিতি। এই সংগীতের সঙ্গে আমাদের আবেগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বের দরবারে উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে পরিচিতি দিয়েছে এই সংগীত। সেই জায়গায় এই সংগীতকে বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দিতে রাজ্য সরকার কোথায় রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবের বাজেট বাড়াবে। কিন্তু তা না করে এত টাকা কমিয়ে রাজ্য সরকার আসলে উত্তরবঙ্গের মানুষকে অপমান করেছে। তাদের ভাবাবেগ নিয়ে খেলতে চেয়েছে। এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।' তাঁর কথায়, 'এর থেকে তো পাড়ার অনুষ্ঠানেও বাজেট বেশি হয়। তার থেকে বরং এই অনুষ্ঠান রাজ্য সরকার বন্ধ করে দিক। আমি ব্যক্তিগতভাবেও শিল্পীদের কাছে আবেদন করব, এই অপমানের জবাব দিতে তাঁরা যেন অনুষ্ঠান বয়কট করেন।' একইসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন কোচবিহারে তো উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রয়েছেন। তিনি কী করছেন?

বিশিষ্ট ভাওয়াইয়াশিল্পী নজরুল ইসলাম এবং নির্মল দাস দুজনেই রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবের বাজেট কমে যাওয়ায় ব্যথিত। নির্মল বলেন, 'এটা করে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও ভাওয়াইয়া মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন জনজাতির সাধারণ মানুষ যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ভাবাবেগে চরম আঘাত করা হল।'

প্রতিবার এই উৎসব মূলত গ্রাম-গঞ্জের মাটির মানুষদের আঙিনায় অর্থাৎ তুফানগঞ্জের বলরামপুর, গোসানিমারি সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বড় করে মঞ্চ বেঁধে মাইক বাজিয়ে দুই-তিনদিন ধরে করা হত। উত্তরবঙ্গের প্রাণের উৎসবের সঙ্গে গ্রামগঞ্জের মানুষ একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। এবার আগামী ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি সেই উৎসব হবে কোচবিহার শহরের রবীন্দ্র ভবনে। একইভাবে জলপাইগুড়ি জেলাতেও কোনও অডিটোরিয়ামে আগামী ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার কোচবিহারের জেলা শাসকের দপ্তরে ৩৭তম রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটির প্রথম বৈঠক হয়। বৈঠকে কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, জেলা শাসক রাজু মিশ্র, কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, জলপাইগুড়ির প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন, আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কোচবিহারের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করা কেউ অবশ্য ছিলেন না। বৈঠক শেষে কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব এবার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি দুটি ভেনুতে হবে। কোচবিহারে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা এবং জলপাইগুড়িতে জলপাইগুড়ি ছাড়া উত্তর দিনাজপুর ও দার্জিলিং এই তিন জেলা থাকবে। দুটি ভেনু থেকে উঠে আসা ছয়জন করে মোট ১২ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা কোচবিহারে হবে। উৎসবে দুই ভেনুর জন্য মোট বাজেট ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।' গতবার এই বাজেট ৫০ লক্ষ টাকা ছিল বলে তিনি জানান।

বংশীবদন বলেন, 'ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে এই কমিটিতে থাকা আর না থাকা সমান। এই সামান্য অর্থে এই অনুষ্ঠান কীভাবে হবে তা জেলা শাসক ও কমিটির চেয়ারম্যান বুঝবেন। এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তরবঙ্গের প্রতি রাজ্য সরকার যে বরাবর বঞ্চনা করে আসছে এবং এখনও করছে তা এর থেকেই পরিষ্কার। এর জবাব মানুষ নির্বাচনে দেবেন।'

পড়ে রয়েছে বর্জ্য সংগ্রহের ই-রিকশা

জঞ্জাল অপসারণের গাড়িতে ধুলোর স্তর।

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করার জন্য এক বছর আগে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ থেকে দুটি ই-রিকশা দেওয়া হয় ডাবগ্রাম-২ অঞ্চলে। কিন্তু এক বছর ধরে গাড়িগুলি ব্যবহারই করতে পারেনি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। পড়ে থেকে ধুলোর আস্তরণে ঢেকে গিয়েছে গাড়িগুলি। এদিকে জেলা পরিষদের তরফে গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজার এলাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বসানো হয়েছে লোহার ডাস্টবিন। সেখানে আর্বজনা ফেললেও সেগুলি তুলে নিয়ে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি। ডাবগ্রাম-২ পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকারের সাফাই, 'আমাদের কাছে আবর্জনা ফেলার কোনও জায়গা নেই।' তবে, তাঁর দাবি, গাড়িগুলি কাজ করছে।

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থা বেহাল। বর্জ্য সংগ্রহ করার গাড়ি থাকলেও সেগুলি ব্যবহার করছে না গ্রাম পঞ্চায়েত। জেলা পরিষদের তরফে লোহার ডাস্টবিন বসানো হয়েছিল। সেগুলি কোথাও ওলটানো অবস্থায়, কোথাও ভাঙা পড়ে আছে। তার আশপাশে আর্বজনার স্তূপ জমেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী মিঠুন মালাকার বলেন, 'ভিআইপি মোড়ে বছর দেড়েক আগে ডাস্টবিন বসিয়েছিল। তারপর ভেবেছিলাম, আবর্জনা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু উলটে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। পঞ্চায়েত থেকে আর্বজনা নিয়ে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি। পুরো এলাকায় গন্ধের জেরে পাশ দিয়ে যাতায়াত করা পর্যন্ত যাচ্ছে না।' স্থানীয় বাসিন্দা অবিনাশ বর্মন বলেন, 'গাড়ি দুটি দেখেছি। কিন্তু কেন এমন অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে, আমার জানা নেই।'

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সদস্যা মনীষা রায় বলেন, 'বর্জ্য অপসারণ করার জন্য দুটি ই-রিকশা দেওয়া হয়। আমরা বলেছিলাম, জায়গার ব্যবস্থা করে দিলে আমরা একটি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট তৈরি করে দেব। গাড়িগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে না কেন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।' ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বক্তব্য, 'আমাদের বর্জ্য ফেলার জায়গা নেই। সেজন্য অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে, গাড়িগুলি কাজ করছে। যেহেতু রাখার জায়গা নেই তাই কিছুদিন ধরে গাড়ি দুটি এখানে রাখা আছে।'

ফের বুনোর নিশানায় শিশু

নাগরাকাটা ও বানারহাট, ১৭ ডিসেম্বর : ফের সেই কলাবাড়ি চা বাগান। বারান্দা থেকে শিশুর টুঁটি চেপে চিতাবাঘের মুখে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার হাড়হিম করা দৃশ্য। এবারের ঘটনাটি বুধবার সন্ধ্যার। সেখানকার বাঁধ লাইনের প্রতিকা কুজুর নামে ৫ বছরের এক শিশুকে বাড়ির বারান্দা থেকে একটি চিতাবাঘ মুখে তুলে নিয়ে যায়। বরাতজোরে অবশ্য সে প্রাণে বাঁচে। বর্তমানে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সে চিকিৎসাধীন। ওই বাগানটিতে একের পর এক চিতাবাঘের হামলার ঘটনায় এখন চরম বিব্রত বন দপ্তর। এদিন দুটি চিতাবাঘ একসঙ্গে ওই বাড়িটিতে ঢোকে বলে পরিবারের দাবি। ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। বানারহাট সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রতিকাকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কলাবাড়ি বাগানের প্রতি আগে থেকেই সতর্ক নজর রেখে চলা হচ্ছিল। নজরদারি আরও বাড়ানো হচ্ছে।'

স্থানীয় ও বন দপ্তর সূত্রের খবর, এদিন মেয়েকে খাইয়েদাইয়ে তার মা পুনম কুজুর ঘুম পাড়ানোর জন্য বিছানা তৈরি করতে ঘরের ভেতর ঢোকেন। শিশুটি সেসময় বাড়ির বারান্দায় ছিল। বিছানা হয়ে যাওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে চিৎকার শুরু করে দেন মা। পুনম ঘরে যাওয়ার সময়টুকুর ফাঁকে চিতাবাঘ প্রতিকাকে মুখে তুলে নিয়ে লাগোয়া ঝুমুর নদীর দিকে যায় বলে অনুমান। ঘটনাচক্রে সেসময় গাড়া লাইন থেকে বাঁধ লাইনে নিজেদের বাড়িতে ফিরছিলেন মিঠু ওরাওঁ ও অজয় ওরাওঁ সহ আরও কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। একটি শিশুকে চিতাবাঘ মুখে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এমন দৃশ্য দেখে তাঁরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। চিতাবাঘকে লক্ষ করে ঢিল ছোড়া শুরু করলে শিশুটিকে ফেলে রেখে সেটি চম্পট দেয়। তাঁরাই রক্তাক্ত অবস্থায় প্রতিকাকে উদ্ধার করেন। এরপর সেখান থেকে সোজা বাগানের অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে বানারহাট সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। শিশুটির কান, মাথা, বুক সহ শরীরের একাধিক স্থানে চিতাবাঘের কামড়ের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শিশুটির বাবা রমণ ওরাওঁ বলেন, 'মেয়ে বারান্দায় বসে ছিল। এভাবে চললে আমরা বেঁচে থাকব কী করে? দুটি চিতাবাঘ এসেছিল। বাগানে আরও চিতাবাঘ আছে।' কলাবাড়ি চা বাগানের পিন্টু ওরাওঁ নামে এক শ্রমিক বলেন, 'গত এক থেকে দেড় বছর ধরে চিতাবাঘের কারণে এখানকার বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের ঘুম উড়ে গিয়েছে। বন দপ্তর দ্রুত কিছু করুক।' এর আগে গত বছরের ১৮ জুলাই কলাবাড়িরই হুলাশলাইনে আয়ুষ নাগার্চি নামে সাড়ে তিন বছরের একটি শিশুকে চিতাবাঘ বাড়ির উঠোন থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরে তাঁর খুবলানো দেহ উদ্ধার হয়। তার আগেও এখানে একাধিক ব্যক্তি চিতাবাঘের হামলায় জখমও হয়েছেন। চলতি বছর ১৬ সেপ্টেম্বর নাগরাকাটারই খেরকাটা গ্রামে অস্মিত রায় নামে আরও এক নাবালক চিতাবাঘের হামলায় প্রাণ হারায়। ২৭ অগাস্ট কলাবাড়ি বাগান লাগোয়া খুটাবাড়ি গ্রামে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে গিয়েছিল মহম্মদ করিমুল হক নামে আরেক নাবালককে।

অন্ধকারেই থাকে মাখনাশিল্পের 'প্রাণ'

প্রথম পাতার পর

এই ব্যাপারে হরিশ্চন্দ্রপুর (১) বিডিও সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'শ্রমিকদের জন্য কমিউনিটি টয়লেট গড়ে দেওয়ার প্রস্তাব এলে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে অবশ্যই তা করা হবে।' শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বিগ্ন ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ বিএমওএইচ ডাঃ ছোটন মণ্ডলের কথায়, 'ওরা বছরের একটা সময় হরিশ্চন্দ্রপুরে অন্য সময় বিহারে থাকে। দেখা যায় প্রাক-গর্ভকালীন অবস্থায় বিহারে রয়েছে প্রসবটা হয়তো হরিশ্চন্দ্রপুরে হয়েছে। সেক্ষেত্রে মা ও শিশুর জন্য যেগুলো টিকার প্রয়োজন সেগুলো দুই রাজ্যের আসা-যাওয়াতে গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে। আমরা যদিও এ বিষয়ে ওদের সচেতন করছি।'

কার্যত স্তব্ধ এনবিইউ

প্রথম পাতার পর

তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। যদিও স্বপন জানিয়েছেন, এর আগেও এই ধরনের তথ্য শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

সারাবাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি অবশ্য আন্দোলন থেকে সরতে নারাজ। সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রণজিৎ রায়ের কথা, 'ন্যায্য পাওনা না পেলে আমরা আমাদের অবস্থান বদলাব না। পঠনপাঠন, পরীক্ষা বা অর্থ সংক্রান্ত কাজে আমরা কোনও সমস্যা তৈরি করতে চাই না। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সমস্যা তৈরি করে পালিয়ে গিয়েছেন। তিনি আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ঠিকভাবে চালাতে পারছেন না। শিক্ষা দপ্তরের উচিত ওঁর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা।'

নখের চর্চায় ট্রেন্ডি স্টিক

পার্টি হোক বা পুজো, সাজগোজ নিয়ে এখন প্রায় সকলেই বেশ খুঁতখুঁতে। হেয়ারস্টাইল থেকে নেইল এক্সটেনশন সবকিছুই হওয়া চাই পারফেক্ট। তবে এই পারফেক্ট হতে গেলে সময়ও চাই অনেকটা। এই যেমন নেইল এক্সটেনশন করাতে গেলে ঘণ্টাখানেক সময় তো চাই-ই। তবে এই ব্যস্ত জীবনে যখন-তখন এতটা সময় বের করা খুব মুশকিল। সেই সমস্যার সমাধানে শিলিগুড়ির বাজার ছেয়েছে স্টিক অন নেইলসে, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

ঝক্কি নেই

স্টিক অন নেইলস আর কিছুই নয়, সুন্দর করে রং করা বা ডিজাইন করা পাতলা ফিনফিনে প্লাস্টিকের নখ আকৃতির স্টিকার যার নীচে আঠা লাগানো আছে। এটা কিনে যে কোনও নখের ওপর বসিয়ে নিলেই হল। নানা ডিজাইনের এই স্টিক অন নেইলসগুলো নখে ভালোভাবে সেঁটে দিলে মনে হবে আপনি যেন স্যালোঁ থেকেই নেল এক্সটেনশন করিয়েছেন। খুব বেশি যে ঝক্কি রয়েছে তাও নয়। কোথাও যাওয়ার আগে চট করে নখে লাগিয়ে আবার চট করে খুলেও ফেলা যায়। শিলিগুড়িতে এটাই এখন ট্রেন্ডি।

প্রাচীন নখচর্চা

অবশ্য এতটা না হলেও পাঁচ হাজার বছর আগে প্রাচীন মিশরের ফারাওয়ের পরিবারের মেয়েরাও নখে রংয়ের চর্চা করতেন। তাঁদের সেই নেলপালিশ তৈরি হত মৌমাছির মোম, ডিমের সাদা অংশ, জিলেটিন, গাছের আঠা, আর ফুল, ফল ও সবজির রং দিয়ে। শুধু মিশর বা ইজিপ্টে নয়, তখন এই রং ব্যবহার করতেন চিনের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও। তাঁরা আবার এই নেলপালিশে সোনা বা রুপোর গুঁড়ো মিশিয়ে নিতেন।

যুদ্ধের আগে

ইতিহাসের আর একটি তথ্য বলছে, ওই সময় শুধু রাজ ঘরানার মহিলারাই নন, ব্যাবিলনের পুরুষেরাও যুদ্ধে যাওয়ার আগে তাঁদের দু'হাতের নখ কালো রংয়ে রাঙিয়ে নিতেন। এটা অবশ্য সৌন্দর্যচর্চার জন্য নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মগোপনের সুবিধার জন্য।

খরচ কম

ইতিহাসের কথা থাক, হালফিলের এই স্টিক অন নেইলসের কথাই বলি। এই নখগুলি প্রথম থেকেই নানা ডিজাইনে সাজানো থাকে। আবার অনেক নখ ডিজাইন, রং ছাড়াই থাকে। সেগুলোকে নিজের মতো ডিজাইন করে নেওয়া যায়। প্রয়োজনে ফাইল করে বা কেটে মনের মতো আকারও দেওয়া যায়। আসল নখের ওপর আঠা বা জেল দিয়ে কৃত্রিম নখটিকে আসল নখের গোড়া থেকে চেপে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আঠা দিয়ে লাগানো থাকে বলে দীর্ঘক্ষণ নখগুলি থেকে যায় আঙুলে। ফ্যাশনিস্তরা বলছেন, এতে সময় অনেকটা বাঁচানো যায় আবার খরচও অনেকটা কম। বেশ কয়েকবার ব্যবহারও করা যায়।

নানা আকারে

গ্লসি, ম্যাট, গ্লিটারি, থ্রিডি নানা ধরনের স্কোয়ার, ওভাল, আলমন্ড সহ নানা আকারের স্টিক অন নেইলস রয়েছে বাজারে। আর সেসব দেখে আপ্লুত ক্রেতারা। বাজার, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সব জায়গাতেই দেদারে বিক্রি হচ্ছে এই হট ফেভারিট। হাজারখানেক টাকা খরচ না করে ২০০-৩০০ টাকা খরচেই পারফেক্ট লুক আনা যাচ্ছে।

শ্রেষ্ঠার মতে

বিধান মার্কেটে স্টিক অন নেইলস কিনতে কিনতে শ্রেষ্ঠা সান্যাল বলছিলেন, 'কাজের মধ্যে থেকে সবসময় তো আর ঘণ্টাখানেক সময় বের করা যায় না। তারপর স্যালোঁতে ভিড় থাকলে সেই সময়টা আরও বেড়ে যায়। খরচও একটা বিষয়। সবসময় পকেট থেকে ১০০০-১৫০০ টাকা বের করা সম্ভব হয় না। স্টিক অন খুব সহজে ব্যবহার করা যায়। আবার খুলে রেখে পরবর্তীতেও ব্যবহার করা যায়। ২০০ টাকা দিয়ে আমি একটা সেট কিনেছি সেটা দারুণ। বারবার ব্যবহার করা যাবে।'

উত্তেজিত মেয়ে

কোনওদিন নেইল এক্সটেনশন করাননি দেশবন্ধুপাড়ার শুভ্রা রায়। তবে কয়েকদিন বাদে কলেজের বন্ধুদের একটা গেট টুগেদার রয়েছে সেখানে একটু সেজেই যেতে চান। যে কারণে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে ৩টে সেট-এর স্টিক অন নেইলস অর্ডার দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমি এখন খুব এক্সাইটেড। আশা করি সেগুলো আমার হাতে ভালো লাগবে। এটা খুব সহজেই নখে লাগানো যায়, আমি শুনেছি।'

ক্লাসিক লুক

বিধান মার্কেটের প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যবসায়ী জয়দীপ ঘোষ বলছিলেন, 'দেড় বছর ধরে এটা দারুণ ট্রেন্ডি। সবাই খুব পছন্দ করছে। ডিজাইন অনুযায়ী নানা দামের স্টিক অন নেইলস রয়েছে। চটজলদি কম খরচায় ক্লাসিক লুক এনে দেয় বলে সবাইকে আকর্ষিত করছে স্টিক অন নেইলস।'

বাস সরানোর নির্দেশে বিতর্ক

বর্ধমান রোডে পার্কিংয়ের নথি দেখাচ্ছেন চালকরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : এয়ারভিউ মোড় থেকে বর্ধমান রোডের বাঁ পাশ বরাবর পুরনিগমের পার্কিংয়ের জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বিহারের একাধিক বাস সরানোর নির্দেশ দিল ট্রাফিক। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ওই এলাকার পার্কিংয়ের দায়িত্ব পাওয়া ভেন্ডার পুচকা বড়ুয়ার বক্তব্য, 'এই বাসগুলো পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বর্ধমান রোডের এই অংশেই পার্কিং হয়ে আসছে। আমার কাছে পার্কিংয়ের টেন্ডার পাওয়ার কাগজ রয়েছে। সেখানে কোনওভাবেই বলা নেই যে বাস দাঁড়াতে পারবে না।'

তাঁর অভিযোগ, 'চলতি সপ্তাহে ডিসিপি ট্রাফিক এই রাস্তা দিয়ে চলার সময়ে যানজটের কারণে আটকে পড়েছিলেন। তার ফল হিসেবেই এই হুইপ জারি করা হয়েছে।' যদিও বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথাই রেখেই এধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। তিনি বলছেন, 'মেয়রের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্ধমান রোডে এখন ফ্লাইওভারের কাজের কারণে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া পার্কিংয়ের যে অংশে বাসগুলো দাঁড়াচ্ছে, সেখানে একটি বাঁকও রয়েছে। ফলে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকছে।'

> বর্ধমান রোডের ওই অংশ সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। তাই ট্রাফিক প্রশাসন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা সঠিক। তবে যেখানে আলোচনার বিষয় থাকবে, অবশ্যই সেটা হবে।
>
> **রঞ্জন সরকার** *ডেপুটি মেয়র*

এদিকে, বর্ধমান রোডের ওই অংশে পার্কিংয়ের টেন্ডার পাওয়া ভেন্ডার ও ট্রাফিক পুলিশের এই দড়ি টানাটানির মধ্যে ফাঁপরে পড়েছেন পুরনিগমের পার্কিং বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা। তাঁর বক্তব্য, 'ভেন্ডার সমস্যা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমি গোটা বিষয়টি নিয়ে মেয়রের সঙ্গে কথা বলব।' ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'বর্ধমান রোডের ওই অংশ সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। তাই ট্রাফিক প্রশাসন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা সঠিক। তবে যেখানে আলোচনার বিষয় থাকবে, অবশ্যই সেটা হবে।'

> প্রথমে পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ড বলে, ওই জায়গায় কোনও গাড়ি, বাস দাঁড়াবে না। টেন্ডারের কাগজ দেখালে, হুইপ জারি করে বলা হয় কোনও বাস দাঁড় করানো যাবে না।
>
> **পুচকা বড়ুয়া** *ভেন্ডার*

বর্ধমান রোডের ওই অংশের পার্কিংয়ের জায়গার কিছুটা অংশে দীর্ঘদিন ধরেই বিহারের বাস দাঁড়িয়ে থাকে বলে অভিযোগ। ওই এলাকায় বিহারের বাসের একাধিক কাউন্টারও রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, যাবতীয় ঘটনার সূত্রপাত সোমবার থেকে। পুচকার কথায়, 'প্রথমে পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের ওসি মহেশ সিং বলে যান পার্কিংয়ের ওই জায়গায় কোনও গাড়ি, বাস দাঁড়াবে না। এরপর আমি টেন্ডার পাওয়ার কাগজ নিয়ে গিয়ে দেখালে, হুইপ জারি করে বলা হয় কোনও বাস দাঁড় করানো যাবে না। এদিন বাস দাঁড়ালে সেগুলো সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশের তরফে অকথ্য কথাবার্তা বলা হয়।'

তাঁর আরও যুক্তি, 'বর্ধমান রোডে যানজটের পেছনে দায়ী বর্ধমান রোডে থাকা জলপাইগুড়ি বাসস্ট্যান্ড। একের পর এক সরকারি বাস এসে সেটা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা সেটা কিন্তু মেনে নিয়েছি।' ডিসিপি (ট্রাফিক)-এর বক্তব্য, 'আমরা ওই সমস্যারও সমাধান করব।'

অসুস্থ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে মেডিকেলে

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : এনজেপি ট্রাফিক গার্ডের তৎপরতায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির জীবন রক্ষা পেল। কাশ্মীর কলোনি এলাকায় মঙ্গলবার থেকে রাস্তার ধারে এক ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল থাকায় ট্রাফিককর্মীরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুল্যান্সে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠান। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। এনজেপি ট্রাফিক গার্ডের সেকেন্ড অফিসার এসআই সুরেন্দ্র সিং নেগি বলেন, 'তিনি কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না, তাই দেরি না করে তাঁকে চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।' এলাকার মানুষ ট্রফিক পুলিশের এই মানবিক পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দত্ত বলেন, 'শুধু যানবাহন নিয়ন্ত্রণ নয়, বিপদে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোও যে পুলিশের দায়িত্ব- এই ঘটনাই তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এই মানবিক কাজের জন্য এলাকার মানুষ পুলিশকে আপন বলে ভাবতে শিখবেন।

শিলিগুড়িতে নয়া শোরুম কিসনার

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : বিয়ের মরশুমে বিপুল গয়নার সম্ভার নিয়ে বুধবার শিলিগুড়িতে কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারির তৃতীয় শোরুমের উদ্বোধন হয়। বর্ধমান রোডের দ্বারকা আরএন আগরওয়াল সিগনেচার কমপ্লেক্সে নতুন এই শোরুমের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন হরি কৃষ্ণ গ্রুপের কর্ণধার ঘনশ্যাম ঢোলাকিয়া। নতুন শোরুমের যাত্রা শুরু উপলক্ষ্যে সোনা ও হিরের গয়নার মজুরির ওপর আকর্ষণীয় ছাড় রয়েছে। এছাড়াও ক্রেতারা কেনাকাটার উপর আরও বেশ কিছু সুবিধে পাবেন। শিলিগুড়ির পাশাপাশি ভবিষ্যতে রাজ্যের আরও বেশ কিছু জেলায় কিসনা শোরুম খোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের তরফে এদিন জানানো হয়েছে।

বড়দিনের আলোয় সেজেছে রাতের শিলিগুড়ি। বুধবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

চোরাইচক্রের পান্ডা বারুদ পুলিশের জালে

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : দোকান, মন্দির বা গেরস্থ বাড়িতে চুরির কাজে মাদকাসক্ত ও কাগজ কুড়ানিদের ব্যবহার করা হত। এজন্য রীতিমতো টিম বানিয়ে এলাকায় রেইকি করা হত। মঙ্গলবার রাতে মহম্মদ জামিল ওরফে বারুদ নামে বছর কুড়ির এক তরুণকে গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদ করতেই এই তথ্য জানতে পারে পুলিশ।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, মাদক জাতীয় তরল পদার্থের টিউব দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ওই কুড়ানিদের দলে টানত বারুদ। এরপর সারাদিন ধরে রেইকি করে দোকান বা মন্দির চিহ্নিত করা হত। রাত বাড়তেই তরল পদার্থের টিউব দেওয়ার বিনিময়ে ওই দোকান কিংবা মন্দিরের তালা ভেঙে চুরির কাজে তাদের ব্যবহার করা হত। এভাবেই দিনের পর দিন চলছিল। যদিও সোমবার ভোরে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের একটি শিবমন্দিরে চুরির ঘটনা যাবতীয় রহস্য ফাঁস করে দেয়। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে কুড়ানির সঙ্গে বারুদ নামে ওই তরুণের ছবি দেখেই তদন্তকারীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যাবতীয় ঘটনা।

মঙ্গলবার রাতে ওই তরুণকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে এই কুড়ানির টিমের কথা। পুলিশ সূত্রে খবর, বারুদ একাধিকবার চুরির অভিযোগে ধরা পড়েছে। তবে এবারে যাতে আর পাকড়াও হতে না হয়, সেজন্যই পরিচিত কুড়ানি সঙ্গীদের কাজে লাগানো শুরু করেছিল। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ওই তরুণ কাদের দিয়ে এই চুরির কাজগুলো করাত, তা জানতে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

জামিল কয়লা ডিপোর রেললাইন এলাকায় থাকে। সেখানে কুড়ানির সংখ্যা বেশি থাকায় সহজেই তাদের নিয়ে টিম করে ফেলেছিল জামিল। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল, যদিও রবিবার রাতে অপারেশন করার পর কুড়ানির সঙ্গে ফেরার সময় বাজারের একটি সিসিটিভি ক্যামেরা 'মিস' করে ফেলেছিল জামিল। সেটাই যাবতীয় রহস্য উন্মোচনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পুলিশের হেপাজতে মহম্মদ জামিল ওরফে বারুদ।

বিহার থেকে সোনার চোরাই অলংকার উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : চম্পাসারিতে একটি ফাঁকা বাড়িতে অলংকার চুরির ঘটনায় বুধবার দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে চুরি যাওয়া অলংকার উদ্ধার করেছে পুলিশ। চম্পাসারিতে এই চুরির অভিযোগটি প্রধাননগর থানায় জমা পড়ে চলতি মাসের ১৩ তারিখ। চম্পাসারির ওই বাড়ি মালিকের পরিবার পারিবারিক সমস্যার কারণে বিহারে গিয়েছিলেন। চলতি মাসের দশ তারিখ বাড়ি ফিরে এসে দেখেন বাড়ির দরজা ভাঙা। ভেতরের সবকিছু লন্ডভন্ড। এরপরই ১৩ তারিখ অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত সুরজকুমার সিংকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পুলিশ জানতে পারে, তিনি বিহারে এক ব্যবসায়ী অশোক শা-কে সেগুলো বিক্রি করেছেন। পুলিশের একটি টিম বিহারে গিয়ে অশোককে গ্রেপ্তার করে। এরপর ট্রানজিট রিমান্ডে মঙ্গলবার রাতে তাঁকে নিয়ে আসে। ধৃতের কাজ থেকে সুরজের দেওয়া সমস্ত অলংকারও উদ্ধার হয়।

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের কথায়, 'একটি সোনার নেকলেস নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অভিযুক্তরা জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে আর কোনও অলংকার নেই। যদিও অভিযোগকারী জানিয়েছেন, আরও একটি নেকলেস উধাও রয়েছে। দুই পক্ষকেই মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করানো হবে।'

মহিলাকে ধোঁকা, গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক মহিলার সঙ্গে একাধিকবার সহবাসের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত ফুলবাড়ির কামরাঙ্গাগুড়ির বাসিন্দা জাফারুল মহম্মদ। বিষয়টি নিয়ে মহিলার পরিবারের তরফে মঙ্গলবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক অভিযুক্তের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশকর্মীদের সভা

ইসলামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : ইসলামপুর পুলিশ জেলায় বুধবার অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির সাধারণ সভা। এদিন ইসলামপুর তিস্তাপল্লি মাঠে ওই সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির কনভেনার বিজিতাশ্ব রাউত, ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জবি থমাস প্রমুখ। সভায় পুলিশকর্মীদের সমস্যাগুলির পাশাপাশি ইসলামপুর পুলিশ জেলার পরিকাঠামোকে আরও কী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

১০ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : দশ কেজি গাঁজা সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম সাকিম আলম মোল্লা। তাঁর বাড়ি মেঘালয়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণ কোচবিহার থেকে গাঁজা নিয়ে পরিবহণনগরে হাতবদল করতে এসেছিলেন। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযুক্তকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে সাতদিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।' উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্বের মাদক কারবারিরা এই রুট পাচারের কাজে ব্যবহার করছে।

দুর্ঘটনায় উত্তাপ

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : বুধবার দুপুরে পুরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ঋষি অরবিন্দ রোডে বাইক-টোটো সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বাইক আরোহীর মারে জ্ঞান হারালেন টোটোচালক। জ্ঞান হারিয়ে টোটোচালক রাস্তায় লুটিয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার সাধারণ মানুষ। বাইক আরোহী দুজনের একজনকে ধরে বেধড়ক মারধর করেন স্থানীয়রা। ঘটনার সূত্রপাত হয় দুপুর দুটো থেকে। প্রত্যক্ষদর্শী বিমল দাস বলছিলেন, 'রাস্তাটি এমনিতেই যানজটপূর্ণ থাকে। এরমধ্যেই টোটো নিয়ে এগিয়ে চলছিলেন এক তরুণ। এরমধ্যেই একটি বাইক দ্রুতগতিতে এসে ওই টোটোতে ধাক্কা মারে।' স্থানীয়দের অভিযোগ, বাইকে করে টোটোতে ধাক্কা মারার পরেই বাইকে থাকা দুজন টোটোচালকের ওপর চড়াও হয়ে যায়। টোটোচালক মাটিতে পড়ে যেতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ। দুই তরুণকে ধরার চেষ্টা করলে একজন পালিয়ে যায়। এরপরই পাকড়াও হওয়া অপর তরুণকে গণধোলাই দেওয়া হয়। এনিয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাইকচালককে মারধর করছে স্থানীয়রা। বুধবার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে।

‘অনুপ্রবেশ নিয়ে ক্ষমা চাক বিজেপি’

সাংসদদের শৃঙ্খলার পাঠ অভিষেকের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : আগামী বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে দলীয় সাংসদদের আচরণ, শিষ্টাচার ও সংসদীয় শৃঙ্খলা নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে বুধবার সংসদ ভবনের দলীয় কার্যালয়ে প্রায় আধঘণ্টা ধরে তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সেখানেই স্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় সাংসদদের ‘সহবত’ ও শৃঙ্খলার পাঠ দেন অভিষেক।

এদিকে রাজ্যে এসআইআরের পর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা বা অনুপ্রবেশের বিষয়টি কার্যত ধুয়েমুছে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাংলাকে অপমান করা বিজেপি নেতাদের প্রকাশ্যে কান ধরে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে নিশানা করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাংলাদেশ থেকে সোনালি বিবিকে দেশে ফেরানোর ঘটনাতেও কেন্দ্রকে বিঁধেছেন অভিষেক। তিনি জানিয়েছেন, ‘১৯ তারিখ সোনালি বিবির পরিবারের সঙ্গে দেখা করব। এই সমস্ত পরিবারের পাশে আছি। তৃণমূল পাশে আছে।’

বিধানসভা ভোটের লগ্নে কয়েকদিন ধরেই একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলের বর্ষীয়ান মহিলা সাংসদদের সঙ্গে নতুন মহিলা সাংসদদের মতবিরোধ চলছিল। শীতকালীন অধিবেশনে লোকসভার দৈনন্দিন কাজকর্মের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন দলের মুখ্য সচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও উপদলনেত্রী শতাব্দী রায়। সূত্রের দাবি, এই দুই নেত্রীর সঙ্গেই দলের নতুন সাংসদ সায়নী ঘোষ ও হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরত্ব ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। বৈঠকে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘সংসদ সদস্যরা এখানে ‘পার্টি আর ড্যানস’ করতে আসেননি। অধিবেশন চলাকালীন সকলকে সকালে সংসদে উপস্থিত থাকতে হবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা বৈঠকে যাওয়া যাবে না। যদি যেতেই হয়, তা হলে লোকসভা বা রাজ্যসভার দলনেতাদের সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে।’ জানা গিয়েছে, অভিষেক বলেন, ‘অনেকেই মনে করছেন দিল্লির জল খেলেই নিজেদের গুরুত্ব বদলে যায়। কিন্তু সকলকে মনে রাখতে হবে, তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জিতে এসেই তাঁরা সংসদে

সংসদের বাইরে দোলা সেন, জুন মালিয়ার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌঁছেছেন। সারাদিন সংসদের কাজই তাঁদের প্রধান দায়িত্ব।’

সূত্রের দাবি, অভিষেক আরও স্পষ্ট করে দেন, দলের কোনও সাংসদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ থাকলে সেখানে যাওয়া যাবে, কিন্তু অন্য কোনও দল বা ‘ইন্ডিয়া’ জোটের কোনও দলের অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমতি প্রয়োজন।

> এক কোটি রোহিঙ্গার নাম নাকি বাদ যাবে। কোথায়? কতজন বাংলাদেশি ধরা পড়ল। দেড়, দুই শতাংশ নাম তো সব রিভিশনেই বাদ যায়। এটা তো স্পেশাল রিভিশন। সেই অনুপাতেই নাম বাদ পড়েছে। এক কোটি নাম বাদ যেতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছিল। কিছু বলার থাকলে সরকারিভাবে বলুক।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এসআইআর নিয়ে তিনি বলেন, ‘অনুপ্রবেশ নিয়ে বিজেপির যে সমস্ত নেতা বাংলাকে অসম্মান করছেন তাঁদের উচিত ক্যামেরার সামনে এসে কান ধরে ক্ষমা চাওয়া।’ বিএলওদের মৃত্যুর জন্য কমিশনকেই দায়ী করেছেন অভিষেক। কমিশনের তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, ‘এক কোটি রোহিঙ্গার নাম নাকি বাদ যাবে। কোথায়? কতজন বাংলাদেশি ধরা পড়ল। দেড়, দুই শতাংশ নাম তো সব রিভিশনেই বাদ যায়। এটা তো স্পেশাল রিভিশন। সেই অনুপাতেই নাম বাদ পড়েছে। এক কোটি নাম বাদ যেতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছিল। কিছু বলার থাকলে সরকারিভাবে বলুক।’

এদিকে, এদিন সকালে তৃণমূলের ১০ সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী সিআর পাটিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জল জীবন মিশনের অধীনে ২,৫২৫ কোটি টাকা বকেয়ার দাবিতে। প্রায় ৪৫ মিনিটের বৈঠক হলেও বকেয়া মেটানো নিয়ে কেন্দ্রের তরফে কোনও আশ্বাস মেলেনি বলে জানিয়েছে তৃণমূল।

জানা গিয়েছে, কিছু সাংসদের বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘কেউ অন্য দলে যেতে চাইলে যেতে পারেন, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে থাকলে সংসদীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মানতেই হবে।’

সেভেন সিস্টার্স নিয়ে হুঁশিয়ারি, রাষ্ট্রদূতকে তলব দিল্লির

বাংলাদেশে বন্ধ ভিসাকেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশের উত্তর-পূর্ব ভারতের ‘সেভেন সিস্টার্স’ নিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্যের জেরে দু-দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নজিরবিহীন টানাপোড়েনের মুখে পড়ল। বুধবার দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। একই সঙ্গে ‘নিরাপত্তা পরিস্থিতির’ কারণে ঢাকার ভারতীয় ভিসাকেন্দ্র অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছে সাউথ ব্লক। এই কূটনৈতিক সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাংলাদেশের নতুন দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লার সাম্প্রতিক মন্তব্য।

বাংলাদেশের বিজয় দিবসে এক সমাবেশে তিনি হুমকি দিয়েছেন, ‘ভারত যদি বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে, তাহলে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার পথে হাঁটবে ঢাকা।’ এমনকি শিলিগুড়ি করিডর তথা ‘চিকেন’স নেক’-কে অস্থির করতে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকে আশ্রয় দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

ভারতের বিদেশমন্ত্রক হাসনাত আবদুল্লার এই মন্তব্যকে ‘অত্যন্ত উসকানিমূলক’এবং ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ বলে অভিহিত করেছে। হাইকমিশনারকে তলব করে নয়াদিল্লি স্পষ্ট জানিয়েছে যে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সেদেশের চরমপন্থী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ঢাকার ভারতীয় মিশনের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এদিকে সেভেন সিস্টার্স নিয়ে হুমকির কড়া জবাব দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। মঙ্গলবার তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশি নেতাদের মানসিকতা অত্যন্ত নিচু মানের। তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। ভারতের এক ইঞ্চি জমিও কেউ নিতে পারবে না।’ তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘ভারতের যেমন চিকেন’স নেক রয়েছে, বাংলাদেশেরও তেমনি উত্তরবঙ্গ এবং চট্টগ্রাম করিডর নামে দুটি অত্যন্ত সংবেদনশীল সরু পথ আছে যেগুলি ভারতের চেয়েও বেশি ভৌগোলিক ঝুঁকিতে রয়েছে।’

বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে এক ধরনের বৈরী মনোভাব এবং কট্টরপন্থী মতাদর্শের উত্থান লক্ষ করা যাচ্ছে। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মতে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে পাকিস্তান-ঘেঁষা বিদেশনীতি গ্রহণের চেষ্টা করছে বাংলাদেশের নতুন শাসকরা। উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে অসমের কাছাড় জেলা সংলগ্ন বাংলাদেশ সীমান্তে ইতিমধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এবং অনুপ্রবেশ ঠেকাতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করার চেষ্টা করছে কিছু রাজনৈতিক দল। তবে ভিসাকেন্দ্র বন্ধ করা এবং হাইকমিশনারকে তলব করার মতো পদক্ষেপ এটাই প্রমাণ করে যে, নয়াদিল্লি এখন আর ‘ধীরে চলো’ নীতিতে নেই। প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের আঁচ ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর পড়লে যে তার ফল যে ভালো হবে না, সেই বার্তা স্পষ্ট।

একনজরে

- নিরাপত্তার কারণে বন্ধ ঢাকার ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার
- বুধবার দুপুর ২টো থেকে সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হয়েছে
- যেসব ভিসা আবেদনকারী এদিন স্লট বুক করেছিলেন তাঁদের নতুন তারিখ জানানো হবে
- কবে থেকে ফের ভিসা দেওয়া শুরু হবে তা নিয়ে নীরব ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস

মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাইকমিশন

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর : বুধবার ঢাকায় ‘মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাইকমিশন’-এর ডাক দিয়েছিল জুলাই ঐক্য নামে একটি মৌলবাদী সংগঠন। কয়েকশো বিক্ষোভকারী মিছিল করে ভারতীয় দূতাবাসের দিকে রওনা দেয়। বিক্ষোভকারীদের মুখে ছিল বিভিন্ন ভারতবিরোধী স্লোগান। উত্তর বাড্ডায় ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলের পথ আটকায় পুলিশ। দু-পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এরপর ব্যারিকেডের সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। মিছিলের জেরে এদিন ঢাকার বিস্তীর্ণ অংশে যানজট দেখা যায়।

---

১০ বছরে সীমান্তে গ্রেপ্তার ২০ হাজার

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : ভারতে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সীমান্তই এখন সবথেকে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই পরিসংখ্যান তুলে ধরে একথা জানিয়েছেন। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-এর প্রথম ১১ মাসে (জানুয়ারি থেকে নভেম্বর) ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলিতে মোট ৩,১২০ জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে সিংহভাগ আটক হয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তে।

তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এবং শর্মিলা সরকারের প্রশ্নের লিখিত জবাবে মন্ত্রী জানান, চলতি বছর শুধু বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে ১,১০৪ বার এবং গ্রেপ্তার হয়েছেন ২,৫৫৬ জন।

অনুপ্রবেশে শীর্ষে বাংলাদেশ : কেন্দ্র

সেই তুলনায় পাকিস্তান সীমান্তে অনুপ্রবেশের ঘটনা অনেক কম। এই বছর নভেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সীমান্তে গ্রেপ্তার হয়েছেন মাত্র ৪৯ জন। এছাড়া মায়ানমার সীমান্তে ৪৩৭ জন এবং নেপাল-ভুটান সীমান্তে ৭৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী। তবে ২০১৪ থেকে এখনও পর্যন্ত ভারত-চিন সীমান্তে কোনও অনুপ্রবেশের ঘটনা নথিভুক্ত হয়নি।

গত এক দশকের খতিয়ান দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন সীমান্ত থেকে মোট ২০,৮০৬ জন অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার হয়েছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আটক করা হয়েছে ১৮,৮৫১ জনকে। অনুপ্রবেশ রোধে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজও দ্রুত গতিতে চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সীমান্তের ৭৯ শতাংশ এবং পাকিস্তান সীমান্তের ৯৩.২ শতাংশ এলাকা কাঁটাতারে ঢাকা পড়েছে। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল এই অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে যখন জাতীয় রাজনীতি উত্তাল, তখন সংসদের দেওয়া কেন্দ্রের তথ্য দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ নজরদারির গুরুত্বকে আরও জোরালোভাবে সামনে আনল।

দূষণ রোধে প্রশাসনিক ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : দিল্লির বায়ুদূষণের অবনতি তো নয়, যেন জাতীয় সংকট হয়ে গিয়েছে। বাতাসের মান সূচক (একিউআই) ‘বিপজ্জনক’ স্তরে থাকায় জনজীবন ও জনস্বাস্থ্য পড়ে গিয়েছে চরম ঝুঁকিতে। দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে ‘সম্পূর্ণ ব্যর্থ’ এবং ‘অ্যাড হক’ বা সাময়িক বলে আদালত তীব্র সমালোচনা করেছে।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির ৯টি গুরুত্বপূর্ণ টোল প্লাজা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে ভারী যানবাহনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে নিঃসরণ কমানো যায়। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘সরকার যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে অক্ষম।’ পরিস্থিতি সামাল দিতে দিল্লি সরকার ইতিমধ্যে ৫০ শতাংশ সরকারি ও বেসরকারি কর্মীর জন্য ‘বাড়ি থেকে কাজ’ বাধ্যতামূলক করেছে। পাশাপাশি দূষণে কাজ হারানো নিবন্ধিত নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণাও করা হয়েছে।

দূষণ সংকটের মুহূর্তে ভারতের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পড়শি চিন। নয়াদিল্লির চিনা দূতাবাসের মুখপাত্র ইউ জিং জানিয়েছেন, দ্রুত নগরায়ণের ফলে চিনকেও অতীতে একইরকম ধোঁয়াশা ও দূষণের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। গত একদশকে বেজিং যেভাবে তাদের বায়ুর গুণমান পুনরুদ্ধার করেছে, সেই অভিজ্ঞতা ও কারিগরি কৌশল তারা ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আগ্রহী। দূতাবাস থেকে জানানো হয়েছে, তারা শীঘ্রই এই বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শমূলক বার্তা ধাপে ধাপে ধারাবাহিকভাবে ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নেবে।

ধুম মাচালে... মিউনিখে বিএমডব্লিউ কারখানায় রাহুল গান্ধি।

বিএমডব্লিউ দর্শন

বার্লিন, ১৭ ডিসেম্বর : জার্মানি সফরে গিয়ে বুধবার মিউনিখে গাড়ি নির্মাতা সংস্থা বিএমডব্লিউ-এর সদর দপ্তর এবং কারখানা পরিদর্শন করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিএমডব্লিউ কারখানা ঘুরে দেখার সময় রাহুলকে বেশ কয়েকটি গাড়ি ও মোটরসাইকেল খুঁটিয়ে দেখতে দেখা যায়। বিশেষ করে বিএমডব্লিউ এবং ভারতের টিভিএস কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে তৈরি ৪৫০ সিসির একটি মোটরসাইকেল দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানানো হয়েছে, বিদেশের মাটিতে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই প্রদর্শন সত্যিই গর্বের মুহূর্ত।

রাহুল মিউনিখের কারখানা থেকে একটি ভিডিওবার্তায় বলেন, ‘ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা কমছে। দেশের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে আমাদের আরও বেশি উৎপাদনের দিকে নজর দিতে হবে। আমাদের এমন একটি উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন যা উচ্চমানের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘যে কোনও দেশের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল উৎপাদন। ভারতকে অবশ্যই নতুন করে উৎপাদন শুরু করতে হবে।’

মিউনিখ সফরের পর রাহুল বার্লিনে ‘ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেস’ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : বুধবার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ হল সংসদে। রাজ্যসভায় পাশ হল ‘সবকা বিমা সবকি রক্ষা (বিমা আইন সংশোধন) আইন, ২০২৫’। একদিন আগেই এই বিল লোকসভায় পাশ হয়েছিল। এই বিল নিয়ে আলোচনায় বিরোধীরা বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সীমা ১০০ শতাংশে বাড়ানোর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। তাদের দাবি, এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিলটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানো উচিত ছিল।

তবে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই সংশোধনের লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিমা সুরক্ষা নিশ্চিত করা। উল্লেখ্য, বিমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ এফডিআই বৃদ্ধির বিল নিয়ে লোকসভায় আলোচনার জবাবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, বেশি বিদেশি বিনিয়োগ এলে প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং বিমা আরও সাশ্রয়ী হবে। তাঁর কথায়, একচেটিয়া বাজারে গ্রাহকের লাভ হয় না, প্রতিযোগিতাই ভালো পরিষেবা ও কম প্রিমিয়ামের পথ খুলে দেয়। একই সঙ্গে তিনি জানান, ২০১৪ সাল থেকে সরকারি বিমা সংস্থাগুলির আর্থিক স্বাস্থ্য মজবুত করতেও সরকার একাধিক পদক্ষেপ করেছে। এদিন রাজ্যসভায় পাশ হয় ৭১টি অচল ও অপ্রাসঙ্গিক আইন বাতিল বা সংশোধনের বিল। এর মধ্যে রয়েছে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন সহ একাধিক পুরোনো আইন। এই বিলটি লোকসভায় একদিন আগেই পাশ হয়েছিল। অন্যদিকে লোকসভায় পাশ হয় পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত শান্তি বিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, এই বিলের মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পরমাণু শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা মিলবে।

সু কি সুস্থ, জানালো জুন্টা

ইয়াঙ্গন, ১৭ ডিসেম্বর : মায়ানমারের জেলে কারাবন্দি মা আং সান সু কি বেঁচে আছেন কি না, তা নিয়ে সম্প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ছেলে কিম হ্যারিস। টোকিওয় এক সাক্ষাৎকারে কিম বলেন, ‘অশীতিপর মা বোধহয় বেঁচে নেই।’ তাঁর মন্তব্য নিয়ে শোরগোল হয়। মঙ্গলবার জুন্টা সরকার বিবৃতি দিয়ে জানাল, ‘সু কি ভালো আছেন।’ ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। সেনা সরকার বিবৃতির পক্ষে কোনও ছবি কিংবা প্রমাণ দেয়নি। কিমের পালটা চ্যালেঞ্জ, সেনা সরকার মিথ্যে বলছে। সু কি সুস্থ থাকলে পরিবার ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হোক।

আমেরিকায় বাধা ৫ দেশকে

ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকায় ভ্রমণ তথা প্রবেশ নিষেধাজ্ঞার পরিধি আরও বাড়ালেন। মঙ্গলবার আরও পাঁচটি দেশকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করল ট্রাম্প প্রশাসন। এই নিষেধাজ্ঞায় রয়েছেন প্যালেস্তিনীয়রাও। পাঁচটি দেশ হল বুরকিনা ফাসো, মালি, নাইজার, দক্ষিণ সুদান ও সিরিয়া। ২০২৬-র জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।

হাই অ্যালার্ট দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডি সমুদ্র সৈকতে ইহুদিদের হানুকা উৎসব শুরুর দিনেই গুলির শিকার হন ১৫জন। নয়াদিল্লিতেও ইহুদিরা আছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বদ্ধপরিকর দিল্লি পুলিশ। রাজধানীতে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে পুলিশ প্রশাসন। রেস্তোরাঁ সংলগ্ন অঞ্চলের সঙ্গে ট্যুরিস্ট স্পট, হোটেল, অতিথি নিবাসগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

উৎসব চলাকালীন হামলার সম্ভাবনা থাকায় দক্ষিণ দিল্লির বসন্ত বিহারের চাবার্ড রেস্তোরাঁ সংলঘ অঞ্চল, সাইনাগজগুলি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। ইজরায়েলি দূতাবাসের আশপাশে সিসিটিভি ও ব্যারিকেড দিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

আরজি কর মামলা ফিরল হাইকোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার শুনানি এবং তার পরবর্তী তদারকির ভার এবার কলকাতা হাইকোর্টের হাতে ফিরিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, এই মামলার পরিস্থিতির ওপর নজরদারি চালানোর জন্য স্থানীয় স্তরে কলকাতা হাইকোর্টই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা।

২০২৪ সালের অগাস্টে তরুণী ডাক্তারের ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর দেশজুড়ে তীব্র বিক্ষোভ আন্দোলনের আবহে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলাটি গ্রহণ করেছিল। প্রায় এক বছর পর শীর্ষ আদালত জানাল, সিবিআই তদন্তের অগ্রগতি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক নির্দেশের রূপায়ণ এখন থেকে হাইকোর্টই তদারকি করবে। আদালত কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে একটি বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ গঠনের অনুরোধ জানিয়েছে। পাশাপাশি সিবিআই-এর সাম্প্রতিক স্টেটাস রিপোর্ট নির্যাতিতার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে মামলাটি দিল্লি হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করার আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে সুপ্রিম কোর্ট সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে।

শিক্ষায় মাতৃভাষাকেই অগ্রাধিকার ইউনেসকোর

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান। শিশুর শারীরিক পুষ্টির জন্য যেমন মায়ের দুধ অপরিহার্য, তেমনই তার মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য মাতৃভাষার কোনও বিকল্প নেই। আমাদের দেশে মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দাবি বহুদিনের। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু একবার ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, ‘যাঁরা বলেন যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয়তো বিজ্ঞান জানেন না।’ বাংলা তথা আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে আচার্য বিজ্ঞানীর তেজস্বী কণ্ঠস্বরই যেন এবার একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে প্রতিধ্বনিত হল ইউনেস্কোর গলায়।

রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো তাদের সাম্প্রতিক ‘ইন্ডিয়া এডুকেশন রিপোর্ট’-এ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে। ১৬৫ পৃষ্ঠার রিপোর্টে বহুভাষিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য ১০টি নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

সংস্থার স্পষ্ট অভিমত, ভারতের সমস্ত স্কুলব্যবস্থায় শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। ইউনেসকোর দাবি, একটি শিশু যখন নিজের চেনা পরিমণ্ডলে নিজের মাতৃভাষায় পাঠ গ্রহণ করে, তখন তার বোঝার ক্ষমতা, মৌলিক চিন্তাশক্তি এবং সৃজনশীলতা দ্রুত বিকশিত হয়।

প্রতিবেদনে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, ইংরেজি বা অন্য কোনও অপরিচিত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে অনেক সময়েই শিক্ষার্থীরা পাঠ্যক্রমের খেই হারিয়ে ফেলে। এর ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের হীনম্মন্যতা তৈরি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে স্কুলছুটের হার বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও গণিতের মতো জটিল বিষয়গুলি যদি সহজ মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়, তবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সেই বিষয়ের প্রতি ভীতি দূর হয় এবং কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। ভারতের মতো বহুজাতিক, বহুভাষিক ও বৈচিত্র্যময় দেশে মাতৃভাষা কেবল একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি তার হাজার বছরের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ইউনেসকো মনে করে, আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করলে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের শিশুদের শিক্ষার মূল স্রোতে রাখা অনেক সহজ হবে।

ইউনেসকো মনে করিয়ে দিয়েছে, মাতৃভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার অন্যতম চাবিকাঠি। ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে ইতিমধ্যে মাতৃভাষায় গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইউনেসকোর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন সেই উদ্যোগকে আরও আন্তর্জাতিক মান্যতা দিল। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে বিদেশি ভাষা শেখার প্রয়োজন থাকলেও মেধার ভিত তৈরি হওয়া উচিত মাতৃভাষাতেই। আন্তর্জাতিক সংস্থার এহেন আহ্বান মেনে ভারত তার আগামীর শিক্ষা মানচিত্র কীভাবে সাজায়, এখন সেটাই দেখার।

১০ সুপারিশ

- মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষানীতি
- রাজ্যস্তরে স্পষ্ট ভাষা-শিক্ষানীতি
- বহুভাষিক দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ
- শিক্ষক শিক্ষায় বহুভাষিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত
- বিদ্যালয়ে সম্প্রদায় ও আদিবাসী জ্ঞানের অংশগ্রহণ
- মানসম্মত বহুভাষিক পাঠ্য ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা
- লিঙ্গ-সংবেদনশীল বহুভাষিক শিক্ষা কাঠামো
- ডিজিটাল পরিকাঠামো ব্যবহার করে বহুভাষিক শিক্ষা
- ভাষাভিত্তিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ ও ডিজিটাল বিভাজন কমানো
- মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার জন্য জাতীয় মিশন গঠন

গাজায় পাক সেনা পাঠাতে মরিয়া ট্রাম্প

ইসলামাবাদ ও ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষমতাধর সেনাপ্রধান তিনি। সেই ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনিরই এবার বড় ধরনের ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি ওয়াশিংটনে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। এই বৈঠকের মূল আলোচ্য হল গাজায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক বাহিনীতে পাকিস্তানি সেনা মোতায়েন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গাজার পুনর্গঠনের জন্য মুসলিম দেশগুলির সমন্বয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গঠনের ২০ দফা পরিকল্পনা পেশ করেছেন। দু-বছরের বেশি সময় ধরে চলা ইজরায়েলি অভিযানের পর গাজার নিরাপত্তা এবং হামাসের নিরস্ত্রীকরণ করাই হবে এই বাহিনীর লক্ষ্য। ট্রাম্প মনে করেন, পাকিস্তানের যুদ্ধে অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী এই মিশনের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

বিশ্লেষকদের মতে, আসিম মুনির ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে এক নজিরবিহীন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। গত জুনে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে মুনিরের মধ্যাহ্নভোজ ছিল পাকিস্তানের কোনও সেনাপ্রধানের পক্ষে এক বিরল সম্মান। পাকিস্তান ইদানীং চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং তারা মার্কিন বিনিয়োগ ও স্থগিত হওয়া নিরাপত্তা সহায়তা পুনরায় চালু করতে মরিয়া। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া মুনিরের জন্য কূটনৈতিকভাবে কঠিন হতে পারে। তবে দেশের মাটিতে এই সিদ্ধান্ত বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মাইকেল কুগেলম্যান জানান, পাকিস্তান যদি এই মিশনে যোগ দেয়, তবে তা কট্টরপন্থী ইসলামি দলগুলিকে ক্ষুব্ধ করবে। গাজায় মার্কিন-সমর্থিত বাহিনীতে সেনা পাঠানোকে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ যে ভালোভাবে নেবেন না, তা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশাক দার জানিয়েছেন, শান্তিরক্ষার কাজে সেনা পাঠানো নিয়ে আলোচনা হতে পারে, কিন্তু হামাসকে নিরস্ত্রীকরণ করা পাকিস্তানের কাজ নয়। মুনিরের অপ্রতিহত ক্ষমতার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ঘরে-বাইরে সাঁড়াশি চাপে আসিম মুনির

যুবভারতীর সংস্কারে লাগবে ২ মাস

আইএসএল হলে ইস্ট-মোহনের মাঠ নিয়ে চিন্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে এই মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ হওয়ার আশা আর কেউই রাখছেন না। তবু একটি মহল বলছে, হয়তো একটা ছোট করে লিগ করার শেষ চেষ্টা চলছে। যেখানে খুব অল্প কিছু মাঠ বেছে নেওয়া হবে যাতায়াতের সময় বাঁচাতে। আর সেই তালিকায় ছিল কলকাতার দুইটি মাঠ। একটা কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও অন্যটি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন।

লিওনেল মেসি চলে যাওয়ার পর এবার এই দুই মাঠের একটির উপরেও পড়ল প্রশ্নচিহ্ন। আদৌ যদি আইএসএল হয়, তাহলে কি আর সত্যিই সম্ভব হবে যুবভারতীতে ম্যাচ করার? কারণ মেসির আসার দিনে যে ক্ষয়ক্ষতি স্টেডিয়ামের হয়েছে তা সারিয়ে আগের অবস্থায় আনতে খুব কম করে হলেও দুই মাস লাগবে বলে জানাচ্ছেন পূর্ত দপ্তরের অফিসাররাই। সেক্ষেত্রে যদি ধরে নেওয়া হয় জানুয়ারির শেষ সপ্তাহেও আইএসএল শুরু করা সম্ভব হয় তাহলেও শুরুরদিকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল হোম ম্যাচ খেলতে পারবে না। অর্থাৎ কম সংখ্যক স্টেডিয়ামের তালিকায় ম্যাচ করতে গেলে আপাতত বাদ রাখতে হবে কলকাতাকে। স্টেডিয়ামে গিয়ে যা দেখা গিয়েছে, তাতে প্রচুর সংখ্যায় বসার সিট বদলাতে হবে। এছাড়াও মাঠে প্লেয়িং এরিনা তো বটেই, ডাগআউট, টানেল থেকে গ্যালারি সহ প্রচুর পরিকাঠামো নষ্ট হয়ে গেছে। নিয়মিত যুবভারতীর কাজ করেন এমন একজন বলেছেন, 'বাকেট সিট নতুনকরে বসাতে হবে। প্লেয়িং এরিনার বাইরের কৃত্রিম ঘাসের অংশগুলো অনেক জায়গাতেই নেই। মাঠের ঘাসেরও কিছু কিছু জায়গা উপড়ে ফেলা হয়েছে, গোলপোস্ট জায়গায় নেই, নেট কেটে ফেলা হয়েছে এবং টানেলের ফাইবার গ্লাসের আচ্ছাদন পুরোপুরি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তাতে অন্তত ২ মাস তো লাগবেই সারাতে।' এমনকি মেটাল ডিটেক্টরও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় এখন পড়ে রয়েছে বিভিন্ন গেটে।

গত ১৩ ডিসেম্বর, মেসির সফর শুরু হয় কলকাতা দিয়ে। তিনি সেদিন যুবভারতীতে ছিলেন মাত্র ২১ মিনিট। ভিভিআইপি, রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী ও তাঁদের পরিবারের লোকজনে ভর্তি মাঠে তৈরি হওয়া বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কারণেই অন্তত সময়ের মিনিট ৪০ আগেই তিনি মাঠ ছাড়েন। তাঁকে একেবারেই দেখতে না পেয়ে এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে জনতা। শুরু হয় চেয়ার এবং জলের বোতল ছোড়া। গেট ভেঙে মাঠে ঢুকে পড়ে বিশাল সংখ্যক মানুষ। তাঁদের তাণ্ডবেই এরপর ক্ষয়ক্ষতি হয় মাঠের অন্দরেও। স্টেডিয়াম সিইও দেবকুমার নন্দনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তদন্তের জন্য। ফলে কাজ শুরু হওয়া নিয়েও রয়েছে খানিকটা ধন্দ। তবে এরইমধ্যে স্বস্তির বিষয় যে এবারে আইএসএল সময়ে শুরু না হওয়া, সেকথাও বলছেন ক্রীড়া দপ্তর ও স্টেডিয়াম কর্মীরা। ক্লাবকর্তারাও বলছেন, 'ভাগ্যিস আইএসএল এখনও শুরু হয়নি। নাহলে এখন তো আমরা অথই জলে পড়তাম। নতুন করে খেলার জায়গা খুঁজতে হত।'

এতদিন আড়ালে কাজ করে গেলেও এবারই প্রকাশ্যে আইএসএল নিয়ে মুখ খুললেন ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি প্রফুল প্যাটেল। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'ভারতীয় ফুটবল আমার হৃদয়ের খুব কাছে। আশা করি, সবাই মিলে আইএসএল ও আই লিগ দ্রুত শুরু করার বিষয়ে উদ্যোগ নেবে।' প্রফুলের এই মন্তব্য বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় ফুটবলে যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী।

এদিকে, এদিন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সহ সচিব আইএসএল নিয়ে আলোচনার জন্য ক্লাবগুলিকে অনুরোধ জানিয়ে বৃহস্পতিবার বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য চিঠি দেন। যা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে হবে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নির্দেশেই এই সভা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

১৩ ডিসেম্বর লিওনেল মেসিকে ঠিকমতো দেখতে না পাওয়ায় দর্শক বিক্ষোভের শিকার হয় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন।

অচেনা যুবভারতী

- মাঠে প্লেয়িং এরিনা তো বটেই, ডাগআউট, টানেল থেকে গ্যালারিসহ প্রচুর পরিকাঠামো নষ্ট হয়ে গিয়েছে।
- গ্যালারিতে বাকেট সিট নতুন করে বসাতে হবে।
- প্লেয়িং এরিনার বাইরের কৃত্রিম ঘাসের অংশগুলো অনেক জায়গাতেই নেই।
- মাঠের ঘাসেরও কিছু কিছু জায়গা উপড়ে ফেলা হয়েছে, গোলপোস্ট জায়গায় নেই, নেট কেটে ফেলা হয়েছে।
- টানেলের ফাইবার গ্লাসের আচ্ছাদন পুরোপুরি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

দুই বছর এএফসির নির্বাসনে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : আগামী দুই বছরের জন্য এএফসি-র যে কোনও টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কৃত মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে ইরানের সেপাহান এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে না যাওয়ায় আগেই টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচে আর মাঠে নামতে দেওয়া হয়নি মোহনবাগানকে। তখনই বোঝা গিয়েছিল, এরপর আরও বড় শাস্তি অপেক্ষা করে আছে গত আইএসএলের লিগ-শিল্ড ও কাপ জয়ীদের জন্য। গত মরশুমেও ট্র্যাক্টর এফসি-র বিপক্ষে ইরানে খেলতে যায়নি মোহনবাগান। সেবার শুধুমাত্র ওই মরশুমে মাঠে নামতে না দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হলেও একই ঘটনা বারবার ঘটানোয় আর ছাড় দেওয়ার প্রশ্নই ছিল না। এএফসি-র শৃঙ্খলারক্ষা ও এথিকস কমিটির রায়ে এবার আরও বড় শাস্তি হল মোহনবাগানের। যদিও শাস্তির মেয়াদ মাত্র এক মরশুমের। কিন্তু তা বলবৎ থাকবে ২০২৭-'২৮ পর্যন্ত।

জরিমানা দিতে হবে ৫০ হাজার ডলার

অর্থাৎ এই মরশুমে যদি আইএসএল হয় এবং মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হয় তাহলে পরবর্তী এএফসি ক্লাব প্রতিযোগিতার কোনও ম্যাচে খেলার সুযোগ পাবে না তারা। আর এবার চ্যাম্পিয়ন না হলে, পরের বছর হলে ২০২৭-'২৮ মরশুমে মোহনবাগানকে এএফসি-র টুর্নামেন্টে মাঠে নামতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ শাস্তি হিসাবে একটি মরশুমই তারা খেলতে পারবে না। কিন্তু তা বলবৎ থাকবে দুই বছর।

শাস্তির চিঠি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে মোহনবাগানকে জরিমানা হিসাবে দিতে হবে ৫০ হাজার ইউএস ডলার। এছাড়াও সেপাহান এফসি-কে ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে ৫০,৭২৯ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৯১ লক্ষ টাকারও কিছু বেশি। এর বাইরেও যদি তাদের এএফসি টুর্নামেন্ট বাবদ কোনও ছাড় বা টাকা দিয়ে থাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে মোহনবাগানকে। জরিমানার সবই চিঠি পাওয়ার এক মাসের মধ্যে দিতে হবে। এই বিষয়ে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের তরফে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

আইপিএলের শুরুতে অনিশ্চিত কেকেআরের মুস্তাফিজুর

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর : আইপিএলের আসরে তিনি অত্যন্ত পরিচিত। অতীতে বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের হয়ে খেলেছেন তিনি।

আসন্ন আইপিএলের আসরে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে দেখা যাবে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি দল কলকাতা নাইট রাইডার্সে। এই প্রথমবার কেকেআরের হয়ে খেলবেন তিনি। আবু ধাবিতে গতকালের নিলামের আসরে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে ৯.২০ কোটি টাকার বিনিময়ে মুস্তাফিজুরকে নিয়েছে কেকেআর। আর তারপরই আজ বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। প্রশ্ন উঠেছে, কেকেআরের হয়ে আইপিএলের শুরুতে তাঁকে পাওয়া যাবে তো?

বড় অঘটন না হলে ২৬ মার্চ শুরু হতে চলেছে আইপিএল। আর ওই একই সময়ে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই ও টি২০ সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। স্বাভাবিকভাবেই ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের স্কোয়াডে বাংলাদেশ দলে থাকার কথা মুস্তাফিজুরের। ফলে এপ্রিলের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে ইডেন গার্ডেন্সে মুস্তাফিজুরের খেলা নিয়ে রয়েছে সংশয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে আজ এই খবর জানা গিয়েছে। রাতের দিকের খবর, মুস্তাফিজুরকে আইপিএলের শুরু থেকেই পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছে কেকেআর।

প্রথমবার কেকেআরের জার্সি গায়ে আইপিএল খেলার আবেগে ভাসছেন মুস্তাফিজুর নিজেও। আপাতত তিনি রয়েছেন দুবাইয়ে। সেখানেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ নিয়ে ব্যস্ত বাংলাদেশের বাঁহাতি জোরে বোলার। তার মধ্যেই কেকেআরের হয়ে আইপিএল খেলার আবেগে ভেসে মুস্তাফিজুর বলেছেন, 'কেকেআরের জার্সি গায়ে ইডেনে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি। কলকাতা আমার উপর যে ভরসা দেখিয়েছে, তার মর্যাদা দেওয়ার দায়িত্ব এখন আমার। নয়া চ্যালেঞ্জের জন্য আমি তৈরি।' মুস্তাফিজুর নিজেও স্পষ্ট করেননি যে, আইপিএলের শুরুতে কেকেআরের হয়ে তিনি খেলতে পারবেন কিনা।

২৫.২ কোটি পাওয়ার পরদিনই 'শূন্য' গ্রিন

শতরান করে বাবাকে স্মরণ ক্যারির

অ্যাডিলেড, ১৭ ডিসেম্বর : গত বছরের সেপ্টেম্বরে ক্যানসারে মারা যান গর্ডন ক্যারি। পরিচয় অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারির বাবা। ক্যারির ক্রিকেটের হাতেখড়ি বাবার হাত ধরেই। তাই বুধবার অ্যাসেজের তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরান করে প্রয়াত বাবাকে স্মরণ করলেন অ্যালেক্স। শুরুটা ভালো না হলেও প্রথম দিনের শেষে অজিদের স্কোর ৩২৬/৮।

শতরানের পর অ্যালেক্স ক্যারি। তাঁর ব্যাটেই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে অস্ট্রেলিয়া। বুধবার।

> আজ শতরানের পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। আমার ক্রিকেটীয় সফরে বাবার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তিনিই আমাকে ছোট থেকে কোচিং দিয়েছিলেন। এদিনের শতরান বাবাকে উৎসর্গ করলাম।
>
> **অ্যালেক্স ক্যারি**

সিডনির বন্ডি বিচের ঘটনায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে দুই দলই এদিন কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামে। অ্যাডিলেড ওভালেও নিরাপত্তার কড়াকড়ি অন্য ম্যাচের তুলনায় বেশি ছিল। মাঠে বল গড়ানোর আগেই অবশ্য ধাক্কা অস্ট্রেলিয়ার। অসুস্থতার জন্য ছিটকে যান স্টিভেন স্মিথ। তাঁর জায়গায় সুযোগ পান উসমান খোয়াজা। ক্যারি ও খোয়াজার ইনিংসই দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়াকে লড়াইয়ে রাখল।

এদিন শুরুটা ভালো হয়নি অজিদের। জোফ্রা আর্চারের (২৯/৩) ধাক্কায় ৯৪/৪ হয়ে গিয়েছিল তারা। ব্যর্থ হন ট্রাভিস হেড (১০), জেক ওয়েদারাল্ড (১৮), মার্নাস লাবুশেন (১৯)। মঙ্গলবার আইপিএলের নিলামে ২৫.২০ কোটি টাকায় ক্যামেরন গ্রিনকে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি বিদেশি ক্রিকেটারের তকমা পেয়ে গিয়েছেন তিনি। সেই গ্রিনই এদিন শূন্য রানে আউট হলেন।

গ্রিন ফেরার পর খোয়াজাকে (৮২) নিয়ে হাল ধরেন ক্যারি (১০৬)। তাদের ৯১ রানের পার্টনারশিপ অজিদের ম্যাচে ফেরায়। ৫ রানে জীবন পাওয়া খোয়াজা শতরান মিস করলেও ভুল করেননি ক্যারি। অ্যাসেজে নিজের প্রথম শতরান পেয়ে যান তিনি। বাবা মারা যাওয়ার পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম শতরান। ফলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে ব্যাট আকাশে তুলে বাবাকে শ্রদ্ধা জানান তিনি।

দিনের শেষে ক্যারি বলেছেন, 'আজ শতরানের পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। আমার ক্রিকেটীয় সফরে বাবার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তিনিই আমাকে ছোট থেকে কোচিং দিয়েছিলেন। এদিনের শতরান বাবাকে উৎসর্গ করলাম।'

উইল জ্যাকস (১০৫/২) ক্যারিকে তুলে নেওয়ার পর ইংল্যান্ডের অস্বস্তি বাড়িয়েছেন মিচেল স্টার্ক (অপরাজিত ৩৩)।

ধোনি তো একসময় সরে যাবে : ফ্লেমিং

আবু ধাবি, ১৭ ডিসেম্বর : 'ড্যাডিস আর্মি' থেকে 'বেবিস আর্মি'!

চেন্নাই সুপার কিংসের নয়া ট্যাগ লাইন? ২০২৫ সালের আইপিএলেই যার সূচনা হয়ে গিয়েছিল উর্ভিল প্যাটেল, আয়ুষ মাত্রে, নুর আহমদ, ডিওয়াল্ড ব্রেভিসদের হাত ধরে। তারুণ্যের যে ভাবনায় এবার যুক্ত হয়েছেন কার্তিক শর্মা ও প্রশান্ত বীর। তাও দুইজনের জন্য ২৮.৪০ কোটি টাকা খরচা করে!

প্রশান্তর জন্য 'সেলিব্রেশন' রিঙ্কুর!

উত্তরপ্রদেশের টিম বাসেই মঙ্গলবার সুখবর পান প্রশান্ত বীর।

অখ্যাত দুই তরুণের জন্য একটু বেশিই বলে মনে করছেন অনেকে। কিন্তু স্টিফেন ফ্লেমিংদের নিলাম-পরিকল্পনায় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার আগামীর কথা গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁরা। চটজলদি সাফল্য, নামের পিছনে ছোটার বদলে ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগে জোর। নিলাম শেষে হেডকোচ ফ্লেমিং বলেও দেন, ২ বছর নয়, তারা আগামী ৬ বছরের জন্য পরিকল্পনা করে এগোচ্ছেন।

ইতিমধ্যেই রবীন্দ্র জাদেজাকে ছেড়ে দিয়ে সঞ্জু স্যামসনকে (ট্রেডের মাধ্যমে) দলে এনেছে হলুদ ব্রিগেড। নেপথ্যে জোড়া কারণ। এক, জাদেজার বয়স। দুই, মহেন্দ্র সিং ধোনির বিকল্প হিসেবে সঞ্জু। কবে 'অবসর'নেবেন, তা ঠিক করবেন মাহি স্বয়ং। চেন্নাই সুপার কিংসের থেকে যে ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রাখা হয়েছে 'থালা'-কে।

> সঞ্জু ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্রিকেটার। ওপেনিং কম্বিনেশনের পাশাপাশি উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে ওর দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের জন্য বিকল্প, উত্তরসূরি তৈরি রাখার বিষয়টাও ছিল।
>
> -স্টিফেন ফ্লেমিং

অবশ্য গতকাল নিলাম শেষে মাহিকে নিয়ে হেডকোচ ফ্লেমিংয়ের মন্তব্য বেশ ইঙ্গিতবাহী। জানান, কোনও একসময়ে তো সরে যাবেন মাহি। তাই আগেভাগে বিকল্প তৈরি রাখার চেষ্টা সঞ্জুকে এনে। তিনি বলেছেন, 'সঞ্জু ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্রিকেটার। ওপেনিং কম্বিনেশনের পাশাপাশি উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে ওর দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের জন্য বিকল্প, উত্তরসূরি তৈরি রাখার বিষয়টাও ছিল। কারণ, ধোনি তো কোনও একটা সময়ে সরে যাবে।'

শেষ মুহূর্তে কম বয়সি সরফরাজ খানের অন্তর্ভুক্তির পিছনেও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। প্রথমবার নিলামে 'অবিক্রিত' ছিলেন মুম্বইয়ের মিডল অর্ডার ব্যাটার। দ্বিতীয় নিলামেও চেন্নাই ছাড়া বাকি কোনও দল আগ্রহ দেখায়নি। শেষপর্যন্ত সিএসকে-র হাত ধরে আইপিএলে প্রত্যাবর্তন। যার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সরফরাজ।

সমাজমাধ্যমে সরফরাজ লিখেছেন, 'ধন্যবাদ চেন্নাই সুপার কিংস। আমাকে নতুন জীবন দেওয়ার জন্য।' নতুন চ্যালেঞ্জটা দুই হাত ভরে নেওয়ার জন্য তিনি যে তৈরি বুঝিয়ে দেন, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ২২ বলে বিস্ফোরক ৭২ রানের ইনিংস খেলে। চলতি মুস্তাক আলিতে এখনও পর্যন্ত ৬ ইনিংসে ৬৪ ব্যাটিং গড়ে ২৫৬ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১৮২.৮৫। জাতীয় দলে ফেরার যুদ্ধে এবার চেন্নাইয়ের জার্সিতে আইপিএল মঞ্চে নিজের দক্ষতার প্রমাণের সুযোগ।

এদিকে, আইপিএলে চেন্নাইয়ের নবাগত সংযোজন প্রশান্তকে নিয়ে বাসের মধ্যে উৎসব কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু সিংয়ের! রাজ্য দল উত্তরপ্রদেশে রিঙ্কুর সতীর্থ স্পিন-অলরাউন্ডার প্রশান্ত। সতীর্থের ১৪.২০ কোটি দর পাওয়ার পর টিম বাসেই ছিলেন প্রশান্ত। তাঁকে ঘিরে সেলিব্রেশন চলে বাসেই।

উত্তরপ্রদেশের অধিনায়ক রিঙ্কু বলেছেন, 'আমি জানতাম, একাধিক দল ওর জন্য ঝাঁপাবে।' পরে প্রশান্ত বলেছেন, 'এত দাম পাব ভাবিনি। অবাকই হয়েছি। নিলামের আগে চেন্নাইয়ের কর্মকর্তারা কথা বলেছিল। মনে হয়েছিল ওরা নিতে পারে। কিন্তু এতটা লড়াই করবে, ভাবিনি। মুখিয়ে আছি এমএস ধোনির সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

৮.৪ কোটি! গ্রামে রাতভর উৎসব

স্বপ্নের ঘোরে স্টার্কের বোলিং 'পার্টনার' আকিব

বারামুলা, ১৭ ডিসেম্বর : স্বপ্ন দেখেছিলেন।

নাম লিখিয়েছিলেন আইপিএলের নিলাম তালিকায়। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর আবু ধাবির নিলাম কক্ষে যা ঘটেছে, তা স্বপ্নেরও অতীত। যে ঘোর সহজে কাটার নয়। এখনও ঘোরের মধ্যে ৮.৪ কোটি দরে দিল্লি ক্যাপিটালসের সংসারে পা রাখা নতুন কাশ্মীরি পেস বোলার আকিব নবি দার। সুযোগ আগামী আইপিএলে মিচেল স্টার্কের বোলিং পার্টনার হওয়ারও।

টিভিতে ছেলের নিলাম দেখার পর থেকে উৎসব দার পরিবারেও। মঙ্গলবার থেকে পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবরা ভিড় বাড়িতে। চলে মিষ্টিমুখের পালা। কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে রাতভর চলে ঢোল বাজিয়ে নাচগানও। রাতে বিদ্যুৎ ছিল না এলাকায়। মোবাইলের লাইট জ্বালিয়েই চলে উৎসব।

গতি ও সুইংয়ের জন্য পরিচিত আকিব। 'ডেল স্টেইন অফ বারামুলা' নামে অনেকে ডাকে। কেউ বলে 'উত্তর কাশ্মীরি এক্সপ্রেস'। দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সিতে যে দক্ষতার ক্রিকেট বিশ্বের সামনে তুলে ধরার সুযোগ। বাবা-মা চাইতেন ছেলে বড় হয়ে চিকিৎসক হোক। খেলাধুলো পছন্দ ছিল না পেশায় শিক্ষক বাবার।

আজ সেই আকিবের হাত ধরে গর্বে চওড়া বুক। পেশায় শিক্ষক গর্বিত বাবা গোলাম নবি দার বলেছেন, 'এই রকম একটা দিন দেখতে পাওয়ার জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ। কঠোর পরিশ্রম করেছে। আকিবের প্রচেষ্টা, পরিশ্রম এবং আল্লাহর কৃপার ফল এটা। খুশি প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। প্রথমে চাইনি ও খেলুক। কিন্তু ক্রিকেটের প্রতি ওর অধ্যাবসায় দেখে আকিবকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।'

শুরুটা অবশ্য মোটেই মসৃণ হয়নি। জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ট্রায়ালে ব্যর্থও হন প্রথমে। কিন্তু চেষ্টা ছাড়েনি। ২০১৬ সালে ট্রায়ালে উত্তীর্ণ। আর নাছোড় লড়াইয়ের পুরস্কার, গতকাল বাকি বিশ্বের সামনে। রনজি ট্রফি, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ধারাবাহিক সাফল্য। মুস্তাকে ৭ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়েছিলেন। নিলামে যে সাফল্যের প্রতিফলন।

নিলামে আকিবের বেস প্রাইস ছিল ৩০ লক্ষ। রাজস্থান রয়্যালস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে পিছনে ফেলে ৮.৪ কোটিতে বাজিমাত করে দিল্লি ক্যাপিটালস। খবর আসতেই খুশির ঝলক গোটা গ্রামজুড়ে। রাতের দিকে কনকনে ঠান্ডা (২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস) উপেক্ষা করে ভিড় জমে যায় অকিবের বাড়ির সামনে।

ভক্তদের কাছে 'ডেল স্টেইন অফ বারামুলা' আকিব নবি দার।

ড্রাম বাজিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন কচিকাঁচার দল। বাড়ির মহিলাদের মুখে কাশ্মীরি লোকসংগীত। সন্ধের পর বিদ্যুৎ না থাকলে মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়েই চলে উৎসব। আকিবের প্রতিবেশী রিয়াজ আহমেদ গনাই বলেছেন, 'বরাবর শান্ত ও। নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকতে দেখেছি। ভারতের হয়ে খেলা ওর বরাবরের স্বপ্ন। আশা করি সেদিনও খুব দূরে নয়।' আরেক প্রতিবেশি জানান, ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত মাঠ নেই এখানে। কিন্তু সব প্রতিকূলতা জয় করে আজ এই জায়গায় পৌঁছোছে আকিব।

স্বপ্নাকে 'হেনস্তায়' নির্দোষ দাবি পৃথ্বীর

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : আইপিএল নিলামে শেষবেলায় দল পেয়েছেন। ন্যূনতম দামে পৃথ্বী শ-কে দলে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা কিছুতেই মিটছে না।

পৃথ্বীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিনেত্রী স্বপ্না গিল। সেই মামলাতে মুম্বইয়ের আদালতে জবাবদিহি করতে হল ভারতীয় ক্রিকেটারকে। লিখিত বয়ানে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন পৃথ্বী। জানিয়েছেন, তাঁর নাম ব্যবহার করে খবরে আসতে চাইছেন স্বপ্না। এর আগেও এমন মামলার ভয় দেখিয়ে টাকা হাতানোর চেষ্টা করেছিলেন অভিনেত্রী।

ঘটনার সূত্রপাত বছর দুয়েক আগে। মুম্বইয়ের একটি পানশালার সামনে সেলফি তোলা ঘিরে স্বপ্নার সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান পৃথ্বী। ঘটনায় প্রথমে স্বপ্নাকে গ্রেপ্তার করলেও পরে জামিন পেয়ে যান। এরপর পালটা পৃথ্বীর বিরুদ্ধে শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ আনেন নেটদুনিয়ায় পরিচিত ওই অভিনেত্রী। সেই মামলার জবাব দিলেন পৃথ্বী। পরবর্তী শুনানি আগামী বছরের ৩১ মার্চ।

একশো টাকায় ইডেনে টি২০ বিশ্বকাপ দর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : লিওনেল মেসি ফিরে গিয়েছেন। ভারত থেকে তাঁর বিদায় নেওয়ার পর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু তারপরও মেসি কাণ্ডের রেশ এখনও কাটেনি কলকাতায়।

বরং সময়ের সঙ্গে বেড়েই চলেছে মেসির প্রভাব। যার ফল আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে দেখা গেল। সন্ধ্যার সিএবি-তে আজ ছিল অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক। সেই বৈঠকে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের টিকিটের দাম চূড়ান্ত হওয়ার কথা ছিল। দাম নির্ধারণও হল। কিন্তু তার মধ্যেই সিএবি-র অ্যাপেক্সের বৈঠকে হাজির হয়ে সবাইকে চমকে দিলেন কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজকুমার ভার্মা।

সন্ধ্যা সাতটার সামান্য সময় পর তিনি হাজির হন সিএবি-তে। পৌঁছে যান সিএবি-র দোতলায়। যেখানে চলছিল অ্যাপেক্সের বৈঠক। তাঁকে দেখার পরই বৈঠকে ইতি। সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দ্রুত নীচে নেমে নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন কলকাতা পুলিশের নগরপালকে নিয়ে। অন্তত মিনিট পনেরোর বৈঠক চলে তাঁদের মধ্যে। জানা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে যেন কোনও সমস্যা বা বিঘ্ন না হয়, সেই কারণে সিএবি সভাপতির সঙ্গে বৈঠক কলকাতা পুলিশের শীর্ষকর্তার। বৈঠকের নির্যাস নিয়ে সরকারিভাবে কোনও তরফেই কোনও মন্তব্য করা হয়নি। 'রুটিন' বিষয় বলে সিএবি-র তরফেও দায় এড়ানোর চেষ্টা হয়েছে।

যদিও বাস্তব ছবি ভিন্ন। দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনও দুই মাস বাকি রয়েছে। অতীতে কলকাতায় বেশ কয়েকবার বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টও হয়েছে। কিন্তু প্রতিযোগিতা শুরুর অন্তত দুই মাস আগে কলকাতার

নগরপালের সঙ্গে বৈঠকে সৌরভ

পুলিশ কমিশনার সিএবি-তে হাজির হয়ে বাংলা ক্রিকেটের সভাপতির সঙ্গে বৈঠক সারছেন, এমন ঘটনার কথা মনে করা যাচ্ছে না। সিএবি-র একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, কলকাতায় মেসি ম্যাসাকারের পর নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশ এবার একটু বেশিই সক্রিয় হতে চলেছে। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি ম্যাচ খেলবে কলকাতায়। পরবর্তী পর্বে সূর্যকুমার যাদবের ভারতেরও একটি ম্যাচ ইডেনে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন অবস্থায় তাই নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশ আগাম সতর্কতা নিতে চাইছে বলে খবর।

কলকাতা পুলিশের নগরপাল সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে হাজির হওয়ার আগেই সিএবি-র অ্যাপেক্সের বৈঠকে কুড়ির বিশ্বকাপের টিকিটের দাম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এবার একশো টাকায় ইডেনে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখা যাবে। ইতালি বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিটের ন্যূনতম দাম ১০০ টাকা। এছাড়াও ২০০ টাকার টিকিটও থাকছে। সর্বাধিক মূল্যের টিকিট হল চার হাজারের। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিটের দাম ৩০০ টাকা থেকে শুরু। এছাড়াও ৫০০, ১০০০, ১৫০০ ও ৫০০০ টাকার টিকিটও থাকছে। ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিটও সমমূল্যের।

টি২০ বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে (১ মার্চ টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচের সম্ভাবনা) টিকিটের দাম ৯০০ টাকা থেকে শুরু। এছাড়াও ১৫০০, ২৫০০, ৩০০০ ও ১০০০০ টাকার টিকিটও থাকছে। অ্যাপেক্সের বৈঠকের শেষে সিএবি সভাপতি সৌরভ বলেছেন, 'আজকের বৈঠকে বিশ্বকাপের টিকিটের দাম চূড়ান্ত হল। অতীতের মতো এবারও দারুণভাবে বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের জন্য আমরা তৈরি।' কলকাতা পুলিশের নগরপালের সঙ্গে তাঁর বৈঠক নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি মহারাজ। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে পরশু ভোরে নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে উড়ে যাচ্ছেন সৌরভ।

কুয়াশায় বাতিল লখনউ দ্বৈরথ

গিলের চোট, নয়া নজির বরুণের

লখনউ, ১৭ ডিসেম্বর : নবাবের শহরে কুয়াশার হানা!

সন্ধে হতে না হতেই চারদিক ধোঁয়া ধোঁয়া। ক্রমশ কমতে থাকে দৃশ্যমানতা। প্রকৃতির যে রূপের ধাক্কায় ঘেঁটে-ঘ লখনউয়ের বুধবারের ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ ক্রিকেট উৎসব। লম্বা প্রতীক্ষা, পাঁচবার পর্যবেক্ষণের পর রাত ৯টা ২৫ নাগাদ ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত।

ভারতের সামনে ছিল সিরিজ জয়ের হাতছানি। প্রোটিয়া ব্রিগেডের লক্ষ্য স্কোরলাইন ২-২ করা। সিরিজের ফলাফল ছাপিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। যদিও দুই শিবিরের যে ভাবনার মাঝে অবাঞ্ছিত অতিথি হিসেবে হাজির কুয়াশা। যার ধাক্কায় ম্যাচ বাতিল। সিরিজের ফলাফলের জন্য আপাতত তাকিয়ে থাকা শুক্রবার আহমেদাবাদে অনুষ্ঠেয় সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচের দিকে।

কুয়াশার সঙ্গে এদিন লখনউয়ে যুক্ত হয় ধোঁয়ার উপদ্রব। জোড়া কম্বিনেশনে তৈরি হওয়া 'স্মগ'-এর দাপটে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় মাঠ ভরতি দর্শকদের। ধরমশালায় গত ম্যাচেও কুয়াশা ছিল। কিন্তু বায়ুদূষণ, ধোঁয়া, ধুলো কম থাকার ফলে 'স্মগ' পরিস্থিতি হয়নি। নবাবের শহরে জোড়া কম্বিনেশন ক্রিকেট উৎসবে জল ঢেলে দেয়।

সন্ধে থেকেই স্টেডিয়ামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। হার্দিক পান্ডিয়াকে দেখা গেল ধোঁয়া-কুয়াশার থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরে মাঠে। অতীতে ভারতে টেস্ট কিংবা সাদা বলের ফরম্যাটে কুয়াশার কারণে ম্যাচে প্রভাব পড়েছে। কিছু সময়ের জন্য ম্যাচ বন্ধ রাখতে হয়েছে। কিন্তু কুয়াশার কারণে আন্তর্জাতিক ম্যাচ বাতিলের ঘটনা আগে ঘটেনি।

টসের অনেক আগেই আশঙ্কা হয়ে হাজির হয়েছিল শীতের অতিথি কুয়াশা। তার সঙ্গে ধোঁয়ার যোগ। সন্ধে সাড়ে ৬টা নাগাদ এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স পৌঁছে যায় চারশোর ওপর! আম্পায়ারদ্বয় বারবার লাইট মিটার বার করলেন। মাঠের কর্মীরাও শিশিরের উপদ্রব কমাতে সারাক্ষণ সুপার সপার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন। কিন্তু সব প্রচেষ্টা বৃথা।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লাকেও দেখা গেল আম্পায়ারদের সঙ্গে লম্বা সময় কথা বলতে। শরীরী ভাষাতে অন্তত ৫ ওভারের ম্যাচ করার তাগিদ। ফলে বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে আরও দেরি। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন ইরফান পাঠান-আকাশ চোপড়া। তাঁদের যুক্তি, কুয়াশাচ্ছন্ন এই পরিস্থিতি কোনও ব্যাটার পেসারদের মুখোমুখি হতে চাইবে না। আর রাত যত বাড়ে কুয়াশা তত বাড়ে। তারপরও কেন দুই দল, দর্শকদের এত লম্বা সময় আটকে রাখা হল?

সন্ধে থেকে আম্পায়ার, মাঠকর্মীদের ব্যস্ততার মাঝে হার্দিক, জসপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদবরা হালকা অনুশীলনও সেরে নিচ্ছিলেন মাঝেমধ্যে। প্রথমে মাস্ক পরে মাঠে এলেও পরে ব্যাট হাতে শ্যাডো প্র্যাকটিস করতে দেখা যায় হার্দিককে।

পারিবারিক সমস্যা মিটিয়ে ফেরা বুমরাহও বিন্দাস মেজাজে। অর্শদীপ সিং, তিলক ভার্মা, জিতেশ শর্মাদের বারবার দেখা গেল সাজঘরের ব্যালকনিতে উঁকিঝুঁকি মারতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার মাঝে যেটুকু প্রাপ্তি দর্শকদের। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো! ব্যাট-বলের আসল যুদ্ধ থেকে বঞ্চিত হয়ে বাড়ি ফেরা শেষপর্যন্ত।

বরুণ চক্রবর্তীর জন্য অবশ্য সুখবর আইসিসি-র তরফে। ৮১৮ পয়েন্ট নিয়ে টি২০ বোলারদের শীর্ষস্থান আরও সুদৃঢ় করে নিলেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফির (৬৯৯) সঙ্গে পরিষ্কার ১১৯ পয়েন্টের পার্থক্য। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে যা সর্বাধিক পয়েন্টের রেকর্ড।

বিশ্বকাপের মেগা দ্বৈরথে বরুণের এই ফর্ম বজায় থাকলে গৌতম গম্ভীরদের অনেক চিন্তা দূর হয়ে যাবে। লখনউ ম্যাচ বাদ দিলে বিশ্বকাপের আগে ভারতের হাতে আর ৬টি ম্যাচ আছে। তার মধ্যেই প্রস্তুতি সেরে নেওয়া। বাড়তি তাগিদ সূর্যকুমার, শুভমান গিলের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার।

এরমধ্যে আবার চিন্তা বাড়িয়েছে শুভমানের পায়ের চোট। এদিন স্টেডিয়ামে আসার জন্য টিমবাসে দল ওঠার আগেই ম্যাচ থেকে ছিটকে যান শুভমান। টিম সূত্রের খবর, মঙ্গলবার নেটে ব্যাটিং প্র্যাকটিসের সময় চোট পান। ঝুঁকি এড়াতে বিশ্রামের পরামর্শ দেন দলের মেডিকেল টিম। শুক্রবার সিরিজের শেষ ম্যাচে শুভমানকে পাওয়া যাবে কিনা, সেটাই দেখার।

পাঁচবার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে অবশেষে রাত ৯টা ২৫ মিনিট নাগাদ ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়াররা।

কুয়াশার সঙ্গে ধোঁয়ার যোগ। তার মধ্যেই মাস্ক এঁটে বোলিং অনুশীলনে হার্দিক পান্ডিয়া। সঙ্গী ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। লখনউয়ে বুধবার।

দেশের মাটিতে প্রথমবার মুখোমুখি আনন্দ-গুকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : দেশের মাটিতে প্রথমবার মুখোমুখি হতে চলেছেন পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কিংবদন্তি দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ ও বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ।

আগামী বছরের ৭ জানুয়ারি থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে টাটা স্টিল দাবা প্রতিযোগিতা। ২০১৯ সালের পর এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছেন আনন্দ। এছাড়াও বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, অর্জুন এরিগাইসি, ফিডে বিশ্বকাপে রানার্স আপ ওয়েই উই অংশ নিচ্ছেন।

আগামী মাসে শুরু টাটা স্টিল দাবা

তবে প্রতিযোগিতার মূল আকর্ষণ কিন্তু গুরু-শিষ্যের লড়াই। বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশের মেন্টর কিন্তু আনন্দ। কিন্তু দেশের মাটিতে প্রথমবার গুরু-শিষ্যের লড়াই আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে আসন্ন টাটা স্টিল দাবাকে। এই লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে বিশ্বের দাবা মহল।

এবারের প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে ফিডে বিশ্বকাপ জয়ী দিব্যা দেশমুখ, রমেশবাবু বৈশালী, আলেকসান্দ্রা গোরাচকিনার মতো দাবাড়ুরা অংশ নেবেন। এই প্রতিযোগিতা র‍্যাপিড ও ব্লিৎজ দুই ফরম্যাটেই খেলা হবে।

হাসপাতালে ভর্তি যশস্বী

পুনে, ১৭ ডিসেম্বর : পেটের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল। মঙ্গলবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে মুম্বইয়ের হয়ে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচের পরই পেটের সমস্যার সম্মুখীন হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একাধিক মেডিকেল পরীক্ষার পর যশস্বীকে ওষুধের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

৺মুকুল কুমার গোপ
জন্ম- ২৯ এপ্রিল ১৯৬০ মৃত্যু - ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
তোমার শূন্যস্থান অপূরণীয়।
তুমি চিরকাল আমাদের মাঝেই থাকবে।
শোকাহত পরিবার:- স্ত্রী- কানন গোপ, পুত্র- শুভদীপ গোপ,
পুত্রবধূ- অনিন্দিতা গোপ, নাতনি- অদ্রিজা গোপ (মেঘা)

হারল জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি

জিতল নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড

মালদা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগের (বিএসএল) দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের সরণিতে ফিরল নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি।

শনিবার বোলপুরে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে ২-১ গোলে হারিয়েছে নর্থবেঙ্গল। উত্তরের দলটির হয়ে জোড়া গোল করেন শলক তিওয়ারি। তিনি ১৮ ও ৩৮ মিনিটে লক্ষ্যভেদ করেন। ৪৩ মিনিটে বীরভূমের হয়ে একটি গোল শোধ করেন আকাশ মণ্ডল।

এদিন মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে অপর ম্যাচে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র কাছে ১-০ গোলে হেরে গিয়েছে মালদা ও মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। মেহতাব হোসেনের দলের হয়ে ৭৯ মিনিটে গোলটি করেন ম্যাচের সেরা কাওয়াসি ওসু।

৬৫ শতাংশ বল পজেশন নিয়েও রবি হাঁসদা, জোয়াটা ডি পোলারা গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ হন। প্রথম ম্যাচের তুলনায় এদিন জেলা ক্রীড়া সংস্থার গ্যালারিতে দর্শকের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। এদিন মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন বিএসএলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অ্যালভিটো ডি কুনহা।

অ্যালভিটো ডি কুনহার হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন কাওয়াসি ওসু।

একশো টাকায় ইডেনে টি২০ বিশ্বকাপ দর্শন

৮.৪ কোটি! গ্রামে রাতভর উৎসব

-খবর এগারোর পাতায়

ফাইনালের মহড়ায় ড্র ইস্টবেঙ্গলের

কাঠমান্ডু, ১৭ ডিসেম্বর : ফাইনালের মহড়ায় আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল প্রমীলাবাহিনী।

শনিবার সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। নেপালের যে দলের সঙ্গে ফাইনাল-যুদ্ধ, সেই নেপাল আর্মড পুলিশ ক্লাবের বিরুদ্ধেই বুধবার রাউন্ড রবিন পর্বের শেষ ম্যাচ গোলশূন্য ড্র করল লাল-হলুদ। প্রতিযোগিতায় এই প্রথম পয়েন্ট খোয়াল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচটি ড্র হওয়ায় লিগ পর্বে অপরাজিত রইল লাল-হলুদের মেয়েরা। চার ম্যাচে ১৩টি গোল করেছেন ইস্টবেঙ্গল। কোনও গোল হজম করেনি তারা। চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকেই লিগ পর্ব শেষ করল মশাল গার্লস।

শ্রীলঙ্কার ফিল্ডিং কোচ শ্রীধর

কলম্বো, ১৭ ডিসেম্বর : শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের নতুন ফিল্ডিং কোচ হলেন ভারতের প্রাক্তন ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধর। আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের জন্য তাঁকে লঙ্কান দলে আনা হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ভারতের ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব সামলেছেন শ্রীধর। তাঁর আমলে ভারতীয় দলের ফিল্ডিং ক্রিকেট বিশ্বের নজর কেড়েছিল।

পুরস্কৃত দেবানীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : শহরের ক্রীড়াপ্রেমিকদের বিচারে শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ও প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ সেরা রেফারি নির্বাচিত হয়েছেন দেবানীক চৌধুরী। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মঙ্গলবার প্রিমিয়ার লিগের শেষ ম্যাচের পর তাঁকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কালিম্পংয়ে থাকায় তাঁর মায়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

জয়ী সৌরভ-প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : মিত্র সম্মিলনীর আন্তঃ সদস্য অকশন ব্রিজে সোমবার জিতেছেন সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ সরকার। একইসঙ্গে জয় পেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় ভার্মা-প্রদীপ দে ও সঞ্জয় দে-অম্বর ঘোষ।

ভারতীয় ফুটবলেও বিনিয়োগের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : লিওনেল মেসির ভারত সফরকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকা খরচ। এত আয়োজন। তারপরেও অন্ধকারে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ।

বিনিয়োগকারীর অভাবে অনিশ্চিত দেশের সর্বোচ্চ লিগ। কেন এমন পরিস্থিতি? প্রশ্ন কিন্তু উঠছে। প্রশ্ন তুললেন স্বয়ং ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সন্দেশ ঝিংগান। মেসির নাম না করেই সমাজমাধ্যমে সন্দেশের পোস্ট, 'ভালো লাগছে এটা ভেবে যে মানুষ ফুটবলের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের নিজেদের দেশের ফুটবল সংকটে। সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একটা সফরকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকা খরচ অথচ বিনিয়োগের অভাবে বন্ধ হওয়ার পথে ভারতীয় ফুটবল। এটা আমাকে সত্যিই ভাবাচ্ছে।'

তিনি আরও লেখেন, 'গত কয়েকদিন ধরে ফুটবলে মেতে উঠেছিল গোটা দেশ। এটা আমাকে সত্যিই আনন্দ দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্নপূরণ হতে দেখে ভালো লাগছে।' ভারতীয় ফুটবলকেও একইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হোক, কাতর আবেদন সন্দেশের। দেশের তারকা ডিফেন্ডার লিখেছেন, 'আমাদের পারফরমেন্স নিয়ে সমালোচনা হয়। সেই নিয়ে আমি সচেতন। তার দায়িত্ব নিতেও প্রস্তুত। কিন্তু ফুটবল বিচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকতে পারে না। নিজেদের দেশেও ফুটবলকেও কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায় সেদিকেও নজর রাখা হবে। এটুকুই আশা করি।'

সোচ্চার প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়াও। এক সাক্ষাৎকারে বাইচুং বলেছেন, 'মেসির মতো একজনের ভারতে আসা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। অনেক ছোটদের ফুটবল খেলতে অনুপ্রাণিত করবে এই উদ্যোগ। তবে এই আয়োজনে যথেষ্ট খরচ হয়েছে। যারা মেসিকে দেখার জন্য এত খরচ করতে পারে, আমি মনে করি ভারতীয় ফুটবলের সাহায্যার্থেও পাশে দাঁড়াতে পারে তারা।'

বড় জয় বাঘা যতীনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ৭ উইকেটে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে টসে হেরে ফ্রেন্ডস ২৮.৩ ওভারে ৬৭ রানে গুটিয়ে যায়। দীপায়ন রায় ২০ এবং শুভঙ্কর পুরকায়স্থ ও যুবরাজ সাহা ১৫ রান করেন। সুরজ রায় ২৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন অঙ্কিত সিংও (১০/৩)। আশিস প্রসাদ ১৩ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে বাঘা যতীন ১৬.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৭১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সুরজ ২৪ ও কিষান কুমার জয়সওয়াল ২৩ রান করেন। পঙ্কজ দাস ২৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। বৃহস্পতিবার খেলবে নবীন সংঘ ও দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সুরজ রায়।

সুপার ফোরে এনবিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : রায়পুরে আয়োজিত পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিসে সুপার ফোরে উঠেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনবিইউ) পুরুষ দল। বুধবার সেখানে তারা ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালে এনবিইউ একই ব্যবধানে জিতেছে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার তাদের খেলা রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। এনবিইউয়ের মহিলা দল অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালে দ্বারভাঙ্গার এলএন মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ২-৩ ফলে হেরে বিদায় নিয়েছে।

নীতীশের শতরানে জয়ী তরুণ তীর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার তরুণ তীর্থ ১৩২ রানে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে তরুণ ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৬৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা নীতীশ কুমার ১০৯ রান করেন। শুভ চৌধুরীর অবদান ৫৩। জয়কৃষ্ণ পাল ৩২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন শুভম দে-ও (৪৫/২)। জবাবে রামকৃষ্ণ ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৪ রানে আটকে যায়। অনুপ সিংহ ৪৩ ও সায়ন মণ্ডল ২৬ রান করেন। সুরজিৎ সাহা ৮ ও সমীরণ শর্মা ১০ রানে নেন ২ উইকেট। বৃহস্পতিবার খেলবে বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাব ও ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব।

ম্যাচের সেরা নীতীশ কুমার।